আল আকসা রেষ্টুরেন্ট
প্রবাসে বাংলাদেশী খাবারের স্বাদ
আল আকসা পার্টিহল
পার্কচেষ্টারে বাঙ্গালী মালিকানায় সবচেয়ে বড় পার্টিহল ১০০-১৫০ জনের ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন
২১০৭ ষ্টার্লিং এভিনিউ, ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২
ফোন: ৭১৮-৯০৪-৭০৬১

২৮ বছরে

বাংলা পত্রিকা

The Weekly Bangla Patrika

বর্ষ ২৮ || সংখ্যা ০২ || সোমবার || আশ্বিন ২৪ || ১৪৩০ || রবিউল আঃ ২৫ || ১৪৪৫ || Vol. 28 || Issue 02 || October 09 || 2023 || USA. FREE in NY, Other State $1

আলাদীন
Aladdin
২৯-০৬ ৩৬ এভিনিউ, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
Tel: 718-784-2554

TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

নতুন প্রস্তাব : নিউইয়র্কে অফিসেই বাড়ি ঘর

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: নিউইয়র্কের একটি থিংক ট্যাংক নগরের গৃহায়ন সঙ্কট দূর করতে নতুন এক প্রস্তাব নিয়ে এসেছে। তারা বলছে, নগরীর অফিসভবনগুলোতেই শুরু করা যেতে পারে ডর্ম স্টাইলে থাকার ব্যবস্থা। এতে গৃহায়ণ সমস্যা **(বাকি অংশ ১৪ পাতায়)**

ফিলিস্তিনের বিরুদ্ধে ইসরাইলের যুদ্ধ ঘোষণা



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: ইসরাইলের উপর হামাসের আক্রমনের পর এবার ফিলিস্তিনের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিকভাবে যুদ্ধ ঘোষণা করল ইসরাইলের মন্ত্রীসভা। এর মাধ্যমে দেশটির সরকার গুরুত্বপূর্ণ সামরিক কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবে। রোববার (৮ অক্টোবর) ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর অফিস এ তথ্য নিশ্চিত করেছে। নেতানিয়াহু জানিয়েছেন, গাজার সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাস ইসরাইলের ওপর যুদ্ধ আরোপ করেছে। খবর আল জাজিরা'র। এদিকে পাল্টাপাল্টি আক্রমনের ফলে ফিলিস্তিনের পাশাপাশি ইসরাইলেও নিহতের **(বাকি অংশ ১৪ পাতায়)**

ম্যানহাটানে কনজেশন প্রাইসিং

সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারছে না এমটিএ

বাংলার পত্রিকা ডেস্ক: তৃতীয় সভায়ও সিদ্ধান্তহীন রয়ে গেলো ম্যানহাটানের কনজেশন প্রাইসিং। নিউইয়র্কের প্রাণকেন্দ্র খ্যাত এই স্থানে গাড়ির চাপ কমাতে নেওয়া এই পরিকল্পনায় সেসব সড়কে ঢুকলেই গুনতে হবে বাড়তি টোল, এমনটাই ভাবা হচ্ছে। কিন্তু ট্রাফিক **(বাকি অংশ ১৪ পাতায়)**

স্পর্শকাতর বিষয়সহ ৪টি প্রসঙ্গে আলোচনা

শেখ হাসিনা-সুলিভানের বৈঠক বিফল



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জ্যাক সুলিভানের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আলোচিত বৈঠকটি কেন সফল হয়নি? এ নিয়ে নানা আলোচনা ঢাকা ও ওয়াশিংটনে। বলা হচ্ছে, মার্কিনীদের কিছু বিষয়ের সঙ্গে শেখ হাসিনা একমত হননি। বিশেষ করে নির্বাচন নিয়ে তার মতামত সম্পূর্ণ ভিন্ন। গত ২৭ সেপ্টেম্বর ওয়াশিংটনস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসে এ গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়। **(বাকি অংশ ১৪ পাতায়)**

হাকিম জেফরিকে স্পিকার পদে মনোনয়ন দেবেন ডেমোক্র্যাটরা



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি পরিষদের স্পিকার হিসাবে ডেমোক্র্যাট নেতা হাকিম জেফরির নামটিই বড় করে আসছে। আবারও তাকে এই পদে লড়াইয়ে মনোনয়ন দেওয়া হতে পারে। এ লক্ষ্যে মঙ্গলবার (১০ অক্টোবর) বৈঠকে বসবেন হাউসের ডেমোক্র্যাট সদস্যরা। নিউইয়র্কের এই ডেমোক্র্যাট নেতা এরই মধ্যে হাউসে ডেমোক্র্যাটদের নেতা হিসাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত রয়েছেন। এবার তাকে স্পিকার হিসাবে দেখতে চায় দল। যিনি **(বাকি অংশ ১৪ পাতায়)**

বুড়ো হয়ে যাচ্ছে নিউইয়র্ক!

সতেজ করে তুলতে এমটিএ'র ১১ বিলিয়ন ডলারের প্রকল্প

বিশেষ প্রতিনিধি: নিউইয়র্ক বুড়িয়ে গেছে! আলোঝলমলে শহরটিকে নিয়ে সে কথা হয়তো বলা যাবে না। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে ঝড়ে, ঝঞ্জায়, বন্যা, জলোচ্ছাসে নিউইয়র্ককে কাবু হতে দেখেছে সকলে। বিশ্বের রাজধানী খ্যাত এই নগরে ১৫০ বছর আগে গড়ে ওঠা **(বাকি অংশ ১৪ পাতায়)**



আবেদ খানের বিশেষ কলাম

আসছে মার্কিনী ঝড়

আগামী সাত দিনের মধ্যে বাংলাদেশের ওপর দিয়ে এক বিপজ্জনক অর্থনৈতিক ঘূর্ণিবার্তার ঝাপটা আসার লক্ষণ দেখা দিয়েছে। এই ঝাপটা আসতে যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন পশ্চিমা অর্থনৈতিক মহল থেকে।

ন **(বাকি অংশ ১৪ পাতায়)**

APOLLO INSURANCE BROKERAGE INC
WE DO TLC INSURANCE
EXIT LUXURY INC.
Shamsher Ali
President & CEO
29-10 36th Ave., Astoria, NY 11106
Tel: 718-472-9800, Fax: 718-472-9801
e-mail: apollobrokerageinc@gmail.com
exitluxuryinc@gmail.com

CORE CREDIT REPAIR
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?
TAX Liens Charge Offs Inquiries Collections
Garnishment Bankruptcy Late Payments
Call us 646-775-7008
www.cmscreditsolutions.com
Mohammad A Kashem
Credit Consultant

WIN ZONE REALTY INC
Licensed Real Estate Broker
বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন
M: 917-749-4143
B: 718-899-7000
F: 718-899-2000
khanf04@yahoo.com
Ferdous Khan
Licensed Real Estate Sales Assoricate
Zillow
81-15 Queens Blvd. 2Fl
Elmhurst, NY 11373

AMIN PHARMACY
29-03, 36th Ave, Astoria, NY 11106
Tel: (718) 786-6611, Fax: (718) 786-6613
Contact: Pharmacist Dr. Monsur Chowdhury

AHAD&CO
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
আই আর এস এবং স্টেট অডিট সমাধান
পে-রোল এবং বুককিপিং
আপনার টাকা ফাইল একজন সিপিএ দিয়ে করুন
আহ্মদ আলী, সিপিএ
Tel: (929)371-9915 | info@ahadandco.com
2153 Westchester Ave Suite 200, Bronx, NY 10462
47-01 Van Dam Street Long Island City, NY 11101

CHISHTI CPA PC
Mohammed Chishti
CPA, MBA
চিশতী একাউন্টিং এন্ড ট্যাক্স সার্ভিসেস
Income Tax - Sales Tax - Payroll - Notary Public - Bookkeeping - Business Formation - Financial Statement - Immigration Forms
73-19 BROADWAY, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
917-832-7785, 347-515-3858
chishti@chishtiaccounting.com
www.chishtiaccounting.com

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
পাবলিক অকশনের বাড়ি
ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
শর্ট-সেল ও REO-প্রপার্টি
কল করুনঃ
৫১৬-৪৫১-৩৭৪৮
Eastern Investment
150 Great Neck Road, Oreat Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com
Nurul Azim

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVELS
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
আমরা বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের স্টক হোল্ডার
7305 37th ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
সুপার সেল $৫৪৯+
917-396-4140, 917-592-7828
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

সব ধরনের Insurance!
Over 20 Years of Experience
Auto, Home, Business, Worker's Compensation & Disability
(718) 626-0733
(718) 626-2321
crescentinsurance@gmail.com
KABIR CHOWDHURRY
Crescent Insurance Brokegage Inc.
37-11 74 th Street # 2 Floor, Jackson Heights, NY 11372

www.banglapatrikausa.com

২৩ জানুয়ারি ২০২৩ থেকে ট্যাক্স ফাইলিং শুরু হচ্ছে

কোনো প্রফেশনালকে দিয়ে ট্যাক্স ফাইল করান তাহলে সর্বাধিক রিফান্ড পাবেন এবং ভবিষ্যৎ জটিলতা থেকেও রক্ষা পাবেন।

We are Top 500 intuit Company

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER



Steven M. Levy, CPA



আপনাদের ট্যাক্স ফাইলিং সুষ্ঠু ও নিখুঁতভাবে সম্পন্নের জন্য আমাদের সাথে রয়েছেন সার্টিফাইড পাবলিক একাউন্টেন্ট।

Southeast USA Income Tax Services

জ্যাকসন হাইটস
74-09 37th Avenue, Suite # 206
Jackson Heights, NY 11372
Phone: 718-639-6207
Cell: 917-566-1612

জ্যামাইকা
168-16, Hillside Avenue
Jamaica, NY 11432
Phone: 646-464-5944
718-487-4507

ব্রংক্স
1445 Unionport Roa, Bronx, NY
পার্কচেষ্টার ফ্যামিলি ফার্মেসির ভিতরে
Phone: 347-621-0378
718-427-5919

email: usa.bd54@gmail.com

বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika
৩-এর পৃষ্ঠা
The Weekly Bangla Patrika // Monday / October 029// 2023

আফগানিস্তানে ভূমিকম্পে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ২০০০

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: আফগানিস্তানে ভয়াবহ ভূমিকম্পে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২০৫৩জনে। আহতের সংখ্যা ৯ হাজার ২৪০ জন। ধ্বংস্তুপের নিচে আটকা পড়ে আছেন অনেকে। ফলে মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। আমেরিকান সংবাদমাধ্যম স্কাইনিউজের এক প্রতিবেদন থেকে এই তথ্য জানা যায়। শনিবার (৭ অক্টোবর) রাতে থেমে থেমে প্রায় পাঁচ ঘণ্টা ধরে চলে এই ভূমিকম্প। আঘাত আনে আটটি আফটার শক। ইরানী সীমান্তে নিকটবর্তী হেরাত শহরে ভূমিকম্পটি আঘাত আনে। রিখটার স্কেলে এর মাত্রা ছিল ৬ দশমিক ৩। এর পরে আটটি শক্তিশালী আফটার শকও আঘাত আনে। ভূমিকম্পে অনেক ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ধ্বংসাবশেষের নিচে আটকা পড়েছে অনেক মানুষ। বেঁচে যাওয়া আফগানরা বলছেন, প্রথমে ভবন তীব্র কম্পনে কেঁপে উঠে। এরপর ধসে পরতে থাকে।

গণতন্ত্রেই বহুমতের সহাবস্থান নিশ্চিত হয়

॥ মতিয়া চৌধুরী ॥

বাংলাদেশ রাষ্ট্রের যাত্রাই হয়েছিল বহুমতের সহাবস্থান ও চর্চা দিয়ে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে সংঘটিত মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে ১৯৭২ সালে আমরা একটি সংবিধান পেয়েছিলাম; যা বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংবিধান হিসেবে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত। সেখানে বলা আছে, 'প্রজাতন্ত্র হইবে একটি গণতন্ত্র, যেখানে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকিবে, মানবসত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত হইবে।' একই সংবিধানে আলাদাভাবে 'চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতার নিশ্চয়তাদান' করা হয়েছে। ওই সংবিধানের আওতায় আমরা যে সংসদীয় গণতন্ত্রের সরকার পদ্ধতি বেছে নিয়েছিলাম, সেটাও ভিন্ন মত-পথের সহাবস্থানের পক্ষে জাতির পিতার দৃঢ় অবস্থানকে তুলে ধরে।

মনে রাখতে হবে আমরা বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করেছি পাকিস্তানী স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ধারাবাহিকতায় সংঘটিত মুক্তিযুদ্ধে এক সাগর রক্তের বিনিময়ে। পাকিস্তানি শাসকরা আমাদের ওপর শুধু অর্থনৈতিক শোষণ চালায়নি, আমাদের ভাষা-সংস্কৃতিকেও দাবিয়ে রাখতে চেয়েছিল। ভিন্ন ধর্ম তো দূরের কথা, মুসলমানদের বিভিন্ন অংশের মানুষও সেখানে নিরাপদ বোধ করত না। সেখানে গণতন্ত্রের লেশমাত্র ছিল না। এমন এক প্রেক্ষাপটে বঙ্গবন্ধু একদিকে আওয়ামী লীগকে সব শ্রেণি-পেশা-লিঙ্গ-ধর্ম-বর্ণের মানুষের সংগঠন হিসেবে গড়ে তোলেন, অন্যদিকে আপামর জনসাধারণকে যুক্ত করে গণতন্ত্রের সংগ্রাম পরিচালনা করেন; যার ধারাবাহিকতায় সংঘটিত হয় সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ।

পাকিস্তানের ওই তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে আমরা বুঝেছি গণতন্ত্র ছাড়া জাতি হিসেবে বিকাশের বিকল্প কোনো পথ নেই। আর গণতন্ত্রেই শুধু সব মত-পথের মানুষের সহাবস্থান নিশ্চিত করা সম্ভব। বঙ্গবন্ধু তাঁর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণে বলেছিলেন, 'যদি কেউ ন্যায্য কথা বলে, আমরা সংখ্যায় বেশি হলেও, সে একজনও যদি হয়, তার ন্যায্য কথা আমরা মেনে নেব।' এর চেয়ে বড় গণতন্ত্র আর কী হতে পারে? ভিন্নমতের প্রতি শ্রদ্ধাই বা এর চেয়ে ভালোভাবে কীভাবে প্রকাশ করা যায়?

বঙ্গবন্ধুর শাসনামলে এ দেশে বাম-ডান বিচিত্র ধারার রাজনীতি সক্রিয় ছিল। এমনকি– আজকে যে যা-ই বলুক– এসব ধারার মধ্যে অনেক বিভ্রান্তি এবং আক্রমণাত্মক ও রক্তক্ষয়ী রাজনীতিও ছিল। শত চক্রান্তের মাঝেও বঙ্গবন্ধু তাদের নিয়ে চলার চেষ্টা করেন। কিন্তু একটা পর্যায়ে– ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট– বঙ্গবন্ধু তাঁর পরিবা‡রের অধিকাংশ সদস্যসহ নিহত হলেন পাকিস্তানপন্থিদের হাতে, যারা গণতন্ত্র চায় না, মানুষের অধিকার চায় না, সর্বোপরি বাংলাদেশের বিকাশ চায় না। এখানে খুনিদের সহায়তাকারী হিসেবে আমেরিকার কথা বলতেই হবে, যারা বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের বিরোধিতা করেছিল।



বঙ্গবন্ধু হত্যার পর দীর্ঘ সময় এখানে সামরিক শাসন চলে, যারা সংবিধানকে কাটাছেঁড়ার মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধূলিসাৎ করে, গণতন্ত্র-মানবাধিকারসহ মানুষের সব ধরনের অধিকার পদদলিত করে। সার্বিক অর্থেই এক ঘোর অমানিশা নেমে আসে জাতির ওপর। একদিকে আওয়ামী লীগসহ মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তির ওপর পৈশাচিক নির্যাতন চলে, অন্যদিকে যুদ্ধাপরাধীসহ সাম্প্রদায়িক-মৌলবাদী অপশক্তিকে আশ্রয়-প্রশ্রয় দেওয়া হয়। যার পরিণামস্বরূপ ভয়ংকর জঙ্গিবাদী অপশক্তির বিরুদ্ধে আমাদের এখনও লড়াই করতে হচ্ছে।

যাহোক, ওই অমানিশার বিরুদ্ধে লড়াই করতে জননেত্রী শেখ হাসিনা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ১৯৮১ সালে দেশে ফিরে এলেন। ইতিহাসে বিরল এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করে ছোট দুটো সন্তানকে বিদেশ-বিভুঁইয়ে বোনের কাছে রেখে দেশের মাটিতে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের হাল ধরলেন। মানুষ তখন স্লোগান তুলেছিল– ঝড়বৃষ্টি আঁধার রাতে, শেখ হাসিনা– আমরা আছি তোমার সাথে। এ ঝড়বৃষ্টি শুধু প্রাকৃতিক ঝড়বৃষ্টি নয়, তৎকালীন দেশের অগণতান্ত্রিক স্বৈরশাসকেও বুঝিয়েছিল।

আজকে এটা স্বীকার করতে হবে, শেখ হাসিনা আছেন বলেই আমরা গণতন্ত্রের পথে হাঁটতে পারছি। হয়তো গণতন্ত্রের পথে খানাখন্দক আছে, তবে সেটাও পেতাম না তিনি না থাকলে। এ কথার জন্য অতিজ্ঞানী হওয়ার দরকার নেই যে, ১৫ আগস্টের মতো একটা বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ডের পর এর হোতা এবং তাদের আশ্রয়-প্রশ্রয়দানকারীদের সঙ্গে ভুক্তভোগীদের সহাবস্থান সম্ভব না। তদুপরি ২০০৪ সালের ২১ আগস্ট আওয়ামী লীগের সমাবেশে সরাসরি রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় গ্রেনেড হামলার মাধ্যমে ঘটানো হলো আরেক জঘন্য হত্যাকান্ড, যার মূল লক্ষ্য ছিলেন শেখ হাসিনা। দেশবাসীর দোয়ায়, আল্লাহর অশেষ রহমতে তিনি– আহত হলেও– বেঁচে যান, তবে আমরা হারাই আইভি রহমানসহ ২৪ জন নেতাকর্মী; আহত হন আরও কয়েকশ নেতাকর্মী। কিন্তু এত কিছুর পরও শেখ হাসিনা কোনো প্রতিহিংসার পথে যাননি; সবারই রাজনীতি করার অধিকার তিনি দিয়েছেন।

একটা কথা স্বীকার করতে হবে, যারা মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কথা বলেন, মুক্তিযুদ্ধের অর্জনগুলোকে ধরে রাখতে চান তাদের সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাকারী এবং তাদের আশ্রয়-প্রশ্রয়দানকারীদের সহাবস্থান সম্ভব নয়। আপনি যতই চেষ্টা করুন, তেলে আর জলে মেশাতে পারবেন না। তেমন কোনো চেষ্টা হলে তা মু‡যুদ্ধকেই অস্বীকারের নামান্তর হবে। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ গণহত্যা যারা ঘটিয়েছিল, তাদের বিরুদ্ধে এ দেশের জনগণকে অস্ত্র ধরতে হয়েছিল। যারা একটা চাপিয়ে দেওয়া যুদ্ধে আত্মরক্ষার্থে, নিজের অস্তিত্ব রক্ষার্থে অস্ত্র ধরল তাদের পক্ষে ওই গণহত্যাকারীদের সঙ্গে কীভাবে সহাবস্থান সম্ভব?

যারা আজকে এ দুই পক্ষের সহাবস্থানের পক্ষে কথা বলেন, তারা কি ভেবে দেখেছেন, যদি আমরা ১৯৭১ সালে হেরে যেতাম তাহলে আজকে আমাদের অবস্থা কী হতো? আমরা তো ঘানি ঘোরানোর দাসে পরিণত হতাম। আমার মনে হয়, যারা ওই আক্রমণকারী ও আক্রান্তের সহাবস্থানের কথা ভাবেন, তারা একপ্রকার ক‡নাবিলাসে ভুগছেন। শেখ হাসিনা যেভাবে দেশটাকে সাফল্যের সঙ্গে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন, এটা তাদের সহ্য হচ্ছে না। কথায় আছে না, সুখে থাকলে ভূতে কিলায়!

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কিন্তু আজকে শুধু আওয়ামী লীগ নেতাকর্মী দিয়ে দেশ চালাচ্ছেন না। রাষ্ট্রযন্ত্রে এখন এমন বহু মানুষ আছেন, যারা আওয়ামী লীগের বাইরের লোক; এমনকি আমাদের বিরোধিতা করেন এমন লোকেরাও সেখানে আছেন। পারলে শেখ হাসিনাকে কালকেই দাফন-কাফন করে ফেলেন, এমন লোকও কি‘ আছে। প্রধানমন্ত্রী সবাইকে সঙ্গে নিয়েই দেশ পরিচালনা করছেন। তাই তিনি বলেছেন– শত ফুল ফুটতে দাও, আমি সেরা ফুলটাকে বেছে নেব। এটাই দায়িত্বশীল রাজনীতি; এটাই স্টেটসমেনশিপ বা রাষ্ট্রনায়কোচিত কাজ। প্রতিনিয়ত ঝগড়া-বিবাদ বা একজনের পেছনে আরেকজনের লেগে থাকা– এভাবে যেমন সংসার চলে না, তেমনি জীবনও চলে না। রাজনীতিও তার বাইরে নয়। শেখ হাসিনা তাই রাজনীতিতেও সবাইকে নিয়ে চলার পক্ষপাতী। রাজনীতিতে মতভিন্নতা বা মতবিরোধ থাকাটাই স্বাভাবিক। এমনকি এক পক্ষ আরেক পক্ষকে কথা-কৌশ‡ল ঘায়েলও করতে পারে, যেটা রাজনৈতিক রণনীতি-রণকৌশল বলে স্বীকৃত। কিন্তু 'ধরো অস্ত্র, করো রণ'– এ নীতিতে একটা দেশ চলতে পারে না। অন্তত যুদ্ধ করে যারা দেশটা স্বাধীন করেছে তারা দেশটাকে প্রতিদিনকার হানাহানির মধ্যে ফেলতে পারে না। আওয়ামী লীগও তা চায় না। দেশটার স্বাধীনতা সংগ্রা‡ম নেতৃত্ব দিয়েছে আওয়ামী লীগ, তাই দলটা দেশকে এগিয়ে নিতে চায়।

লেখক: বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের উপনেতা





চিত্রে বেনে'র বার্ষিক বনভোজন























বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika
Editor : **Abu Taher**
Tel: 718-482-9923, 718-482-1169
Fax: 718-482-9935

সম্পাদকীয়

টার্মিনাল উদ্বোধন : এবার কি বিমানবন্দরে অব্যবস্থাপনা দূর হবে

ঢাকায় শনিবার হযরত শাহজালাল বিমানবন্দরে থার্ড টার্মিনাল উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তবে একে 'সফট ওপেনিং' বলছে বাংলাদেশের বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ। ২০২৪ সালের শেষের দিকে পুরোপুরি ব্যবহারযোগ্য হবে এই টার্মিনাল। হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে চরম বিশৃঙ্খলা, ভোগান্তি ও হয়রানির শেষ নেই। প্রায়ই খবরের কাগজে সংবাদ হয়। অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধার অভাব আর বিমানবন্দরের কর্মীদের আচরণ- দুইয়ে মিলে দেশের ভাবমূর্তির জন্য বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়ে আছে বিমানবন্দরের ব্যবস্থাপনা। নতুন টার্মিনাল চালুর মধ্য দিয়ে যাত্রী ভোগান্তির নিরসন হবে কিনা সে প্রশ্ন সামনে আসছে।

স্বাধীনতার ১১ বছর পর ১৯৮০ সালে কুর্মিটোলায় বিমানবন্দরটি চালু হয় 'জিয়া আন্তর্জাতিক' বিমানবন্দর নামে। পরে নাম বদল করে হয় হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর। একটি ভবনে দুটি টার্মিনাল দিয়েই আন্তর্জাতিক ফ্লাইট পরিচালনার কাজ চলে আসছে এতদিন। গাদাগাদি ভিড় থাকে টার্মিনালের ভেতরে। ঢোকার মুখে, তল্লাশির জায়গা, চেক ইন বা ইমিগ্রেশনের কাউন্টার, সব জায়গায় লম্বা লাইন। বর্তমানে শাহজালাল বিমানবন্দরের প্রথম ও দ্বিতীয় টার্মিনালে বছরে ৬৫ লাখ যাত্রী চলাচল করতে পারে। থার্ড টার্মিনাল চালুর পর এই সংখ্যা বেড়ে ১ কোটি ২০ লাখে উঠবে। বর্তমানে শাহজালালের টার্মিনালে দৈনিক সর্বোচ্চ দেড়শ ফ্লাইট হ্যান্ডলিং হচ্ছে। সংশ্লিষ্টরা মনে করেন, এখানে আরেকটু সক্ষমতা বাড়ানো গেলে বর্তমান রানওয়েকেই আরো কমপক্ষে ৩০ শতাংশ বেশি ব্যবহার করা যাবে। এটি মূলত তিন তলাবিশিষ্ট। এ টার্মিনালটিকে দক্ষিণ এশিয়ার সিঙ্গাপুরের চাঙ্গি, দক্ষিণ কোরিয়ার ইনচইন এয়ারপোর্টের চেয়ে অত্যাধুনিক দাবি করতে পারি আমরা। এটা শুধু দেখতেই যে নয়নাভিরাম, দৃষ্টিনন্দন সেটা নয়। প্রযুক্তির দিক থেকেও সবার সেরা। থার্ড টার্মিনালে ব্যবহৃত হয়েছে বিশ্বের নির্ভরযোগ্য সব প্রডাক্ট। মানেও সেরার দাবিদার আমরা। এ একটা এয়ারপোর্টই দেশের বিশেষ পরিচিতি এনে দেবে। এটা আমাদের অহংকার, এটা আমাদের সক্ষমতার অন্যতম মানদন্ড। জানা যায়, ২০১৭ সালের ২৪ অক্টোবর শাহজালাল বিমানবন্দর সম্প্রসারণ প্রকল্পটির অনুমোদন দেয় একনেক। নির্মাণকাজে অর্থায়ন করছে জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন অ্যাজেন্সি (জাইকা)। বৃহৎ এই থার্ড টার্মিনাল প্রকল্পটির ব্যয় প্রথমে ধরা হয়েছিল ১৩ হাজার ৬১০ কোটি টাকা। পরে অবশ্য প্রকল্প ব্যয় ৭ হাজার ৭৮৮ কোটি ৫৯ লাখ টাকা বাড়ানো হয়েছে। কর্তৃপক্ষ বলছেন, শাহজালাল বিমানবন্দর সম্পর্কে বিদ্যমান নেতিবাচক ধারণা পাল্টে যাবে থার্ড টার্মিনালে নামার পর। মুছে যাবে সেবার মান নিয়ে থাকা নানা অভিযোগ। এটি দেখে আগ্রহী হয়ে উঠছে নতুন নতুন এয়ারলাইন্সও। ইতোমধ্যে ১২টি নতুন এয়ারলাইন্স ফ্লাইট পরিচালনার জন্য আবেদন করেছে। সব ইতিবাচক দিক। আমরাও আশাবাদী হতে চাই। বিমানবন্দর ব্যবস্থাপনার পরিবর্তন দরকার। শুধু নান্দনিকতা নয়। যাত্রীসেবা নিশ্চিত করা, বিমানবন্দরে যাত্রীরা যাতে কোনো হয়রানির শিকার না হন, সেটা আমাদের খেয়াল রাখতে হবে। মনিটরিং বৃদ্ধি করে লাগেজ ডেলিভারিতেও গুরুত্ব দিতে হবে। অতিরিক্ত জনবল নিয়োগের বিষয়টিও সামনে আসছে।

চার নেতা যেভাবে বিশ্বকে ওলটপালট করছেন

থমাস এল ফ্রিডম্যান

আমি প্রায় পুরো জীবন বিদেশি শত্রুদের সঙ্গে ইসরায়েলের যুদ্ধের বিষয়টি দেখে আসছি। অথচ এখানে আমাকে বলতে হবে, ইহুদি গণতন্ত্রের জন্য ভেতরকার শত্রু সবচেয়ে বড় হুমকি। দেশটির প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর নেতৃত্বাধীন বিচারিক অভ্যুত্থান ইসরায়েলের সমাজ ও সামরিক বাহিনীকে বিভক্ত করছে। ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাবেক মহাপরিচালক ড্যান হারেল গত সপ্তাহে তেল আবিবের গণতন্ত্র র ্যালিতে বলেছেন, 'আমাদের জাতীয় নিরাপত্তা সর্বোচ্চ খারাপ পর্যায়ে পৌঁছেছে, যেমনটা আগে কখনও দেখিনি' এবং ইতোমধ্যে 'ইসরায়েলের সামরিক বাহিনীর রিজার্ভ ইউনিটের মধ্যে যে সংকট দেখা দিয়েছে, তা সামরিক বাহিনীর সক্ষমতা কমিয়ে দিয়েছে।' এটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য কোনো ছোটোখাট সমস্যা নয়। ইসরায়েল ৫০ বছর ধরে যুক্তরাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ মিত্র এবং ওই অঞ্চলে আমেরিকা তাঁর সৈন্য ব্যবহার না করেই ইসরায়েলি ঘাঁটি ব্যবহার করতে পারে। ইরাক ও সিরিয়ার পারমাণবিক শক্তির অধিকারী হওয়ার প্রচেষ্টা ইসরায়েল অঙ্কুরেই বিনষ্ট করে দেয়। এ অঞ্চলে ইরানের পারমাণবিক শক্তি সম্প্রসারণ নিয়ন্ত্রণে ইসরায়েল প্রধান শক্তি। যদি এই কট্টর নেতানিয়াহু সরকার আরও তিন বছর শাসন করে; তাদের যদি ফিলিস্তিনের পশ্চিম তীরকে গ্রাস করার অভিলাষ থাকে এবং তাদের জাতিবিদ্বেষ নিয়ে ফিলিস্তিনিদের সেখানে শাসন করে তবে অঞ্চলটিতে এই ইহুদি রাষ্ট্রটি সবচেয়ে বড় অস্থিতিশীলতার কারণ হবে।

২০২০ সালের যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনী ফলাফল পাল্টে দেওয়ার জন্য ডোনাল্ড ট্রাম্পের চেষ্টা হিসেবে ২০২১ সালের ৬ জানুয়ারীর ক্যাপিটলে হামলার ঘটনা আমরা দেখেছি। একই ব্যক্তির ২০২৪ সালের নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট হিসেবে রিপাবলিকানদের প্রধান প্রার্থী হওয়ার কারণে পরবর্তী নির্বাচনটি আমাদের জন্য সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ। আরেকটি অভিন্ন বিষয়ও এই চার নেতাকে একই সূত্রে গেঁথেছে। তা হলো, দেশের অভ্যন্তরে তারা ক্ষমতার জন্য সব নিয়ম ভঙ্গ করেছেন। তা ছাড়া পুতিন বাইরের দেশের সঙ্গে যুদ্ধ বাধিয়ে দিয়েছেন। তার কারণও যে ক্ষমতায় থাকা–তা স্পষ্ট। তাদের দেশীয় দল বা প্রতিষ্ঠান তথা রুশ অভিজাত, চীনা কমিউনিস্ট পার্টি, ইসরায়েলি নির্বাচকমন্ডলী এবং আমেরিকার রিপাবলিকান পার্টি তাদের কার্যকরভাবে কিংবা পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না। তবে এই চারজনের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য রয়েছে। নেতানিয়াহু ও ট্রাম্প তাদের দেশে সংকটে পড়ছেন। ভোটাররা তাদের উভয়কেই ক্ষমতাচ্যুত করতে পারে বা থামাতে পারে। শি স্বৈরাচারী; তাঁর ক্রমবর্ধমান শক্ত হাতের শাসন চীনকে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে বাধা দিচ্ছে। আর পুতিন হলেন প্রেসিডেন্টের ছদ্মবেশে একজন মাফিয়া ডন।

চার নেতা বলতে আমি বলছি রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন, চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং, যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর কথা। তাদের অভিন্ন বৈশিষ্ট্য হলো–প্রত্যেকেই বিশ্বাস করেন, তাদের নেতৃত্ব অপরিহার্য। তারা ক্ষমতার জন্য যতদূর সম্ভব যেতে প্রস্তুত। তারা প্রত্যেকেই জনগণের কথা ভুলে শুধু নিজের স্বার্থে দেশের ভেতর ও বাইরে ব্যাপক সমস্যার জন্ম দিয়েছেন। যে কারণে দেশে তারা স্বাভাবিক কর্মকান্ড যেমন কঠিন করে তুলেছেন, তেমনি ভবিষ্যতের পথেও কাঁটা বিছিয়ে রেখেছেন।

থমাস এল ফ্রিডম্যান: পুলিৎজারবিজয়ী লেখক ও কলামিস্ট
নিউইয়র্ক টাইমস থেকে সংক্ষেপিত
ভাষান্তর মাহফুজুর রহমান মানিক

চার নেতা বলতে আমি বলছি রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন, চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিন-পিং, যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর কথা। তাদের অভিন্ন বৈশিষ্ট্য হলো–প্রত্যেকেই বিশ্বাস করেন, তাদের নেতৃত্ব অপরিহার্য। তারা ক্ষমতার জন্য যতদূর সম্ভব যেতে প্রস্তুত। তারা প্রত্যেকেই জনগণের কথা ভুলে শুধু নিজের স্বার্থে দেশের ভেতর ও বাইরে ব্যাপক সমস্যার জন্ম দিয়েছেন। যে কারণে দেশে তারা স্বাভাবিক কর্মকান্ড যেমন কঠিন করে তুলেছেন, তেমনি ভবিষ্যতের পথেও কাঁটা বিছিয়ে রেখেছেন।

পুতিনের কথা বলা যাক। তিনি সংস্কারক হিসেবে ক্ষমতা শুরু করেন এবং ইয়েলৎসিন-পরবর্তী রাশিয়ায় স্থিতিশীলতা আনেন। পুতিন অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি দেখেছিলেন এবং এ ক্ষেত্রে তেলের দাম বৃদ্ধি বড় ভূমিকা পালন করে। পরে তেলের দাম পড়তে থাকে। এর পর যে পরিস্থিতি তৈরি হয়, সেটি রুশ পন্ডিত লিওন অ্যারন তাঁর প্রকাশিতব্য ''রাইডিং দ্য টাইগার: ভ্লাদিমির পুতিন'স রাশিয়া অ্যান্ড দ্য ইউজেস অব ওয়ার'' বইয়ে উল্লেখ করেন।

২০১২ সালে প্রেসিডেন্ট হিসেবে যাত্রার শুরুতেই পুতিন ভিন্ন রূপে দেখা দেন। এর আগে আগে রাশিয়ার ১০০ শহরে পুতিনবিরোধী বিক্ষোভ হয় এবং রাশিয়ার অর্থনীতি স্থবির হয়ে পড়ে। অ্যারনের মতে, পুতিনের সমাধান ছিল–'শাসনের বৈধতা খুঁজতে হবে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিবর্তে সামরিক দেশপ্রেমে।' একই সঙ্গে তিনি খারাপ সব কিছুর জন্য পশ্চিমা বিশ্ব ও ন্যাটোর সম্প্রসারণকে দায়ী করেন। পুতিন এইভাবে তাঁর মনন ও প্রচারে রাশিয়াকে অবরুদ্ধ এক দুর্গে পরিণত করেছিলেন। তিনি এটি প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করেন–শুধু পুতিনই রাশিয়াকে রক্ষা করতে সক্ষম আর তাই তাঁকে আজীবন ক্ষমতায় থাকতে হবে। তিনি রাশিয়ার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির বিবেচনার চেয়ে মর্যাদার বিষয়কে প্রাধান্য দেন। এ জন্য অনেক ভুল পদক্ষেপও তিনি গ্রহণ করেন। যেমন, তাঁর যুক্তি–রুশ মাতৃভূমি পুনরুদ্ধার করার জন্য তাঁর ইউক্রেন আক্রমণ অনিবার্য ছিল।

চীনের প্রকৃত অবস্থা বেশ অপ্রত্যাশিতভাবে সম্প্রতি উন্মোচিত হয়। ১৯৭৮ সালে অর্থনৈতিক সংস্কারের পর আধুনিক ইতিহাসে চীন যে কোনো সময়ের চেয়ে আরও বেশি বোধগম্য, স্থিতিশীল এবং সমৃদ্ধি লাভ করে। এর পর প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের অধীনে চীন প্রায় ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে যায়। তিনি শাসন ক্ষমতার মেয়াদের শর্ত বিলুপ্ত করেন এবং নিজেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য প্রেসিডেন্ট বানান। শি আপাতদৃষ্টিতে বিশ্বাস করতেন, চীনা কমিউনিস্ট পার্টি তাঁর শক্তি হারাচ্ছে। এর ফলে ব্যাপক দুর্নীতির জন্ম হয়। সে জন্য তিনি সমাজ এবং ব্যবসার প্রতিটি স্তরে তাঁর শক্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। পাশাপাশি যে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বীকে তিনি নির্মূলের নীতি গ্রহণ করেন। এর ফলে মাও সে তুংয়ের পর চীনে পরিবেশ আরও সংকীর্ণ হয়ে যায়। সম্প্রতি প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্রমন্ত্রীর হঠাৎ নিখোঁজের ঘটনা এ ধারণাকে আরও পাকাপোক্ত করে।

নামাজের সময়-সূচী

অক্টোবর	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
ফজর	৫.৪৬	৫.৪৭	৫.৪৮	৫.৪৯	৫.৫০	৫.৫১	৫.৫২
সূর্যোদয়	৬.৫৯	৭.০০	৭.০১	৭.০২	৭.০৩	৭.০৪	৭.০৫
জোহর	১২.৪৪	১২.৪৪	১২.৪৩	১২.৪৩	১২.৪৩	১২.৪৩	১২.৪২
আসর	৪.৪৩	৪.৪১	৪.৪০	৪.৩৮	৪.৩৭	৪.৩৫	৪.৩৪
মাগরিব	৬.২৭	৬.২৬	৬.২৪	৬.২২	৬.২১	৬.১৯	৬.১৮
এশা	৭.৪২	৭.৪০	৭.৩৯	৭.৩৭	৭.৩৬	৭.৩৪	৭.৩৩

বিশেষ ঘোষণা

নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকা সপ্তাহের প্রথম অর্থাৎ সোমবারের পত্রিকা। বিগত ২৫ বছর বাংলা পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশের পর ২৬ বছরে পা রেখেছে। বাংলা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ তার পাঠকদের প্রতি সপ্তাহেই নতুন নতুন খবর, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ফিচার প্রভৃতি উপহার দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই প্রকাশের ক্ষেত্রে যেকোন নতুন এবং মৌলিক লেখা সর্বাধিক গুরুত্বের দাবী রাখে। আমরা আমাদের লেখকদেরকে মৌলিক লেখা ইমেইলে (banglapatrikausa@gmail.com) পাঠানোর জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ রাখছি। যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় দিবসের লেখা ১৫দিন আগে ইমেইলে পাঠানোর জন্যও অনুরোধ রইলো।

বাংলা পত্রিকা প্রিন্ট ভার্সনের পাশাপাশি এখন ওয়েব সাইডেও পাওয়া যায়। আর পূর্ণ বাংলা পত্রিকা'র পিডিএফ ভার্সন পেতে আগ্রহীদেরকে তাদের ইমেইল নম্বর পাঠাতে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

- সম্পাদক।

স্যাংশন-ভিসানীতি ও জাতীয় নির্বাচন

॥ সাকিব সাদমান ॥

গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের মতো বিস্তৃত ও উন্মুক্ত পরিসরে বেশ কিছুদিন ধরে স্যাংশন শব্দটি চোখ রাঙাচ্ছে। টিভির সংবাদ ও টকশো; কোথাও নিস্তার নেই। কত আলোচনা, কত বিশ্লেষণ তার হিসাব নেই।

একসময় স্যাংশন বলতে শুধুই অনুমোদন দেয়া বা বরাদ্দ দেয়া বুঝতাম। ব্যাংকের ঋণ মঞ্জুর, নলকূপ বরাদ্দ পাওয়া, কোনো কিছুতে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন পাওয়া বোঝানো হতো এই শব্দটি দিয়ে। অথচ এখন স্যাংশন মানেই নিষেধাজ্ঞা। সম্মতি বা অনুমোদনের বিপরীতই মনে হবে। কথা অন্যত্র, করোনাকালে কিছু শব্দবন্ধের সাথে আমরা খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলাম- অতিমারি, লকডাউন, কোয়ারেন্টিন, আইসোলেশন, দূরবাস, পিপিই, স্যানিটাইজার, হোম অফিস, জুম মিটিং শব্দ বা শব্দযুগলের কোনো-কোনোটি আগেও ছিল, ছিল না বহুল ব্যবহার। করোনাকালে এসবই ছিল প্রতিদিনের উচ্চারিত শব্দ। মনে করার কারণ আছে, স্যাংশনও এই জাতির জীবনে ও-রকমের করেই যেন গেঁথে গেছে।

স্যাংশন ও ভিসানীতি এখন সর্বত্র ঝড় তুলেছে। কেউ খুঁজছেন, নিজের নাম, কেউ জানতে চাইছেন, কারা পেলেন স্যাংশন। কারোর আগ্রহ, কী হতে পারে স্যাংশন খেলে বা পেলে। কিন্তু আম-আদমির এই নিয়ে বিশেষ হেলদোল নেই। অথচ একই সময়ে দ্রব্যমূল্য নিয়ে তাদের শীত-গ্রীষ্মের কমতি নেই।

আদপে ব্যাপারটা কী! ব্যাপারটা তো বুঝি আর বুঝি না'র মধ্যেই ঘুরপাক খাচ্ছে। টিভির সামনে বসে, খবরের কাগজ পড়ে, সোশ্যাল মিডিয়ায় ঘুরে একটা মানে অবশ্য খুঁজে পেয়েছি। কিন্তু তাতে আবার বহু প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় না।

ভিসানীতির আগেই যুক্তরাষ্ট্রের তরফে একটি প্রতিষ্ঠান ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সাত উর্ধ্বতন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে স্যাংশন জারি করা হয়েছিল; কারণ, মানবাধিকার লঙ্ঘন। বলা হয়েছিল এবং বলাবলি শুনেছি, এই ব্যক্তি এবং তাদের নিকটজনরা আমেরিকা যেতে পারবে না। নিকটজন বলতে, স্পাউস ও ছেলেমেয়ের কথাই উচ্চারিত হয়েছিল। যুক্তরাষ্ট্র যেতে পারবে না, মানে ভিসা পাবে না। কিন্তু ভিসা তো ব্যক্তির জন্য, কিন্তু সেই স্যাংশনে র‍্যাবও ছিল। তার মানে র‍্যাবে চাকরি করলেও বিপদ অথবা প্রতিষ্ঠান হিসাবে র‍্যাব কোনো সুবিধে পাবে না। এবার সেই স্যাংশন এসেছে ভিসানীতি নামে। এই রকমের ভিসানীতি আমেরিকার প্রচলিত ভিসা প্রদান ব্যবস্থার মধ্যেই ছিল, অর্থাৎ কাউকে ভিসা না দেয়ার ক্ষমতা। এটি সব দেশের আছে। সেটি আগাম ঘোষণা দিয়ে জানান দেয়াই ভিসানীতির একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক। এই ঘোষণা এসেছিল কয়েক মাস আগে। বলা হয়েছিল, বাংলাদেশে একটি অবাধ-শান্তিপূর্ণ-নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানই আমেরিকার লক্ষ্য। ক'দিন আগে সেটি কার্যকর করার ঘোষণা এসেছে বলেই সবার যেন নড়েচড়ে বসার বন্দোবস্ত। কেউ আবার এমন ভাব দেখাচ্ছে, এসব কিছু না। কেউ প্রশ্ন তুলছেন, এই দেশে একটি ভালো নির্বাচন দেখাই কি আমেরিকার আকাঙ্ক্ষা, না অন্য কোনো কৌশলগত হিসাব-নিকাশ আছে।

২০১৮ সালের নির্বাচন নিয়ে বিরোধীদের নানা আপত্তি। তারা এটিকে নৈশ নির্বাচন বলেন; তার মানে ভোটাররা ভোট দিতে পারেননি এবং নির্বাচনের আগের রাতেই ব্যালট পেপার দিয়ে ব্যালটবাক্স ভরে রাখা হয়। আমেরিকাও ওই নির্বাচন যথাযথভাবে হয়নি বলে মনে করছে এবং এই দেশের গণতন্ত্র রক্ষায় নানা পদক্ষেপ নিচ্ছে। ভিসানীতি তার অন্যতম।

কেন আমেরিকার এই দায়? ওয়াশিংটন-ভিত্তিক উইলসেন সেন্টারের এশিয়ান ইনস্টিটিউটের পরিচালক মাইকেল কুগেলম্যান বিবিসিকে বলেছেন, বাইডেন প্রশাসন মূল্যবোধভিত্তিক পররাষ্ট্রনীতিকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে এবং বাংলাদেশে এটি জোরালোভাবে প্রয়োগ করতে চাচ্ছে। কুগেলম্যান মনে করছেন, বাইডেন



সরকার কূটনৈতিক পন্থার বাইরে গিয়ে শাস্তিমূলক পদক্ষেপ নিতেও ইচ্ছুক এবং এরই ধারাবাহিকতায় অবাধ-সুষ্ঠু নির্বাচন এবং গণতন্ত্র ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় কঠোর ব্যবস্থা নিতে প্রস্তুত (বাইডেনের দৃষ্টিভঙ্গি, পুলক গুপ্ত, বিবিসি নিউজ বাংলা, ২৬ মে ২০২৩)। উল্লেখ্য, আমেরিকা একই ধরনের পদক্ষেপ নাইজেরিয়া ও উগান্ডার ক্ষেত্রে নিয়েছিল নির্বাচনের পর। আমাদের জন্য সেটি নির্বাচনের পূর্বে; এর মধ্যেও তাৎপর্য আছে বলে অনেকের ধারণা।

এ কথা সূর্যালোকের মতো সত্য, আমেরিকার এই ভিসানীতি বাংলাদেশ-আমেরিকার সম্পর্কে একটি টানাপড়েনের সৃষ্টি হয়েছে।

কেউ বলছেন, কূটনৈতিক সম্পর্ক উন্নয়ন করে এটি কাটিয়ে ওঠা যাবে। ভিসানীতির আওতায় আসা ব্যক্তিদের যদি আমেরিকায় সম্পদ থাকে, কী হবে? বলা হচ্ছে, আপাতত তাদের এই সম্পত্তি (অর্থ বা বাড়িঘর, ব্যবসা) নিয়ে আসা বা ভোগ করার কোনো উপায় নেই। এমনকি ক্রেডিট কার্ড বা ডেবিট কার্ড ব্যবহারও চলবে না। স্যাংশন পাওয়া কারোর ছেলেমেয়ে যদি ওই দেশে অধ্যয়নরত থাকে? বলা হচ্ছে, ফেরত পাঠিয়ে দেয়া হবে। ইতোমধ্যে যিনি আমেরিকার নাগরিকত্ব পেয়েছেন তিনি বা তার বাবা-মা এই স্যাংশনের আওতায় এলে কী হবে? বলা হচ্ছে, তাদের বিষয়টি আমেরিকার আইনে নিষ্পত্তি করা হবে। কানাডা-নিউজিল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়া কিংবা যুক্তরাজ্যে যেতে সমস্যা হবে কি না? যুক্তরাজ্যের বিষয়ে কেউ কিছু বলছে না, তবে বাকি তিনটি দেশ আমেরিকাকে অনুসরণ করবে কি না তা সময়ই বলে দেবে।

এই ভিসানীতি ঘোষণা করা হয়েছে মে মাসে। কেউ কেউ মনে করছে, ভিসানীতি ঘোষণা এবং কার্যকর করার মধ্যে সময়ের একটা ফাঁক ছিল এবং যদি সরকার নির্বাচন প্রস্তুতির ক্ষেত্রে আমেরিকার চাওয়া তথা অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের কিছু নমুনা-লক্ষণ দেখাতে পারত, তাহলে এই কার্যকর করা আরো পিছিয়ে যেতে পারত। তবে বর্তমান সরকার প্রথম থেকেই এই ভিসানীতিকে বিশেষ আমল না দেয়ার মনোভাব গ্রহণ করেছে। কয়েকটি কারণ থাকতে পারে; এক. আদতেই এই ভিসানীতিকে তারা গ্রাহ্য করতে চাইছে না। দুই. দলীয় লোকজন ও সরকারি চাকুরেদের মনোবল চাঙ্গা রাখার কৌশল। তিন. হয়তো সরকারের মূল্যায়ন, এই ভিসানীতি আদৌ কোনো প্রভাব ফেলবে না। চার. কূটনৈতিক সম্পর্ক দিয়ে এটার নিষ্পত্তি করা যাবে। পাঁচ. আরো কয়েকটি দেশের মতো এই নীতি না মানলেও কিছু হবে না। ছয়. বাংলাদেশ বৈশ্বিক রাজনীতিতে অন্যবলয়ে প্রবেশ করে বরং আমেরিকাকেই চাপে রাখতে সক্ষম হবে। সাত. পরবর্তী নির্বাচনে জিতে আসার পর এসব নিয়ে ভাবা যাবে। আট. এই নীতির ফলে ক্ষতিগ্রস্তদের তালিকা নাতিদীর্ঘ এবং এটা আমলে না নিলে বড় সমস্যা হবে না।

তবে এটা ঠিক, খুব বেশিসংখ্যক মানুষ এই প্রক্রিয়ায় যেমন ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে না, তেমন ক্ষতিগ্রস্তদের অধিকাংশই সমাজের বিশেষজন। আর যাদের সন্তান যুক্তরাষ্ট্রে পড়ছে- যদি মধ্যপথে ফিরতেই হয়, পরিবারের জন্য খুবই কষ্টের হবে। জীবনভর সঞ্চয়ের বেশির ভাগ যদি যুক্তরাষ্ট্রেই থাকে, তাদের দুশ্চিন্তা তো আছেই।

ভিসানীতি নিয়ে একদম নির্বিকার আমজনতা। তাদের চাওয়া, ভোট দিতে পারা। অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন কেবল ভোটারেরই চাওয়া নয়, এটি সব পক্ষেরই চাওয়া। চাওয়ায় মিল আছে। ফারাক হচ্ছে বাস্তবায়ন পদ্ধতিতে। এমনকি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের সংজ্ঞা নিয়ে মতের অমিল রয়েছে।

আগামী জাতীয় নির্বাচনে ভিসানীতির কী প্রভাব পড়বে এই নিয়ে নানামুখী ধারণার মধ্যেই দু'দিন আগে আমেরিকার রাষ্ট্রদূত জানিয়ে দিলেন, মিডিয়ারও এর থেকে পরিত্রাণ নেই। এটা যে আমেরিকার চতুর্মুখী চাপের অংশ তা অনুমেয়।

ভিসানীতি সুষ্ঠু নির্বাচনের গ্যারান্টি নয়, প্রথম থেকেই এটি আমাদের অনুমান। যথাসময়ে আগামী জাতীয় নির্বাচন করে ফেলাই আওয়ামী লীগের লক্ষ্য। সরকার তথা আওয়ামী লীগ নির্বাচন দেবে জিততে, হারতে নয়। নির্বাচনী বৈতরণী পেরোবার পর চাইলে আটকে যাওয়া টাকার অনেকটাই নানাভাবে ফিরে আসবে। আবার দেশের সম্পদ রক্ষার্থে এবং সম্ভাব্য হয়রানি ঠেকাতে ক্ষমতাই একমাত্র প্রতিষেধক, শেষ অবধি এটাই বড় হয়ে দেখা দিতে পারে। তাই সরকারি দল একটা নির্বাচন দিয়েই মসনদে থেকে যেতে চাইবে, সে ক্ষেত্রে ভিসানীতি ম্যাটার করে না। জেতার সম্ভাবনা না থাকলে অন্তত তিনটা বিকল্পের দিকেও তারা যেতে পারে বলে বিশেষজ্ঞদের ধারণা। এইসব ধারণা নিয়ে কথা বলার সময় আসেনি। প্রতি সপ্তাহেই রাজনীতির বৃহৎ পরিসরে কিছু না কিছু পরিবর্তন ঘটছে। ফলে কোনকিছুই চূড়ান্ত নয়।

তবে সুষ্ঠু নির্বাচনের অন্তরালে আমেরিকার নানা চাওয়া আছে। সেটা পূরণ হয়ে গেলে বাইডেন প্রশাসনের মাথাব্যথাও থাকবে না আমাদের নিয়ে- তখন হাওয়ায় মিলিয়ে যাবে ভিসানীতি, শিকেয় উঠবে সুষ্ঠু ভোটতত্ত্ব। এটি ক'দিন আগে পর্যন্ত ভাবনার জায়গা ছিল। কিন্তু আমেরিকার নানামুখী পদক্ষেপে তাদের পিছপা হওয়ার লক্ষণ নেই- এখানেই সমস্যা। প্রশ্ন হচ্ছে, আমেরিকা কতদূর যাবে! আমেরিকা কঠোর ব্যবস্থা নিতে চাইলে আমাদের নানা বিপদ হতেই পারে। এই কঠোর অবস্থানকে দু'ভাবে দেখার সুযোগ আছে- প্রথমত, নির্বাচনের পূর্বে আরো কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ। দ্বিতীয়ত, নির্বাচনটি দেখে কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ। সে ক্ষেত্রে যেনতেন ধরনের নির্বাচনের আয়োজন মহাবিপদ ডেকে আনতে পারে; কেননা অর্থনৈতিকভাবে চাপ দেয়ার নানা উপায় আমেরিকার হাতে মজুদ আছে।

অন্য দিকে বিএনপি কী করবে? অনেক দামি প্রশ্ন এটি। গণতন্ত্র-রাজনীতির অনিবার্য পরের ধাপ নির্বাচন; ক্ষমতা বদলের নিয়ামক। নির্বাচনী যুদ্ধে জিততে হলে দরকার কৌশল-সাহস-শক্তি; যার সবকিছুতেই পিছিয়ে আছে বিএনপি। এগিয়ে আওয়ামী লীগ। ফলে বিএনপি আগামী মাসের মধ্যেই তাদের চলমান আন্দোলনে একটা মাত্রা দিতে চাইছে, চাইছে এক-দফা দাবির বাস্তবায়ন। খেলতে হবে পুলিশ ও আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে। সরকার বিএনপির এক-দফার আন্দোলন কতটা সামাল দিতে পারবে; বিএন-পিই-বা কতটা সাফল্য পাবে- এই প্রশ্নের মধ্যেই ২০২৪-এর জাতীয় নির্বাচনের স্বরূপ খোঁজা বাঞ্ছনীয় হবে।



ছিন্নমূল বিএনপির আত্মকথা

॥ গোলাম মাওলা রনি ॥

আমি এখনো পৃথিবীতে আসিনি, তবে গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ সুবে বাংলার এক মহা ধুরন্ধরের মস্তিষ্কে আমার জন্ম হয়ে গেছে এবং তার মস্তিষ্কের ঘিলু খেয়ে আমি সেভাবে বেড়ে উঠছি তার কিছু চমকপ্রদ কাহিনী আজ আপনাদের শোনাব। আমার চিন্তা-চেতনা-স্বভাব-চরিত্র-ইচ্ছা-অনিচ্ছা ইত্যাদি সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভের জন্য আমার জন্মের সূতিকাগার মস্তিষ্কের মানুষটি সম্পর্কে কিছু বলা আবশ্যক। যদিও আমি তাকে মানসপিতা হিসেবে মান্যগণ্য করি কিন্তু বাহ্যত লোকটির স্বভাব- শয়তানি বুদ্ধি এবং লোভ-লালসার বহর দেখে বারবার চিন্তা করি- ইস! যদি আমার মৃত্যু মস্তিষ্কের মধ্যেই হতো এবং কোনোমতে যদি আমার মানসপিতা-মাতার সম্ভাব্য প্রসব ঠেকানো যেত তাহলে এই পৃথিবীর আলো-বাতাসে আমার জন্মের কলঙ্কজনক অধ্যায়ের কম্পন সৃষ্টি হতো না।

উল্লিখিত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার আগে আমার মানসপিতা-মাতা সম্পর্কে কিছু বলে নেই। আমি যার মস্তিষ্কে বেড়ে উঠছি সে মূলত মৎস্য চরিত্রের মানুষ। অর্থাৎ উভয় লিঙ্গের প্রাণী। সুতরাং গর্ভ ধারণ ও প্রসবের জন্য তার কর্মকান্ড মাছদের মতোই স্বাধীন, অর্থাৎ তাকে বিপরীত লিঙ্গের কোনো সাহায্য নিতে হয় না বরং এই কারণেই সে একই সাথে আমার পিতা ও মাতাও বটে। আপনারা যারা জন্মবৃত্তান্ত সম্পর্কে ওয়াকিবহাল তারা নিশ্চয়ই জানেন যে, পিতা-মাতার স্বভাব-চরিত্র অনুযায়ী সন্তানরা বেড়ে ওঠে এবং দু-নয়ার বুকে ভালো-মন্দ কাজ কর্ম করে বেড়ায়। আমার পিতা-মাতা যেহেতু বদের হাড্ডি সেহেতু আমার চরিত্র কেমন হবে তা নিয়ে নিশ্চয়ই আপনাদের বিস্তারিত বলার দরকার নেই। আমার পিতা-মাতার মনে আমাকে জন্ম দেয়ার লোভ কিভাবে এলো এবং আমাকে প্রসব করার জন্য লোকটি যে ফন্দি-ফিকির করছে তা শুনলে আপনাদের কাছে আরব্য রজনীর কাহিনীর মতোই রোমাঞ্চকর বলে মনে হবে।

আমি যার কথা বলছি সে বাংলাদেশের রাজনীতির একজন পাকা খেলোয়াড় হিসেবে পরিচিত। অতিরিক্ত লোভ-চরিত্রহীনতা এবং শয়তানি বুদ্ধির কারণে লোকটি কোনো দিন কাঙ্ক্ষিক্ষত মাকামে পৌঁছতে পারেনি। অথচ রাজনীতির হোমরা-চোমরা এবং মন্ত্রী-এমপি হওয়ার জন্য সে করেনি এমন কুকর্ম নেই। কিন্তু পরিবেশ-পরিস্থিতি কোনো কালেই তাকে সহযোগিতা করেনি। ফলে এক বস্তা শয়তানি বুদ্ধি, অসুরের মতো শক্তিসম্পন্ন একটি দেহ এবং অঢেল অর্থ-কড়ি ইত্যাদি থাকা সত্ত্বেও লোকটি বারবার হেরে গেছে। অথচ তার নিকট সব সময়ই মনে হয় যে- বুদ্ধিশুদ্ধিতে সে হাসিনা-খালেদার চেয়েও চালাক। আর মির্জা ফখরুল-ওবায়দুল কাদেরের যোগ্যতাকে সে কোনো কালেই পাত্তা দেয়নি। একরাশ অহঙ্কার-সীমাহীন লোভ এবং শয়তানি বুদ্ধির বিরাট এক বোঝা মাথায় চাপিয়ে সে কেবল অপেক্ষা করছিল কবে নাগাদ তার জীবনে একটি সুযোগ আসবে।

বাংলাদেশে যেদিন তৃণমূল বিএনপির নতুন অভিষেক হলো সেই রাতে আমার মানসপিতা মনের আনন্দে একটুও ঘুমালেন না। তিনি চিন্তা করতে থাকলেন এবং হঠাৎ আবিষ্কার করে বসলেন যেহেতু সরকারি মদদে তৃণমূল বিএনপি নামক একটি রাজকীয় বিরোধী দলের জন্ম হয়েছে, সেহেতু অনাগত দিনে ছিন্নমূল বিএনপি, কাঙাল বিএনপি, বাঙাল বিএনপি, খোকা বাবুর বিএনপি, বুজি বুয়ার বিএনপি, মামা-ভাগিনার বিএনপি ইত্যাদি নামে সরকারি বর্জ্য ভোগী অনেক নামসর্বস্ব রাজনৈতিক দলের আবির্ভাব হওয়া অসম্ভব কিছু নয়। সুতরাং সময় ও সুযোগ কাজে লাগিয়ে যদি ছিন্নমূল বিএনপি নামক একটি দল অবিলম্বে তৈরি করা যায় তাহলে উন্নয়নের রাজভোগ, লুটপাটের মোহন ভোগ এবং অর্থ পাচারের রসমালাই খেয়ে বাকি জীবন দেশ-বিদেশে আনন্দ ফুর্তি করে কাটানো যাবে। সুতরাং তিনি কালবিলম্ব না করে তার মস্তিষ্কে আমার জন্ম দিয়ে ফেললেন এবং চিন্তা-চেতনা দ্বারা আমাকে কিভাবে তিনি লালনপালন করে চলেছেন তার কিছু নমুনা আপনাদের না বলে পারছি না। ছিন্নমূল বিএনপিকে একটি অতি উৎকৃষ্ট মানের গৃহপালিত বিরোধী দল হিসেবে গড়ে তোলার জন্য আমার মানসপিতা নিজের ঘুম হারাম করে বাংলাদেশের সকল সফল ও অসফল গৃহপালিত বিরোধী দলের হোমরা-চোমরা, সরকারি দালাল-তাঁবেদার বুদ্ধিজীবী, ধড়িবাজ ও ভন্ড রাজ-নীতিবিদদের জীবনী পাঠ আরম্ভ করে দিয়েছেন এবং এ যাবৎকালে অন্তত হাজার খানেক লোকের জীবনী মুখস্থ করে ফেলেছেন। দ্বিতীয় পর্যায়ে তিনি সেই এক হাজার জন গৃহপালিত বিরোধী দলের নেতাদের মধ্য থেকে অশ্বমেধযজ্ঞের মাধ্যমে ১০ জন শীর্ষ নেতাকে মনোনীত করবেন। এই জন্য ইতোমধ্যে ভারতীয় ঘোড়া, চাইনিজ মহিষ এবং দেশের দক্ষিণাঞ্চলের বিশেষ একটি এলাকা থেকে বিশেষ জাতের ভেড়া সংগ্রহ করেছেন।

আমার মানসপিতা উল্লিখিত শীর্ষ ১০ গৃহপালিত নেতাকে তার মানসপিতারূপে গ্রহণ করার জন্য বিশেষ এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করবেন সেখানে সুবিধাভোগী গোষ্ঠীর হোমরা-চোমরা-বুদ্ধিদাতা-ঝাড়ুদার-পিয়ন-আর্দালি ও নাপিত বা ক্ষৌরকারকে নিমন্ত্রণ করে সবার সামনে আকাশ বাতাস-চন্দ্র-সূর্যকে সাক্ষী রেখে ওদেরকে পিতা হিসেবে ঘোষণা দিবেন এবং সেই ১০ পিতার চেয়েও অধিকতর সফলতার সাথে গৃহপালিত বিরোধী দল হওয়ার প্রত্যয় নিয়ে শপথ নিবেন। তারপর যার গৃহপালিত হবেন তার বাড়ির সিংহ দরজায় গিয়ে সাক্ষাৎ প্রার্থী হবেন।

অশ্বমেধযজ্ঞের পর তিনি সৌভাগ্যবান ১০ শীর্ষ গৃহপালিত নেতার ভাস্কর্য বানাবেন এবং সেই নেতাদের বাড়িঘর রেকি করবেন। সেই নেতারা কী খায় এবং তাদের বর্জ্যে কী কী উপাদান থাকে তা জানার জন্য তাদের বাবুর্চি এবং তাদের মলমূত্র পরীক্ষা করেছেন এমন ডাক্তারদের সাক্ষাৎকার নেবেন। তাদের পিতা-মাতা জীবিত থাকলে সেইসব গর্বিত পিতা-মাতাকে সালাম করবেন এবং তারা যদি মরে গিয়ে থাকেন তবে তাদের কবর অথবা শ্মশানে গিয়ে আধ্যাত্মিকভাবে ভাববিনিময়ের চেষ্টা করবেন। শীর্ষ দশ গৃহপালিত বিরোধী দলের নেতানেত্রীদের ফেলে দেয়া পায়জামা-পাঞ্জাবি, শাড়ি-পেটিকোটসহ অন্তর্বাসগুলো সংগ্রহ করবেন এবং এক সপ্তাহ ধরে সেগুলোর ঘ্রাণ নিয়ে সেইসব প্রাণীর গন্ধ ও দুর্গন্ধ আত্মস্থ করার চেষ্টা করবেন।

আমার মানসপিতা উল্লিখিত শীর্ষ ১০ গৃহপালিত নেতাকে তার মানসপিতারূপে গ্রহণ করার জন্য বিশেষ এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করবেন সেখানে সুবিধাভোগী গোষ্ঠীর হোমরা-চোমরা-বুদ্ধিদাতা-ঝাড়ুদার-পিয়ন-আর্দালি ও নাপিত বা ক্ষৌরকারকে নিমন্ত্রণ করে সবার সামনে আকাশ বাতাস-চন্দ্র-সূর্যকে সাক্ষী রেখে ওদেরকে পিতা হিসেবে ঘোষণা দিবেন এবং সেই ১০ পিতার চেয়েও অধিকতর সফলতার সাথে গৃহপালিত বিরোধী দল হওয়ার প্রত্যয় নিয়ে শপথ নিবেন। তারপর যার গৃহপালিত হবেন তার বাড়ির সিংহ দরজায় গিয়ে সাক্ষাৎ প্রার্থী হবেন।

ছিন্নমূল বিএনপির ভবিষ্যৎ জনকের চিন্তাচেতনা ও কর্মের যে ফিরিস্তি এতক্ষণ দিলাম তা কেবল তার চরিত্র-লোভ-লালসার ক্ষুদ্রাংশ মাত্র। তার আসল রূপ নিয়ে যদি কিছু বলি তবে দুর্গন্ধে পত্রিকার পাতা নষ্ট হবে, বাতাস ভারী হয়ে যাবে। আকাশ বজ্রপাত শুরু করে দেবে- জমিন ক্রোধান্বিত হয়ে ফেটে যাবে এবং সেই ফাটল দিয়ে ভূ-অভ্যন্তরের গরলগুলো বের হয়ে যাবে। আমার মানসপিতার কুচিন্তার কবলে পড়লে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের কী হবে বলতে পারব না, তবে রাজপথের সত্যিকার লড়াকু বিরোধী দলের বিরুদ্ধে মামলা-মোকদ্দমা-গুম খুন যে বেড়ে যাবে তা দিব্যি করে বলতে পারি আর এই জন্যই আশা করছি আমার জন্ম যেন আমার মানসপিতার মস্তিষ্কের মধ্যেই অঙ্কুরে বিনষ্ট হয়ে যায়।

লেখক : সাবেক সংসদ সদস্য

LAW OFFICE OF ALBERT GHUNNEY
ATTORNEY AT LAW
ACCIDENT / IMMIGRATION / DIVORCE
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, সিটিজেনশীপ, এসাইলাম ও ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ। ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট, কাস্টডি, এলিমনি। ইনকর্পোরেশন এন্ড বিজনেস ট্যাক্স
বাংলাদেশ থেকে B1/B2/F1/M1/J1 ভিসা প্রসেস
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুনঃ
ইমিগ্রেশন সার্ভিসে ১২ বছরের অভিজ্ঞ নিউইয়র্ক স্টেট লাইসেন্সড ল'ইয়ার
MURAD HOSSAIN MSS, LLB (DU), LLM USA, DTL UK
347-891-8958, h_m_murad@yahoo.com
37-22 73rd Street, (1F), Jackson Heights, NY 11372

ম্যানহাটনে বাংলাদেশী এটর্নী

● ইমিগ্রেশন ● রিয়েল এস্টেট
● এক্সিডেন্ট ● ল্যান্ডলর্ড-টেনেন্ট
● ব্যাংক্রাপসি ● ডিভোর্স সহ বিভিন্ন
সমস্যার আইনগত সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন।
মোহাম্মদ এ. আজিজ Esq
এটর্নী এট ল'
For Appointment: (917)-434-3338
Tel: 212-695-0055, Fax: 212-695-0056, e-mail: azizbbn@yahoo.com
421 7th Avenue, Suite# 905, New York, NY 10001

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ
অফিসের অধীনে পেজলিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেনী), বিসিএল (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্কের বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এট ল'
আমেরিকার যে কোন নতুন ব্যবসার নূন্যতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এসে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।
মাত্র ১ মিলিয়ন বা নূন্যতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।
বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।
দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার ৭ বছরের সুবিধা নিতে পারেন এবং ৩ বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।
আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?
* আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্র্যাকটিস, ডিভোর্স, পারিবারিক রিস্ট্রাকচারিংসহ সকল ধরনের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম-শনিবার)।
* আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারবেন।
* আপনার সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।
Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.
Queens Main Office: Queens Office: 143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435
Tel: (212) 714-3599, (718) 408-3282. Fax: (718) 408-3283, Email: ashok@ashoklaw.com, Web: www.ashoklaw.com
Tel: (718) 662-0100, Fax: (347) 305-8383, Email: info.klpllc@gmail.com, Web: www.k-lpllc.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates Ltd.
Dream Apartment, Apt.C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

সরকারের আসল অস্বস্তি যেখানে

॥ হাসান মামুন ॥

জো বাইডেনের সঙ্গে তোলা সেলফি ঘিরে উচ্ছ্বাসের পর ওবায়দুল কাদেরের আরেকটি বক্তব্য নিয়ে ক'দিন আলোচনা হবে বোধ হয়। তাঁর ভাষায়, 'তলে তলে আপস' হয়ে গেছে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে। আর এখানে ভূমিকা রেখেছে নয়াদিল্লি! একটি দলীয় সভায় খোলা-খুলিই বলেছেন কথাগুলো।

এতে দুটি দিক সামনে আসে। এক. মুখে যা-ই বলুক, সরকার চায় আগামী নির্বাচন ঘিরে যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান নরম হোক। দুই. নির্বাচন নিয়ে বিএনপির সঙ্গে সমঝোতার কোনো মনোভাব নেই সরকারের। অবশ্য বিএনপির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, কোনো 'শর্তে' খালেদা জিয়া বিদেশে যাবেন না। বর্তমান ব্যবস্থাপনায় নির্বাচনে আসার শর্ত কি তবে দেওয়া হয়েছে বিএনপিকে? সেটা অবশ্য দলটির কেউ খোলাসা করে বলেননি এ নিবন্ধ লেখা পর্যন্ত।

বর্তমান সরকারের অধীনে বিএনপি কোনো নির্বাচনে যায়নি, তা কিন্তু নয়। ২০১৮ সালের নির্বাচনে তারা অংশ নিয়েছিল খোদ প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে সুষ্ঠু নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি পেয়ে। বাস্তবে প্রতিশ্রুতির বিপরীতটাই ঘটে বলে বিএনপি ও তার মিত্ররা তখন থেকে বলে আসছে। সেটি দেশের 'নিকৃষ্টতম নির্বাচন' বলেও ইতোমধ্যে প্রতিষ্ঠিত। সরকার নিজেই বলছে, ওই রকম নির্বাচন আর হবে না। তবে ২০১৮ সালের নির্বাচনের কারণে বিএনপি ও তার মিত্রদের কাছে বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছে সরকার। তারা বলছে, এ সরকারের অধীনে আর কোনো নির্বাচন নয়। স্থানীয় সরকার নির্বাচনও তারা বর্জন করে চলেছে।

নির্বাচন তো করবে নির্বাচন কমিশন–এমনটা বলে সরকার সুবিধা করতে পারছে না। আইন করে কমিশনকে 'সম্পূর্ণ স্বাধীনতা' দেওয়া হয়েছে–এ কথায়ও কাজ হচ্ছে না। ২০১৪ সালের নির্বাচন যেমন তেমন; ২০১৮-এর নির্বাচন মাঠের বিরোধী দলের কাছে সরকারের যাবতীয় প্রতিশ্রুতিকে মূল্যহীন করে দিয়েছে। আগামী নির্বাচন নিয়ে নজিরবিহীন আগ্রহ দেখানো গণতান্ত্রিক বিশ্বসম্প্রদায়ও বর্তমান ব্যবস্থাপনায় সুষ্ঠু নির্বাচনের ব্যাপারে আস্থা রাখতে পারছে না। পারলে তো নির্বাচনের সাত-আট মাস আগে ঘোষিত যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা নীতির প্রয়োগ এরই মধ্যে শুরু হয়ে যেত না। ইইউও জানিয়ে দিত না–নির্বাচনে 'পূর্ণাঙ্গ পর্যবেক্ষক দল' তারা পাঠাচ্ছে না। এমন সব নীতিগত অবস্থানের মধ্যে কার সঙ্গে কার সেলফি উঠল, সেটা মোটেই গুরুত্বপূর্ণ নয়। 'তলে তলে আপস' হয়ে যাওয়াটাও কষ্টকল্পনা। এসব বক্তব্য বরং সরকারের নড়বড়ে অবস্থানই নির্দেশ করে। দিনের শেষে এসব কথাবার্তা কর্মী-সমর্থকদের আদৌ উজ্জীবিত করে কিনা–সেটাও প্রশ্ন।

বাংলাদেশের আগামী নির্বাচন ঘিরে যেভাবে ভিসা নীতি দেওয়া হয়েছে, তেমনটা যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞায় পড়া খুব কম দেশের ক্ষেত্রেই ঘটেছে। সম্প্রতি লাইবেরিয়ায় নির্বাচনের মাসখানেক আগে ভিসা নীতি কার্যকরের কথা জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। তবে ইইউ সেখানে পর্যবেক্ষক পাঠাবে, কিন্তু বাংলাদেশে পাঠাচ্ছে না। এর মানে, যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রদের চোখে বাংলাদেশ পরিস্থিতি লাইবেরিয়ার চেয়ে খারাপ। এখানকার নির্বাচনসংশ্লিষ্ট প্রশাসন লাইবেরিয়ার চেয়েও কম বিশ্বাসযোগ্য! ঘটনাটি ঘুরিয়েও দেখা যেতে পারে। যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্ররা হয়তো চাইছে, এখানে একটি মানসম্মত নির্বাচন হোক এবং জনপ্রতিনিধিত্বমূলক সরকার আসুক ক্ষমতায়। হয়তো সে লক্ষ্যেই এত তোড়জোড় তাদের। এদিকে বিএনপি ও তার মিত্ররা অনেক দিন ধরেই চাইছে দলনিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন। কিন্তু সে দাবি আদায়ে আন্দোলন জমাতে পারছে না। অভিজ্ঞতার জোরে সরকারও মনে করছে, শেষ পর্যন্ত সরকারের ওপর তেমন চাপ সৃষ্টিতে তারা ব্যর্থ হবে। ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ অতীতে একই দাবি আদায়ে বিএনপি সরকারের ওপর আন্দোলনের চাপ সৃষ্টি করতে পেরেছিল। শেষে জনপ্রশাসনের একাংশও তাদের সঙ্গে এসে রাজপথে অবস্থান নিলে পরিস্থিতি দ্রুত বদলে যায়। তবে গত প্রায় ১৫ বছরে গোটা প্রশাসনকে এমনভাবে সাজানো হয়েছে যে, ক্ষমতাসীনদের বিশ্বাস–আগেকার মতো করে কিছু আর ঘটবে না। বিএনপি ও তার মিত্রদের পক্ষ থেকেও বলা হচ্ছে, নির্বাচনসংশ্লিষ্ট সব কিছু সরকার একেবারে গুছিয়ে রেখেছে। এতটা গুছিয়ে রাখার সুযোগ কোনো সরকারই পায়নি।

এ অবস্থায় কেউ কেউ এমনও বলছে, নজিরবিহীন দলীয়করণের শিকার প্রশাসন দিয়ে তিন মাসের দলনিরপেক্ষ সরকারও কি পারবে গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে? এটাও বলা হচ্ছে, দলনিরপেক্ষ সরকার নির্বাচন আয়োজনের দায়িত্ব নিলে ঠিকই 'কেবলা পরিবর্তন' হয়ে যাবে প্রশাসনের। তবে টানা তিন মেয়াদে দলীয় সরকারের ক্ষমতা চর্চার পর পরিস্থিতি নিশ্চয় অনেকখানি ভিন্ন। এ যুক্তিতে অনেকে আবার যেভাবেই হোক, নির্বাচন পিছিয়ে দিয়ে প্রশাসনসহ রাষ্ট্রব্যবস্থার জরুরি সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরছেন। এটা করা গেলে সুষ্ঠু নির্বাচন শুধু নয়; নির্বাচনের পর সুশাসনের সম্ভাবনাও বাড়বে বলে তাদের ধারণা। ২০১৮ সালের নির্বাচনটা প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সম্পন্ন হলে এত জটিল পরিস্থিতি সৃষ্টি আদৌ হতো না। সেটি নাকি ছিল 'আসন সমঝোতার নির্বাচন'। এক বর্ষীয়ান রাজনীতিকের নেতৃত্বে ওই নির্বাচনে আসা বিএনপি ও তার মিত্রদের উল্লেখযোগ্য আসনে জিততে দিয়ে গণতান্ত্রিক উত্তরণের দিকে যাওয়ার একটা বন্দোবস্ত নাকি হয়েছিল। কিন্তু দেখা গেল, সরকার তার মিত্র জাতীয় পার্টিকে সংসদে প্রধান বিরোধী দল করে আনে। এটা কীভাবে ঘটেছিল, তা হয়তো ভবিষ্যতে জানা যাবে। তবে ওই নির্বাচনের ভেতর দিয়ে যে সমূহ ক্ষতি হয়ে গেছে, সেটা তো আর মুছে ফেলা যাবে না। এর ভেতর দিয়ে দেশে একটি 'কর্তৃত্ববাদী ব্যবস্থা' গড়ে উঠেছে, যা বিএনপি বাদে অন্যান্য বিরোধী পক্ষকেও মাঠে দাঁড়াতে দেয়নি। এ ধারাতেই সরকারপক্ষীয়রা বয়ান তৈরি করেছে, বর্তমান সরকারের কোনো 'বিকল্প নেই'।

বিকল্প আছে কি নেই, সে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার তো জনগণের। সেই অধিকার প্রয়োগের ন্যূনতম সুযোগ করে দেওয়ার দাবি এবার জোরদার। গণতান্ত্রিক বিশ্বসম্প্রদায়ও এটা প্রবলভাবে সামনে এনেছে। 'অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ' বলে তাদের বক্তব্য এড়ানোও যাচ্ছে না। বাংলাদেশে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ইস্যুও সামনে এনেছে তারা। মানবাধিকার ও ভোটাধিকার সমুন্নত রাখায় বাংলাদেশ আন্তর্জাতিকভাবে অঙ্গীকারবদ্ধ বটে। আর সুষ্ঠু নির্বাচন ও গণতন্ত্র বিকাশে উন্নত গণতান্ত্রিক দেশগুলোর ভূমিকা বরাবরই ছিল এ দেশে। বিশেষত বিরোধী দলগুলো একে সবসময় স্বাগত জানিয়েছে। এখন হঠাৎ এর তীব্র বিরোধিতা সহজ নয়। দেশের সিংহভাগ মানুষ তাদের নির্বাচন-বিষয়ক ভূমিকায় উৎসাহিত বোধ করলে তা উপেক্ষা করাও কঠিন। সে কারণে সরকার আশা করে এবং সুযোগ পেলেই দেখাতে চায়, পশ্চিমাদের তেমন কোনো চাপ নেই তাদের ওপর। 'ভুল বোঝাবুঝি' থাকলেও তা মিটে গেছে! বাংলাদেশের আগামী নির্বাচন ঘিরে পশ্চিমা অবস্থানকে তাদের 'ব্যবসা পাওয়ার বাহানা' বলেও বর্ণনা করা হচ্ছিল। কিন্তু এটা বাস্তবে তাদের সুচিন্তিত অবস্থান, যা কিছু ব্যবসা দিয়ে বিনিময়যোগ্য নয়। এখানে একটি জনপ্রতিনিধিত্বশীল সরকার এলে তার সঙ্গে কাজ করতে সুবিধা হবে এবং এটা হবে এ অঞ্চলে তাদের নিরাপত্তা জোরদারেরও অংশ–এ উপলব্ধি যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রদের চালিত করছে। এটা সরকারের জন্য প্রধান বাধা বটে। সরকারের অস্বস্তিটা ওখানেই।

লেখক: সাংবাদিক, বিশ্লেষক



MITU DISABILITY CENTER



ROMJAN (Consultant)
646-730-8416



JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

IF YOU ARE SICK, YOU CAN GET $500-$2500 PER MONTH

State Disability (TANF) Federal Disability (SSI, SSDI)

Citizenship Without Exam N-648 Waiver

Personal Injury ● Divorce ● Bankruptcy ● Immigration

Car, Home, Life Insurance (No Broker Fee) Real State
Buy Sale Lone Modification Physical Therapy by Doctor

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে
মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

* ষ্টেট ডিসএ্যাবিলিটি * ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি
* পরীক্ষা ছাড়া আমেরিকার সিটিজেন।
এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
ইমেগ্রেশনের বিষয় সাহায্য করা হয়।

40-19 73rd St. Woodside, NY 11372
Tel: 718-701-2666

রুমী ডেন্টাল ল্যাব



আবু হক
(সার্টিফাইড ডেন্টাল টেকনোলজিষ্ট)
২৫ বছরের অধিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন

কোন প্রকার মেটাল বা মেটালিক তার ছাড়া আরামদায়ক ও উন্নতমানের দাঁত(Unbreakable, Flexi,Soft & Latest Denture) তৈরী করা হয়।



Princeton Court Building
35-06, 73rd St. #3H, Jackson Heights, NY 11372
(Bet. 35th & 37th Avenue)

Tel: 718-672-0209, 718-414-4760

DR. SADI ALAM, DPM
Foot Specialist

পায়ের বাংলাদেশী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432

Alam Podiatry, P.C.

FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | www.alampodiatry.com

WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।	বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর
২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পণ্য ক্রয়ে *প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়*	ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

PARKCHESTER FAMILY FARMACIA & SURGICAL, INC.

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY & SURGICAL, INC.





নিউইয়র্ক লটারী খেলার ব্যবস্থা রয়েছে

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহণ করে থাকি।



❑ প্রতিদিন সর্বোচ্চ কমমূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়, ❑ সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ্ কেয়ার, প্রসাধন সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ্ এন্ড বিউটি কেয়ার ❑ ফটোকপি ৫ সেন্ট, ❑ ফ্যাক্স সার্ভিস, ❑ ৯৯ সেন্ট-এ উপহার কার্ড, ❑ ফিল্ম প্রসেসিং

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY

১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড (জে এন্ড কে বুফের পাশে) ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২ **(347) 851-2688**

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই

আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করে থাকি।



এটর্নী শাকিল এইচ কাজমী

ইমিগ্রেশন ও আপনি

আমেরিকায় অবস্থানরত বাংলাভাষাভাষী প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে ইমিগ্রেশনের সাথে জড়িত। বিশাল জনগোষ্ঠীর বিশেষ সুবিধার্থে ইমিগ্রেশন বিষয়ে "ইমিগ্রেশন ও আপনি" শিরোনামে প্রতি সপ্তাহে একজন ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞ আইনজীবীর লেখা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছি। এই কলামটির লেখক শাকিল হোসেন কাজমী। শাকিল কাজমী নিউইয়র্ক ল'স্কুলে আইনের উপর পড়াশোনা করেছেন। তিনি ওয়াশিংটন কলেজ অব ল' থেকে ইমিগ্রেশন ল' এবং বিজনেস ল'-এর উপর এল.এল.এম. করেছেন। তিনি নিউইয়র্ক স্টেট বার এসোসিয়েশন, আমেরিকান বার এসোসিয়েশন এবং ইমিগ্রেশন ল' ইয়ার্স এসোসিয়েশনের সদস্য।

ইমিগ্রেশন ও আপনি বিভাগ থেকে আপনাদের সবার জন্য রইলো আমাদের শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ। আশা করি আপনারা সবাই সুস্থ ও নিরাপদে আছেন। আপনাদের মঙ্গলময় জীবনই আমাদের কাম্য, আর তাই ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমরা আপনাদের সাহায্যের জন্যে প্রস্তুত। এ বিভাগ আপনাদেরই জন্য। এ কারণে এই বিভাগের মাধ্যমে আপনারা এতটুকু উপকৃত হলে আমরা আনন্দিত হবো। প্রতি সপ্তাহের মতো এ সপ্তাহে আপনাদের পাঠানো চিঠিগুলো আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। আপনাদের পাঠানো চিঠি থেকে পর্যায়ক্রমে আমরা তার উত্তর দিয়ে থাকি।

অক্টোবর ২০২৩ এর ভিসা বুলেটিন

পরিবার ভিত্তিক ভিসা অগ্রাধিকারঃ

প্রথমঃ (এফ-১)ঃ ইউএস সিটিজেনদের অবিবাহিত পুত্র ও কন্যাঃ জানুয়ারী ০১, ২০১৫।

দ্বিতীয়ঃ গ্রিনকার্ডধারী স্বামী/স্ত্রী, সন্তান এবং অবিবাহিত পুত্র ও কন্যা।

এ. (এফ-২এ)ঃ গ্রিনকার্ডধারীদের স্বামী/স্ত্রী এবং সন্তান। ফেব্রুয়ারী ০৮, ২০১৯।

বি. (এফ ২বি)ঃ গ্রিনকার্ডধারীদের অবিবাহিত পুত্র এবং কন্যা (২১ বছর বয়সী এবং ২১ উর্ধ্ব বয়সী)ঃ সেপ্টেম্বর ২২, ২০১৫।

তৃতীয়ঃ (এফ৩) ইউএস সিটিজেনদের বিবাহিত পুত্র ও কন্যাঃ জানুয়ারী ৮, ২০০৯।

চতুর্থঃ (এফ-৪) বয়স্ক ইউএস সিটিজেনদের ভাই বোনঃ এপ্রিল ২২, ২০০৭।

কে-ওয়ান ভিসা

কে-ওয়ান ভিসা ফিয়াঁসে ভিসা নামে পরিচিত। এটা একটা নন ইমিগ্র্যান্ট ভিসা। এই ভিসার জন্য কোন ইউএস সিটিজেনের ফিয়াঁসে বিয়ের উদ্দেশ্যে ইউএসএ প্রবেশ করতে পারে এবং পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট হতে পারে। এই ভিসাধারীকে ৯০ দিনের মধ্যে বিয়ে করতে হবে। বিয়ের পর তারা গ্রিনকার্ডেও এডজাস্টমেন্টের জন্য বিয়ের ভিত্তিতে আবেদন করতে পারে।

কে-৩ ভিসাঃ

বিবাহ ভিসাঃ কে-৩ ভিসা বা বিবাহ ভিসা এবং গ্রিনকার্ড পাওয়ার যোগ্য তারাই, যারা আইনসম্মতভাবে ইউএসএ'র পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট। এই ভিসার যোগ্য তারাই যারা ইউএস'র বাইরে কারণ এই স্বামী/স্ত্রী হচ্ছেন আপনার অব্যবহিত পরিবার।

কে-ভিসা প্রাপ্তরা পরবর্তিকালে পার্মানেন্ট রেসিডেন্সের জন্য স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্টের আবেদন করতে পারেন- ডিপার্টমেন্ট অব হোমল্যান্ড সিকিউরিটি (ডিএইচএস) এবং ইউএসসিআইএস'র আবেদন লাভের পর। কারণ ইউএস সিটিজেনদের স্বামী/স্ত্রী যারা নন ইমিগ্র্যান্ট ভিসার জন্য আবেদন করবেন তাদের অবশ্যই কে-৩ ভিসা থাকতে হবে এবং অনুমোদনের জন্য পেন্ডিং আছে। ইমিগ্র্যান্ট ভিসা'র জন্য তাদের কিছু



শর্তই মেটাতে হবে।

এখানে উল্লেখ্য যে, ইউএস ইমিগ্র্যান্ট আইন অনুযায়ী বিদেশি নাগরিক যারা ইউএস সিটিজেনদের ইউএসএ'র বাইরে বিয়ে করবেন তাদেরকে ভিসার জন্য আবেদন করতে হবে যে দেশে তাদের বিয়ে সম্পন্ন হয়েছে। কে-৩ ভিসা আবেদনকারীদের আইনসম্মত সন্তানেরা পাবে কে-৪ ভিসা। কে-৩ এবং কে-৪ ভিসাধারীরা ইউএসসিআইএস'র অনুমোদন লাভ যতদিন পেন্ডিং থাকবে, ততোদিন ইউএস অবস্থান করতে পারবেন।

প্রক্রিয়াঃ

প্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে, আপনি যেখানে বাস করেন, সেখানকার ডিপার্টমেন্ট অব হোমল্যান্ড, ইউএসসিআইএস'র অফিসে আই-১৩০ ফরমে পিটিশন ফর এ্যালিয়েন রিলেটিভ আবেদন জানাতে হবে। ইউএসসিআইএস থেকে যখন নোটিশ অব এ্যাকশন (ফরম আই-৭৯৭) পাওয়ার পর এ্যালিয়েন ফিয়াঁসে (ই) বিদেশি নাগরিক স্বামী/স্ত্রীর হয়ে সৎ ছেলেমেয়ের (স্টেপ চিলড্রেন) জন্য আই-১২৯ এ আবেদন জানাতে হবে। ইউএসসিআইএস আবেদন অনুমোদন করার পর তারা ন্যাশনাল ভিসা সেন্টার (এনভিসি) প্রক্রিয়া করণের জন্য পাঠাবে। এনভিসি আই-১৩০ পিটিশন পাওয়ার পূর্বেই যদি অনুমোদিত আই -১২৯ এফ পিটিশন পায়, সেক্ষেত্রে এনভিসি আই-১২৯ এফ পিটিশন প্রক্রিয়া শুরু করবে। এনভিসি তখন আই-১২৯ এফ পিটিশনটি যেদেশে বিবাহ সম্পন্ন হয়েছে সেই দেশের ইউএস দূতাবাস অথবা কনস্যুলেট পিটিশন পাটিয়ে দেবে ভিসা ইস্যুর জন্য।

কে-৩ ভিসাধারীদের যোগ্য সন্তানেরা কে-৪ ভিসার জন্য আবেদন জানাতে পারবে। কে-৩ ভিসা আবেদনকারীদের প্রত্যেকে পৃথক পৃথকভাবে আবেদন করতে হবে এবং প্রত্যেক কে-ভিসা আবেদনকারীকে অবশ্যই যাথযথ ভিসা আবেদন ফিস প্রদান করতি হবে।

এ ব্যাপারে আপনাদের জানতে চাওয়ার প্রেক্ষিতে ফিয়াঁসে ভিসা সম্পর্কে আমরা প্রথমিক কিছু তথ্য তুলে ধরলাম। পরবর্তি সংখ্যায় ফিয়াঁসে ভিসার প্রয়োজনীয় প্রমানাদি প্রকাশ করার ইচ্ছা ব্যক্ত করা হলো।

সিভিক টেস্টঃ

গত সংখ্যায় সিভিক টেস্টেও ১০ টি প্রশ্ন এবং তার উত্তর প্রকাশ করা হয়েছে। সিভিক টেস্ট যা ন্যাচারালাইজেনের জন্য একজন আবেদনকারীকে উত্তর দিতে হয়। পাশের জন্য একজন আবেদনকারীকে ১০টি প্রশ্নের মধ্যে অবশ্যই ৬টি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে হবে। ইউএসএ'তে ২০ বছর বা ততোধিক বছর ধরে বসবাস করছেন এমন একজন ৬৫ বছর বা তদুর্ধ বয়সী বৈধ পার্মানেন্ট রেসিডেন্টদের ক্ষেত্রে এই পরীক্ষা।

এই সংখ্যায় সিভিক টেস্টের পরবর্তি কয়েকটি প্রশ্ন ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করা হলোঃ

প্রশ্ন-১১) ইউএসএ'র অর্থনৈতিক ব্যবসাকে কী বলা হয়?

সঠিক উত্তরঃ ধনবাদী অর্থনীতি, বাজার অর্থনীতি।

প্রশ্ন-১২) আইনের শাসন বলতে কী বুঝানো হয়?

সঠিক উত্তরঃ সবাইকে অবশ্যই আইন মেনে চলতে হবে; কেউ আইনের উর্ধ্বে নয়।

প্রশ্ন-১৩) সরকারের যে কোন একটি শাখার নাম বলতে হবে।

সঠিক উত্তরঃ কংগ্রেস, লেজিসলেটিভ, প্রেসিডেন্ট, এক্সিকিউটিভ, কোর্ট জুডিশিয়াল।

প্রশ্ন-১৪) কোন ব্যবস্থা একটি শাখা থেকে অন্য একটি শাখাকে অতিরিক্ত শক্তিশালী হতে বিরত রাখে?

সঠিক উত্তরঃ চেক এ্যান্ড ব্যালেন্স, সেপারেশন অব পওয়ার।

প্রশ্ন-১৫) নির্বাহী শাখার দায়িত্ব কার?

সঠিক উত্তরঃ প্রেসিডেন্ট।

প্রশ্ন-১৬) ফেডারেল আইন প্রণো কারা?

সঠিক উল্টরঃ কংগ্রেস, সিনেট ও হাউজ অব রিপ্রেজেন্টেটিভ, ইউএস অথবা (জাতীয় লেজিসলেচার)।

প্রশ্ন-১৭ঃ ইউএসকংগ্রেসের ২টি পার্ট কাকে বলা হয়ঃ

সঠিক উল্টরঃ দি সিনেট এ্যান্ড হাউজ অব রিপ্রেজেন্টেটিভস।

প্রশ্ন-১৮) সিনেটের সদস্য কত জন?

সঠিক উল্টরঃ ১০০ জন।

প্রশ্ন-১৯) একজন সিনেটর কতদিনের জন্য নিবাচিত হন?

সঠিক উল্টরঃ ৬ বছরের জন্য।

প্রশ্ন-২০) নিজ স্টেটের বর্তমান একজন সিনেটরের নাম কী?

সঠিক উল্টরঃ নিউইয়র্কেও সিনেটর চাক শ্যুমার।

পরবর্তি সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে পওে কিছু প্রশ্ন এবং উল্টর প্রকাশ করা হবে।

ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানাঃ ২২৫ ব্রডওয়ে (৩৮ তলা), নিউইয়র্ক ১০০০৭।

ফোনঃ ২১২-৫১৩-৭৪৭৪

ফ্যাক্সঃ ৯১৪-৪৬২-৩৯৯০

ই-মেইলঃ kazmiandreeves@gmail.com এ লিখে ই-মেইল করলে অবশ্যই 'বাংলা পত্রিকার জন্য' কথাটি উল্লেখ করবেন।

অনুবাদঃ হুসনে এ. বেগম।

Law Offices of Kazmi & Reeves



225 Broadway, (38th Floor) New York, NY 10007. Tel: (212)513-7474 , Fax: (914) 462-3990
517 East Main Street, Middle Town, New York 10940. Tel: (845)341-0726, Email- kazmiandreeves@gmail.com

Tel: 212-513-7474, Fax: 914-462-3990

*** Immigration Cases & Appeals * Bankruptcy Cases**
*** Accident & Personal Injury Cases * Divorce, Separation, Child Custody & Support Cases * Business & Commercial Litigation * Real Estate Transactions * Corporation & Partnership Matters.**

এপয়েন্টমেন্ট করে পরামর্শের জন্য আমাদের অফিসে আসতে পারেন।

যৌথভাবে আমাদের রয়েছে ৩৫ বছরের বেশী অভিজ্ঞতা

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের নতুন অফিস এখন ম্যানহাটান ডাউন টাউনের প্রাণকেন্দ্রে এন, আর, ই এবং ২, ৩, ৪ এবং ৫ ট্রেনের সন্নিকটে। ই ট্রেনে ওয়ার্ল্ডট্রেড সেন্টার, ২ ও ৩ ট্রেনে প্লেসপার্ক এবং ৪ ও ৫ ট্রেনে ব্রুকলীন ব্রীজ, আর ও এন ট্রেনে সিটি হলে নামতে হবে।

আইনজীবী ফী আলোচনা সাপেক্ষে কিস্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থা রয়েছে।

আপনি আইন সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না- ইমিগ্র্যান্ট ও সুযোগ সুবিধার দেশে আইনানুগ ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবন ঝামেলামুক্ত করুন।

অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিকড় প্রথিত করে সার্বিকভাবে কমিউনিটিকে এগিয়ে নিন।

মালদ্বীপের নির্বাচনে বাংলাদেশের জন্য বার্তা

॥ শেখ রোকন ॥

বাংলা 'শ্যাম রাখি না কুল রাখি' প্রবাদের যেন সার্থক রূপায়ণ ঘটেছে মালদ্বীপে। সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহে দ্বিতীয় রাউন্ড নির্বাচনে ৫৪ শতাংশের বেশি ভোট পেয়ে বিরোধী দল পিপলস ন্যাশনাল কংগ্রেসের (পিএনএস) প্রার্থী মোহাম্মদ মুইজ্জু প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি 'চীনপন্থি' হিসেবে পরিচিত; যেমন বিদায়ী প্রেসিডেন্ট মালদ্বীপ ডেমোক্রেটিক পার্টির (এম-ডিপি) ইব্রাহিম মোহাম্মদ সলিহ পরিচিত ছিলেন 'ভারতপন্থি' হিসেবে। ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক এবং ভৌগোলিক নৈকট্য বিবেচনায় ভারত যদি মালদ্বীপের 'কুল' হয়; বিপুল বিনিয়োগ ও অনুদান নিয়ে এগিয়ে আসা চীন তাহলে 'শ্যাম'।

এশিয়ার দুই প্রভাবশালী পক্ষ ভারত ও চীনের প্রতিযোগিতা মালদ্বীপের কূটনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্র ছাপিয়ে রাজনীতি ও নির্বাচনেও প্রভাব ফেলছে। এক দশক ধরে চলছে পাল্টাপাল্টি। যেমন ২০১৩ সালে বিজয়ী হয়েছিলেন 'চীনপন্থি' আব্দুল্লাহ ইয়ামিন; আবার ২০১৮ সালে তাঁকে হারিয়ে বিজয়ী হন 'ভারতপন্থি' ইব্রাহিম মোহাম্মদ সলিহ।

‡কবল চীন ও ভারত নয়; সাম্প্রতিক বছরগুলোতে অন্যান্য প্রভাবশালী দেশও মালদ্বীপ নিয়ে বিশেষ আগ্রহী হয়েছে। যেখানে একসময় বেশির ভাগ রাষ্ট্র দূতাবাস খোলার প্রয়োজনীয়তা বোধ করত না; এখন সেখানে প্রভাবশালী পক্ষগুলোর দূতাবাস খোলার হিড়িক পড়েছে। প্রায় এক শতাব্দী 'আশ্রিত রাষ্ট্র' হিসেবে থাকার পর যে ব্রিটেনের কাছ থেকে মালদ্বীপ ১৯৬৫ সালে স্বাধীনতা পেয়েছিল; তারাও স্বাধীনতার পর সবেধন সামরিক ঘাঁটি রেখে দিয়েছিল ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত। মালদ্বীপে চীনের প্রভাব বাড়তে দেখে ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে প্রথমবারের মতো দূতাবাস খোলে যুক্তরাজ্য। বাকি প্রভাবশালী দেশগুলোর মধ্যে চীন আ‡গই, ২০১১ সালে দূতাবাস খুলেছিল। এর পর ২০১৬ সালের জানুয়ারীতে জাপান দূতাবাস খোলে। কারণ ততদিনে ভারত মহ-াসাগর ঘিরে 'কোয়ার্ড' ঘনিয়ে উঠেছে। চারদেশীয় ওই জোটের অপর দুই দেশ অস্ট্রেলিয়া ও যুক্তরাষ্ট্র চলতি বছরের যথাক্রমে মে ও সেপ্টেম্বর মাসে মালদ্বীপে প্রথমবারের মতো দূতাবাস খোলে।

ভারতের কথা ভিন্ন। মালদ্বীপের স্বাধীনতার পর প্রথম যে রাষ্ট্র দূতাবাস খোলে, সেটা ভারত। প্রেসিডেন্ট মামুন আবদুল গাইয়ুম যে চার দশক মালদ্বীপ শাসন করেছেন, এর নেপথ্যে ছিল ভারতের আশীর্বাদ। এমনকি ১৯৮৮ সালে তাঁর বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান হলে সেনাবাহিনী পাঠিয়ে সেটাকে ছত্রভঙ্গ করেছিল নয়াদিল্লিই। সংকটময় মুহূর্তে 'হস্তক্ষেপ' ছাড়া বাকি সময় বাণিজ্য সহ-ায়তা এবং দুর্যোগকালে ত্রাণ তৎপরতার এই ধারা মামুনের উত্তরসূরি মোহাম্মদ নাশিদের শাসনামল পর্যন্ত বজায় ছিল। কিন্তু ২০১৩ সালে চীনের বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ শুরু হলে পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটে। মালেতে 'চীনপন্থি' আব্দুল্লাহ ইয়ামিন ক্ষমতায় এলে নয়াদিল্লি নড়েচড়ে বসতে বাধ্য হয়। ততদিনে ভারত মহাসাগরীয় স্রোত অনেক দূর গড়িয়েছে।

ইয়ামিন ক্ষমতায় এসেই বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভে যোগদান ছাড়াও চীন-মালদ্বীপ মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিও স্বাক্ষর করেন। চীনা অর্থায়নে প্রথমবারের মতো হালহালে দ্বীপে অবস্থিত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে প্রায় সাড়ে তিন কিলোমিটার দীর্ঘ রানওয়ে এবং দ্বীপটির সঙ্গে 'রাজধানী দ্বীপ' মালের সেতু সংযোগ নিমি©ত হয়। আরও নানা প্রকল্প মিলিয়ে ২০১৮ সাল নাগাদ মালদ্বীপে চীনা ঋণ, বিনিয়োগ ও অনুদানের অঙ্ক দাঁড়ায় দেড় বিলিয়ন ইউএস ডলারে। মাত্র ৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার জিডিপির দেশে দেড় বিলিয়ন ডলারের 'বন্ধুত্ব' চাট্টিখানি কথা নয়!

বিস্তৃত ভারত মহাসাগরে ছোট্ট দ্বীপরাষ্ট্র মালদ্বীপের মূল গুরুত্ব ভূরাজনৈতিক। এর অবস্থান এমন স্থানে, যেখান দিয়ে বিশ্বের ব্যস্ততম পূর্ব-পশ্চিম সমুদ্রপথ অবস্থিত। এর নিয়ন্ত্রণ মানে কেবল বাণিজ্য নয়, কৌশলগত প্রভাবেরও প্রশ্ন। যেমন চীনের বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভের আওতায় যে 'সামুদ্রিক সিল্ক রুটÕ নির্ধারণ করা হয়েছে, এর চারটি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট হচ্ছে চারটি দ্বীপরাষ্ট্র: শ্রীলঙ্কা, মালদ্বীপ, সিসিলি ও মরিশাস। এ ছাড়া ভারত ঘিরে যে 'মুক্তোর মালা' গাঁথার পরিকল্পনা চীন নিয়েছে, মিয়ানমার ও শ্রীলঙ্কার পর মালদ্বীপও সেই মালার গুরুত্বপূর্ণ রত্ন।

যাহোক, শেষ পর্যন্ত ২০১৮ সালের নির্বাচনে আব্দুল্লাহ ইয়ামিন পরাজিত হয়ে দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, জঙ্গিবাদ লালন, বিরোধী মত দমনের দায়ে কারাগারে যান। অনেক বিশ্লেষক মনে করেন, মালদ্বীপের ঐতিহাসিকভাবে 'পশ্চিমমুখী' পররাষ্ট্রনীতিকে 'পূর্বমুখী' করতে যাওয়ার মূল্য চুকাতে হয়েছে তাঁকে। ২০১৮ সালে ক্ষমতায় এসেই মোহাম্মদ ইব্রাহিম সলিহ 'ইন্ডিয়া ফার্স্ট' পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণ করেন। ভারতও বুঝতে পারে যে, শ্যাম যখন টাকার থলি নিয়ে নেমেছে, তখন শুধু কথায় কুল রক্ষা হবে না। নয়াদিল্লি দ্রুতই ১ দশমিক ৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের ঋণ, বিনিয়োগ ও অনুদান অনুমোদন করে মালের জন্য। তারাও আরেকটি দ্বীপ সংযোগকারী সেতু, সমুদ্রবন্দর, ক্রিকেট স্টেডিয়াম নির্মাণ করে। মালেভিত্তিক থিঙ্কট্যাঙ্ক 'বানী' হিসাব করে দেখিয়েছে, ২০২১ সালের মধ্যেই মালদ্বীপে ভারত ও চীনের 'বিনিয়োগ' কাঁটায় কাঁটায় সমান হয়ে দাঁড়িয়েছে দেশটির মোট জিডিপির ২৬ শতাংশ করে।

এর মধ্যেই ক্ষমতায় এলেন 'চীনপন্থি' মোহাম্মদ মুইজ্জু। তাঁর ক্ষমতায় আসার নেপথ্যে কি শুধুই ভারত ও চীনের বিরোধ? মালদ্বীপ সম্পর্কে যারা খোঁজখবর রাখেন তারা বলছেন, ইব্রাহিম মোহাম্মদ সলিহ দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে ক্ষমতায় এলেও তিনি একই পথে হেঁটেছেন। দেশের সাধারণ মানুষ সেটা ভালোভাবে নেয়নি। ভোটের বাক্সে পরিবর্তনের পক্ষে রায় দিয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে, মালদ্বীপের এই 'পররাষ্ট্র প্রভাবিত নির্বাচন' বাংলাদেশের জন্য কী বার্তা বহন করে? সার্কভুক্ত দেশটির সঙ্গে বাংলাদেশের ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, কূটনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক প্রাচীন। মালদ্বীপ সরকারের হিসাব অনুসারে, সেখানে কর্মরত ১ লাখ ৩০ হাজার বাংলাদেশির কথাও ভাবতে হবে। হাতেগোনা যে কয়টি দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্য ঘাটতি নেই, বরং উদ্বৃত্ত, মালদ্বীপ তার একটি। ২০২১ সালের ডিসেম্বরে প্রথমবারের মতো মালদ্বীপ সফরে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৩টি সামরিক যান উপহার দেওয়ার মধ্য দিয়ে এক প্রকার প্রতিরক্ষা সম্পর্কেরও সূচনা করেছেন। কিন্তু মালদ্বীপের নির্বাচনে বাংলাদেশের জন্য মূল বার্তা দুটি। প্রথমত, অভ্যন্তরীণ জনপ্রিয়তাই মূল। যদি জনসাধারণের সমর্থন না থাকে, তাহলে আন্তর্জাতিকভাবে প্রভাবশালী পক্ষগুলোর খুব বেশি কিছু করার থাকে না। দ্বিতীয়ত, দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কে এতটা মাখামাখি করতে নেই, যেটা কূটনীতি ও অর্থনীতি ছাপিয়ে দেশের রাজনীতিতেও প্রভাব ফেলতে পারে। বন্ধুত্ব বৈঠকখানা পর্যন্তই রাখতে হয়; শয়নকক্ষে আনতে হয় না।

লেখক: লেখক ও গবেষক; সহযোগী সম্পাদক, সমকাল





নির্বাচনকালীন নির্দলীয় সরকারের যুক্তি অখন্ডনীয়

॥ মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া আখতার ॥

সরকার কি ক্ষমতায় থেকে অনুগত প্রশাসন ও পোশাকধারী বাহিনী ব্যবহার করে সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করতে পারবে? এমন নির্বাচন করতে পারলে আবারও জিতে সরকার গঠন করে আরও পাঁচ বছর রাষ্ট্রক্ষমতায় থাকা সরকারের জন্য নিরাপদ হয়। দশম ও একাদশ সংসদ নির্বাচনে পারলেও দ্বাদশ নিব©াচনের বেলায় এমন ব্যবস্থায় বিরোধী দলগুলোকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করানো কঠিন হবে। কারণ, গত নির্বাচনে প্রধানমন্ত্রী বিরোধী দলগুলোকে মুক্ত ও অবাধ নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা রক্ষা করেননি। সে জন্য আবারও একই প্রতিশ্রুতি দিলে বিরোধী দলগুলো তা বিশ্বাস করবে না। সরকারি দলের চাতুরি অনুধাবন করার মতো যোগ্যতা বিরোধী দলগুলোর আছে। কারণ, এ দলগুলোর নেতারাও এদেশেরই আলো-বাতাসে বড় হয়েছেন। সে জন্য এবার তারা দলীয় সরকারাধীনে নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করার সিদ্ধান্তে অনড় থেকে নির্দলীয় সরকারাধীনে সংসদ নির্বাচনের দাবিতে অহিংস আন্দোলন করছেন। সরকারি দল থেকে বিরোধী দলগুলোর মধ্যে ভাঙন সৃষ্টির প্রচেষ্টা সফল হয়নি। বিএনপির দু-একজন বহিষ্কৃত নেতা তৃণমূল বিএনপি গঠন করলেও ওই উদ্যোগ বিরোধীদলীয় আন্দোলনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে না। অতীতেও বড় দলগুলোতে এমন ভাঙন সৃষ্টিকারীরা সাময়িক চমক সৃষ্টি করলেও ক্রমান্বয়ে নিষ্ক্রিয় হয়ে গেছেন। সরকারি টোপ ও প্রলোভনে আকৃষ্ট হয়ে দু-চারজন উপেক্ষিত, অবহেলিত ও হতাশাগ্রস্ত নেতাকর্মী এমন প্রলোভনে আকৃষ্ট হলেও এর ফলে মূলধারার দল ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। আওয়ামী লীগ ও বিএনপির মতো বড় দল থেকে অতীতে একাধিকবার কিছু হতাশাগ্রস্ত নেতার রাজনীতিতে ভিন্ন ধারা তৈরির চেষ্টা সফল হয়নি। এবারও দুজন সাবেক বিএনপি নেতা (শমসের মবিন চৌধুরী ও অ্যাডভোকেট তৈমুর আলম খন্দকার) যে উদ্যোগ নিয়েছেন, তা বিরোধীদলীয় আন্দোলনের গতি স্তিমিত করতে পারবে না।

নির্বাচন কমিশন নভেম্বরে নির্বাচনি শিডিউল ঘোষণা করবে। ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে অথবা জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। তবে সুবিধাবাদী, সরকারের সুবিধাভোগী ও আমলানির্ভর ইসির কর্মকান্ডের ওপর সাধারণ মানুষের আগ্রহ নেই। কমিশন রাজনৈতিক দল ও জনগণের মধ্যে আস্থা গড়ে তুলতে পারেনি। দলীয় সরকারাধীনে ক্ষমতাসীন এবং সরকারে শরিক দলগুলো ছাড়া অধিকাংশ দল নির্বাচনে অংশগ্রহণে আগ্রহী নয়। কারণ, এমন নির্বাচনের পরিণতি সম্পর্কে দলগুলো অবগত। সে কারণে বিরোধী দলগুলো নির্দলীয় সরকারাধীনে সংসদ নির্বাচনের দাবিতে অহিংস আন্দোলন করছে। এ বিষয়ে গণতান্ত্রিক বিশ্বের দেশগুলোর আগ্রহ থাকলেও সরকার এ আন্দোলন আমলে নিচ্ছে না। সরকারি দলের নেতারা এমন ভাব দেখাচ্ছেন এবং বক্তব্য বিবৃতি দিচ্ছেন যাতে করে মনে হয়, এমন আন্দোলনে তাদের কিছু এসে যায় না। তারা যথাসময়ে নিজেদের সংশোধিত সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচন করবেন। তারা আরও বলছেন, বিএনপিসহ অন্য দলগুলোও ওই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে।

আসন্ন দ্বাদশ সংসদ নির্বাচন নিয়ে গণতান্ত্রিক বিশ্বের বড় দেশগুলো প্রকাশ্যভাবে জড়িত হলেও সরকারের টনক নড়েনি। এসব বিষয়ে সরকারের মন্ত্রীরা তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে বক্তব্য দিয়েছেন। সেসঙ্গে এসব দেশকে কোনোভাবে গোপনে ম্যানেজ করা যায় কিনা সে চেষ্টা করে সফল হতে পারেনি। শেষ আশা প্রতিবেশী ভারত সফর করেও সরকারদলীয় নেতারা গতবারের মতো ভারতের কাছ থেকে আনুষ্ঠানিক ইতিবাচক সমর্থন পাননি। সরকারি দলের প্রতি ভারতের সরাসরি সমর্থনপূর্ণ বক্তব্য আদায় করতে না পারায় বিরোধী দলগুলো ভারতীয় অবস্থান অনুধাবন করতে পেরেছেন। তাদের অনেকে অনুমান করছেন, ভারত পরাশক্তি আমেরিকাকে অখুশি করে বাংলাদেশের নির্বাচনি ইস্যুতে গতবারের মতো প্রকাশ্যভাবে সরকারের পাশে দাঁড়াবে না। এ কারণে বিরোধী দলগুলো তাদের নির্দলীয় সরকারের অধীনে সংসদ নির্বাচনের দাবিতে চলমান অহিংস আন্দোলন গ্রেফতার ও মামলা উপেক্ষা করে অব্যাহত রেখেছে। কিন্তু সরকারের মন্ত্রীরা তাদের কথার সুর বদলাচ্ছেন না। কোনো নমনীয় ভাব দেখাচ্ছেন না। নির্বাচন ইস্যুতে কোনো আলোচনা-সংলাপও করছেন না। নেতাকর্মীদের চাঙা রাখার জন্য বলছেন, তারা সংবিধানের বাইরে যাবেন না। তারা আরও বলছেন, সংবিধান অনুযায়ী যথাসময়ে দলীয় সরকারাধীনে নির্বাচন হবে এবং সে নির্বাচনে যদি কোনো দল অংশগ্রহণ না করে, তাহলে তাদের কিছু করার নেই। যুক্তরাষ্ট্রের ভিসানীতি ও স্যাংশনভীতি কাটাতে সেতুমন্ত্রী বলেছেন, 'কোথায় স্যাংশন, কোথায় ভিসানীতি, তলে তলে সবার সঙ্গে আপস হয়ে গেছে। নির্বাচন হবে। অক্টোবর থেকে খেলা শুরু। আগামী মাসে সেমিফাইনাল, জানুয়ারিতে ফাইনাল।' দেশের অভ্যন্তরে বিরোধীদলীয় চাপ এবং গণতান্ত্রিক বিশ্বের শক্তিধর রাষ্ট্রগুলোর কূটনৈতিক চাপ গায়ে না মেখে সরকারি দল নির্বাচনি প্রস্তুতি শুরু করেছে। সরকারদলীয় এমন আচরণ দেখে মনে হচ্ছে, নির্বাচনি শিডিউল ঘোষণার আগে যদি পরিস্থিতির পরিবর্তন না হয়, তাহলে বিরোধী দলগুলো সামনের দিনগুলোতে তাদের আন্দোলন অহিংস রাখবে না।

চলমান একদফার আন্দোলন যদি নভেম্বরে শিডিউল ঘোষণার প্রাক্কালে সব দল মিলে অধিকতর বেগবান করে তোলে এবং ওই আন্দোলনে ছাত্র, যুবসমাজ ও পেশাজীবীরা সমর্থন দেন, তাহলে দেশ অভূতপূর্ব অরাজক পরিস্থিতির মুখে পড়বে। এ আন্দোলনে ইসলামপন্থি দল এবং ঐক্যবদ্ধ ছাত্র ও যুব সংগঠনগুলো যুগপৎভাবে নামলে পরিস্থিতি অধিকতর নাজুক অবস্থায় যেতে পারে। সরকারের একগুঁয়েমি অনড় থাকলে একপর্যায়ে বিরোধী দলগুলো হরতাল, লাগাতার হরতাল বা অবরোধের মতো কঠোর আন্দোলন কর্মসূচি ঘোষণা করলে জনগণ অবাক হবেন না। সরকার সে ক্ষেত্রে ভাবতে পারে, বিরোধীদলীয় আন্দোলন কঠোর হলে অনুগত প্রশাসন ও পোশাকধারী বাহিনী ব্যবহার করে তারা সে আন্দোলন ম্রিয়মান করে ফেলবে। কিন্তু এবারের পরিস্থিতি ভিন্ন। আমেরিকান স্যাংশন এবং ভিসানীতি কার্যকর হওয়ায় প্রশাসন ও পোশাকধারী বাহিনীর অনেকে শঙ্কার মধ্যে আছেন। তাদের অনেকের অবস্থান ও কথাবার্তার সুর বদলে গেছে। তারা আগের নির্বাচনগুলোতে যেভাবে সরকারি দলকে নগ্নভাবে সমর্থন দিয়েছিলেন, এবার অনেকেই, বিশেষ করে যাদের পরিবার-পরিজন এবং অর্থ-সম্পদ বিদেশে রয়েছে, একইভাবে সরকারের পক্ষে ভূমিকা পালন করবেন না। প্রধানমন্ত্রী অবশ্য লন্ডনে এক সাম্প্রতিক সংবর্ধনায় সবাইকে স্যাংশনকে পাত্তা না দিতে বলেছেন। বেশি স্যাংশন দিলে তিনিও স্যাংশন দিতে পারেন বলে উল্লেখ করেছেন। প্রধানমন্ত্রীর এমন বক্তব্য বিশ্লেষণ করে অনুধাবন করা যায়, নির্বাচন ইস্যুতে সরকার আমেরিকাকে ম্যানেজ করতে পারেনি।

অক্টোবরে কোনোরকম সমঝোতা না হলে নভেম্বরে শিডিউল ঘোষণার পর দেশ ভয়াবহ পরিস্থিতির মুখোমুখি হবে। এমন পরিস্থিতিতে সরকারের পরোক্ষ সমর্থন নিয়ে বা না নিয়ে দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষিত হবে কিনা তাও সুনিশ্চিত নয়। দলীয় সরকারাধীনে নির্বাচন করার চেষ্টা সব দিক দিয়ে ব্যর্থ হলে একপর্যায়ে সরকারের অঘোষিত নির্দেশনায় সেনাবাহিনী সাময়িক সময়ের জন্য দেশ পরিচালনায় আসবে কিনা তা নিয়ে রাজনীতি বিশ্লেষকরা ইতোমধ্যে ভাবছেন।

অক্টোবরে কোনোরকম সমঝোতা না হলে নভেম্বরে শিডিউল ঘোষণার পর দেশ ভয়াবহ পরিস্থিতির মুখোমুখি হবে। এমন পরিস্থিতিতে সরকারের পরোক্ষ সমর্থন নিয়ে বা না নিয়ে দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষিত হবে কিনা তাও সুনিশ্চিত নয়। দলীয় সরকারাধীনে নির্বাচন করার চেষ্টা সব দিক দিয়ে ব্যর্থ হলে একপর্যায়ে সরকারের অঘোষিত নির্দেশনায় সেনাবাহিনী সাময়িক সময়ের জন্য দেশ পরিচালনায় আসবে কিনা তা নিয়ে রাজনীতি বিশ্লেষকরা ইতোমধ্যে ভাবছেন। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে প্রাতিষ্ঠানিকতা দিতে সেনাশাসন ভালো পন্থা নয়। কিন্তু পরিস্থিতি ভয়াবহ হলে এমন আশঙ্কা রাজনীতি-সচেতনরা উড়িয়ে দিচ্ছেন না।

রাজনীতিকরা নিজেদের সমস্যার সমাধান করতে না পারায় বিদেশিরা বাংলাদেশের নির্বাচনি প্রক্রিয়ায় নগ্নভাবে হস্তক্ষেপের সুযোগ পেয়েছে। তারা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে শক্তিশালী করতে সহায়তা করার অজুহাতে এ অঞ্চলে তাদের প্রভাব শক্তিশালী করতে চায়। এ কাজে বিদেশিদের বাধা দিতে চাইলে জাতীয় ইস্যুতে রাজনৈতিক দল ও জনগণকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। ক্ষমতা রদবদলের ধারাবাহিকতাকে মেনে নিয়ে স্বচ্ছ সংসদ নির্বাচন করার একটি স্থায়ী ব্যবস্থা উদ্ভাবন করতে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। অন্যথায় নিজেরা দ্বন্দ্বে লিপ্ত থাকলে বিদেশিরা তাদের স্বার্থ উদ্ধার করবে। রাজনৈতিক দলগুলোকে নিজেদের মধ্যে প্রতিহিংসা ও অবিশ্বাস দূর করে সহমর্মিতা ও সমঝোতার পরিবেশ তৈরি করতে হবে। এ ব্যাপারে রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে সামান্যতম উন্নতি হয়নি। বরং আগের চেয়ে পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে।

একজন বর্ণহীন একাডেমিক হিসাবে আমার বিবেচনায় ১৯৯০ সালে স্বচ্ছ নির্বাচন করার জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকারের যতটা প্রয়োজন ছিল; ১৯৯৬ সালে সুষ্ঠু নির্বাচন করতে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের যতটা প্রয়োজন ছিল, বর্তমান পরিস্থিতিতে তত্ত্বাবধায়ক বা নির্দলীয় নির্বাচনকালীন সরকারের প্রয়োজনীয়তা আরও অনেক বেড়েছে। কারণ, রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে পারস্পরিক অবিশ্বাস, সুযোগ পেলে পরস্পরকে দেখে নেওয়ার মনোবাসনা ও প্রতিহিংসা আগের চেয়ে তীব্রতর হয়েছে। একজন বিরোধীদলীয় নেতা ও সাবেক প্রধানমন্ত্রীর চিকিৎসা নিয়ে লন্ডনে সংবর্ধনা সভায় প্রদত্ত সরকারপ্রধানের বক্তব্যে নেতাদের প্রতিহিংসা প্রতিফলিত হয়েছে।

এসব কারণে ইনক্লুসিভ সংসদ নির্বাচন করতে চাইলে নির্দলীয় নির্বাচনকালীন সরকারের বিকল্প নেই। এ ব্যাপারে দলীয় সরকারাধীনে ভালো নির্বাচন করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বর্তমান সরকার দু-দুবার ব্যর্থ হয়েছে। আবারও ক্ষমতাসীনরা দলীয় সরকারাধীনে সংসদ নির্বাচন করতে অগ্রসর হচ্ছে। এমন নির্বাচন ইনক্লুসিভ হবে না। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে আন্দোলনরত অনেক দলই এমন নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে না। ফলে নির্বাচনি সংকটেরও সমাধান হবে না। এমন একতরফা নির্বাচন করার লক্ষ্য নিয়ে যদি সরকার অগ্রসর হয়, তাহলে নির্বাচনি শিডিউল ঘোষণার পর রাজপথের আন্দোলন সহিংস হয়ে উঠবে। বিরোধী দলগুলো মরিয়া হয়ে কঠোর আন্দোলন কর্মসূচির ঘোষণা দিলে রাজপথে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়বে। সাধারণ মানুষ রক্তপাতের একতরফা নির্বাচন চান না। তারা চান সব দলের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে আনন্দমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত শান্তিপূর্ণ নির্বাচনে ভোট দিতে। এ চাওয়া বড় কোনো দাবি নয়। এটি জনগণের সাংবিধানিক অধিকার। কারণ, সংবিধান অনুযায়ী জনগণই রাষ্ট্রের মালিক। আর জনপ্রতিনিধি নির্বাচনে তারা যদি স্বাধীনভাবে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে না পারেন, তাহলে তাদের মালিকানা থাকে না। কাজেই স্বচ্ছ নির্বাচনে জনগণ স্বাধীনভাবে নির্দলীয় সরকারাধীনে ভোট দিতে চাইলে সে দাবি মেনে নেওয়া উন্নত রাজনৈতিক সংস্কৃতিরই পরিচায়ক। এমন গণদাবির বিপরীতে সরকারি দল থেকে দলীয় সরকারাধীনে নির্বাচন করার যেসব যুক্তি উপস্থাপন করা হচ্ছে, তা খন্ডনযোগ্য।

লেখক: অধ্যাপক, রাজনীতিবিজ্ঞান বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

যে কারণে যুক্তরাষ্ট্র-চীনের সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ সম্ভব নয়

॥ জোসেফ এস নাই ॥

যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যে ক্ষমতার যে প্রচন্ড প্রতিযোগিতা চলছে, সেটিকে চলতি শতাব্দীর প্রথমার্ধের একটি সংজ্ঞা নির্ধারণী বৈশিষ্ট্য বলা যেতে পারে। তবে এই প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে ঠিক কোন ধরনের সংজ্ঞায় আটকানো উচিত হবে, তা নিয়ে খুব কম লোকই একমত হতে পেরেছেন।

কেউ কেউ এটিকে গত শতাব্দীর দুটি বিশ্বযুদ্ধের আগে জার্মানি ও ব্রিটেনের মধ্যে শুরু হওয়া দীর্ঘ দ্বন্দ্বের মতো একটি 'দীর্ঘস্থায়ী প্রতিদ্বন্দ্বিতা' বলে অভিহিত করেছেন। আবার অন্যরা আশঙ্কা করছেন, খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকে স্পার্টা (তৎকালীন প্রধান শক্তি) ও এথেন্সের (তৎকালীন উদীয়মান শক্তি) মধ্যে যে আদলে যুদ্ধ হয়েছিল, আমেরিকা ও চীন সেই ধরনের যুদ্ধের দিকে ধাবিত হচ্ছে। সমস্যা হলো, যুক্তরাষ্ট্র-চীন সংঘাত অনিবার্য–এমন একটি ধারণা সবার মনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাস্তব হয়ে ওঠা একটি ভবিষ্যদ্বাণীতে রূপ নিতে পারে।

Ôদীর্ঘস্থায়ী প্রতিদ্বন্দ্বিতা' নিজেই একটি বিভ্রান্তিকর শব্দবন্ধ। ১৯৪৯ সালে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিসি) ক্ষমতায় আসার পর থেকে চীন-আমেরিকা সম্পর্ক যতগুলো ধাপ পেরিয়েছে, সেগুলোর ব্যাপারে একটু চিন্তা করে দেখুন। ১৯৫০-এর দশকে কোরীয় উপদ্বীপে আমেরিকান ও চীনা সেনারা পরস্পরকে হত্যা করেছে।

এরপর ১৯৭০-এর দশকে চীনে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সনের ঐতিহাসিক সফরের সুবাদে এই দুই দেশ কাছাকাছি এসেছিল। এই সময়টাতে সোভিয়েত ইউনিয়নকে ভারসাম্যমূলক জায়গায় আটকে রাখতে যুক্তরাষ্ট্র ও চীন ঘনিষ্ঠভাবে পরস্পরকে সহযোগিতা করতে শুরু করে। ১৯৯০-এর দশকে দুই দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক যুক্ততা বাড়তে থাকে। এর সূত্র ধরে যুক্তরাষ্ট্র বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় চীনের অন্তর্ভুক্তিকে সমর্থন দিয়েছিল। এখন যুক্তরাষ্ট্রের নেতারা চীনকে যেভাবে মার্কিন অর্থনীতি, রাজনীতি ও সামরিক ব্যবস্থার জন্য 'ধাবমান হুমকি' বলে অভিহিত করছেন, ২০১৬ সালের আগে এমনটি ছিল না। যদি এই দুই দেশের মধ্যকার দীর্ঘস্থায়ী প্রতিদ্বন্দ্বিতা শেষ পর্যন্ত সহিংস সংঘাতে না-ও গড়ায়, তাহলেও তাদের মধ্যে যে শীতল যুদ্ধ চলমান থাকছে, তার কী হবে?

যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যে ক্ষমতার যে প্রচন্ড প্রতিযোগিতা চলছে, সেটিকে চলতি শতাব্দীর প্রথমার্ধের একটি সংজ্ঞা নির্ধারণী বৈশিষ্ট্য বলা যেতে পারে। তবে এই প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে ঠিক কোন ধরনের সংজ্ঞায় আটকানো উচিত হবে, তা নিয়ে খুব কম লোকই একমত হতে পেরেছেন।

Ôদীর্ঘস্থায়ী প্রতিদ্বন্দ্বিতা'–এই শব্দবন্ধ দিয়ে যদি সুদীর্ঘ সময়ব্যাপী প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে বোঝানো হয়ে থাকে তাহলে বলা যায়, আমরা ইতিমধ্যে সে অবস্থার মধ্যে আছি। তবে যদি ঐতিহাসিক তুলনার জায়গা থেকে দেখি, তাহলে যুক্তরাষ্ট্র-চীন সম্পর্কের চ্যালেঞ্জগুলো সম্পর্কে আমাদের বিভ্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি আছে।

যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে বৈশ্বিক পরিসরে উচ্চ স্তরের সামরিক নির্ভরশীলতা ছিল। কিন্তু তাদের মধ্যে কার্যত কোনো অর্থনৈতিক, সামাজিক বা পরিবেশগত পরস্পর-নির্ভরতা ছিল না। সেই দিক থেকে দেখলে বোঝা যাবে, আজকের চীন-আমেরিকা সম্পর্ক একেবারে ভিন্ন।

আজকের বিশ্বব্যবস্থা এমনভাবে বিন্যস্ত যে আমেরিকা নিজের ও বিশ্ব অর্থনীতির ব্যাপক ক্ষতি না করে চীন থেকে তার বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্পূর্ণভাবে তুলে আনতে পারবে না। অধিকন্তু যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্ররা এখন শুধু কমিউনিস্ট মতাদর্শের প্রসারের দ্বারা হুমকি বোধ করছে না; তারা অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ¶‡Î পারস্পরিক নির্ভরতায় পরিচালিত বিশ্বব্যবস্থার হুমকি নিয়েও চিন্তিত।

নিরাপত্তা-সংক্রান্ত কারণে চীনের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র চাইলে আংশিক বিচ্ছিন্ন হতে পারে; কিন্তু সামগ্রিকভাবে চীনের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করা যুক্তরাষ্ট্রের জন্য অত্যন্ত লোকসানজনক হবে। যুক্তরাষ্ট্রের খুব কমসংখ্যক মিত্রই এই নীতি অনুসরণ করতে রাজি হবে। কারণ, অধিক সংখ্যক দেশ তাদের প্রধান বাণিজ্য অংশীদার হিসে‡ব যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে চীনকে বেশি প্রাধান্য দিয়ে থাকে।

এ ছাড়া পারস্পরিক নির্ভরতার পরিবেশগত এমন কিছু দিক রয়েছে, যা চীন থেকে যুক্তরাষ্ট্রের বিচ্ছিন্ন হওয়াকে অসম্ভব করে তোলে। কোনো দেশ একাই জলবায়ু পরিবর্তন, মহামারি হুমকি বা অন্যান্য আন্তর্জাতিক সমস্যা মোকাবিলা করতে পারে না। ভালো হোক খারাপ হোক, আমরা চীনের সঙ্গে একটি 'সহযোগী প্রতিদ্বন্দ্বিতায়' আটকে আছি। ফলে এই পরিস্থিতিকে শীতল যুদ্ধ পরিস্থিতির সঙ্গে তুলনা করা চলে না।

বক্তব্য: প্রজেক্ট সিন্ডিকেট, ইংরেজি থেকে সংক্ষেপিত আকারে অনূদিত

জোসেফ এস নাই যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক সহকারী প্রতিরক্ষাসচিব ও হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক

বর্ষণমুখর দিনেও বিপুল দর্শক-শ্রোতার উপস্থিতি

নিউইয়র্কে হুমায়ুন আহমেদ সম্মেলন ও আন্তর্জাতিক বইমেলা অনুষ্ঠিত



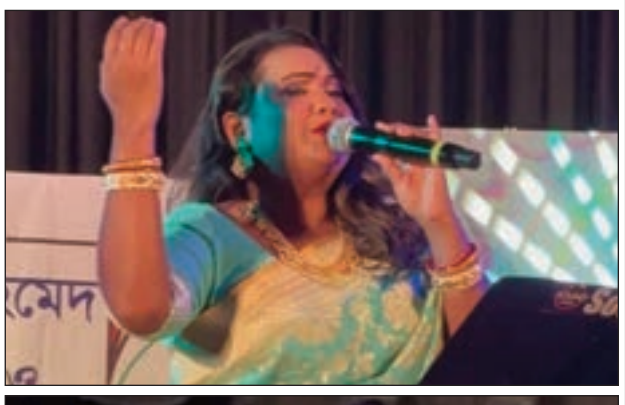
















নিউইয়র্ক (ইউএনএ): নিউইয়র্কে কথাসাহিত্যিক হুমায়ুন আহমেদ সম্মেলন ও আন্তর্জাতিক বই মেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার (৭ সেপ্টেম্বর) শো টাইম মিউজিকের আয়োজনে ও বাংলাদেশ রাইটার্স ক্লাবের ব্যবস্থাপনায় জামাইকার 'দ্যা ম্যারি লুইস একাডেমি'তে এই মেলা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানমালার মধ্যে ছিলো শুভেচ্ছা বক্তব্য, স্মৃতি চারণ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বইয়ের স্টল প্রভৃতি। দিনভর বৃষ্টি আর প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যেও প্রবাসীদের ভীড় ছিলো উপচে পড়া। খবর ইউএনএ'র। অনুষ্ঠানের প্রধান আর্কষন ছিলেন যাদু শিল্পী জুয়েল আইচ। তার সাথে প্যানেল আলোচনায় ছিলেন কানাডা প্রবাসী ছড়াকার লুৎফর রহমান রিটন, ড. পূরবী বসু ও মাজহারুল ইসলাম। জুয়েল আইচ তার বক্তব্যের ফাঁকে ফাঁকে শ্রোতাদের কিছুটা হালকা করার জন্য যাদু প্রদর্শন করেন। তিনি হুমায়ূন আহমেদের সাথে তার দীর্ঘ স্মৃতি চারণ করেন। তার স্মৃতিচারণ বক্তব্য শুনে উপস্থিত দর্শক-শ্রোতা মুগ্ধ হন। তিনি হুমায়ূন আহমেদের ১৪ লাউ ও রশি লাগানো ৭ বোতল ওয়াইনের অজানা গল্প শুনিয়েছেন। তুলে ধরেন, ৪২ রকমের মাছ দিয়ে মধ্যাহ্ন ভোজ কিংবা ডিনার করানোর স্মৃতি। একটি দেয়ালের ব্যবধানে তাদের বাস হলেও বেলকুনিতে নানা খুনশুটির গল্পের শেষ নেই। এমনই নানা স্মৃতিচারণ নিয়ে জুয়েল আইচ ঘন্টাব্যাপী হুমায়ুনের কথা বলছিলেন। মানবিকতা ও সরলতায় কালজয়ী পাঠকপ্রিয় লেখকের কথা বলতে বলতে তিনি কখনো কখনো আবেগ প্রবণ হয়ে উঠেন। প্রসঙ্গক্রমে টেনে আনেন অভিনেতা মরহুম হুমায়ুন ফরিদীর কথাও। তিনি ফরিদীকে বিশ্বের অন্যতম সেরা অভিনেতা হিসেবেও অবহিত করেন। বলেন, হুমায়ুন আহমেদ আমাদের দিয়েছেন অনেক কিছু। তিনি আমাদের একজন-ই হুমায়ুন আহমেদ।

লুৎফর রহমান রিটন বলেন, বহুমাত্রিক সাহিত্যের জনক ছিলেন হুমায়ুন আহমেদ। তার জনপ্রিয়তা ছিলো ঘরে ঘরে।

সাংস্কৃতিক পর্বে বাংলাদেশের জনপ্রিয় সঙ্গীত শিল্পী এসআই টুটুল ও সেলিম চৌধুরী ছাড়াও প্রবাসের জনপ্রিয় শিল্পীরা সঙ্গীত পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠানে একাধিক বইয়ের স্টল থাকলেও বই কেনাবেচায় ছিলো না তেমন আগ্রহ।

প্রতিকুল পরিবেশেও অনুষ্ঠানটি সফল করায় শো টাইম মিউজিকের কর্ণধার আলমগীর খান আলম উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জানান।



ফিলিস্তিনের বিরুদ্ধে ইসরাইলের যুদ্ধ ঘোষণা

(প্রথম পাতার পর)

সংখ্যা বাড়ছে উল্লেখযোগ্য হারে। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত ইসরাইলে নিহতের সংখ্যা বেড়ে ৬০০ ছাড়িয়েছে। নিহতদের মধ্যে সাধারণ মানুষের পাশাপাশি সামরিক বাহিনীর সদস্যও রয়েছে। সময় যত গড়াচ্ছে পরিস্থিতির তত অবনতি হচ্ছে। হামাস ও ইসরাইলী বাহিনীর মধ্যে তীব্র লড়াই অব্যাহত রয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে গাজার সীমান্তবর্তী বিভিন্ন শহর থেকে নিজেদের নাগরিকদের সরিয়ে নিচ্ছে ইসরাইল।

ইসরাইলের সামরিক মুখপাত্র ড্যানিয়েল হাগারি বলেছেন, আগামী ২৪ ঘণ্টায় আমাদের লক্ষ্য হলো গাজার আশপাশে বসবাসকারী সব নাগরিকদের সরিয়ে নেওয়া। এদিকে সাধারণ মানুষকে চলমান লড়াইয়ে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সশস্ত্র সংগঠন হামাস-এর সামরিক শাখা। ইসরাইলী বাহিনী ও হামাস যোদ্ধাদের মধ্যে লড়াই অব্যাহত থাকায়, আল-কাসেম ব্রিগেডের মুখপাত্র আবু ওবেদা একটি নতুন বিবৃতি প্রকাশ করেছেন। এতে তিনি জনগণকে এই যুদ্ধে যোগ দিতে আহবান জানিয়েছেন।

এর আগে ইসরাইলকে লক্ষ্য করে পাঁচ হাজারের বেশি রকেট হামলা চালিয়েছে ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাস। এতেই থেমে থাকেনি হামাস যোদ্ধারা। সীমানা প্রাচীর ভেঙে ইসরাইলের অভ্যন্তরেও ঢুকে পড়ে তারা। এরপরই শুরু হয় দুই পক্ষের লড়াই। ইসরাইলের মধ্যে বেশ কিছু এলাকায় লড়াই চলছে। তাছাড়া গাজার বিভিন্ন স্থাপনা লক্ষ্য করে পাল্টা হামালা চালাচ্ছে ইসরাইয়েল। আর ফিলিস্তিনে নিহতের সংখ্যা তিনশ ছাড়িয়েছে।

হাকিম জেফরিকে স্পিকার পদে মনোনয়ন দেবেন ডেমোক্র্যাটরা

(প্রথম পাতার পর)

স্থলাভিষিক্ত হতে পারেন সদ্য স্পিকারের পদ হারানো কেভিন ম্যাকার্থীর। এরই মধ্যে হাউজের ডেমোক্রেটিক হুইপ ক্যাথরিন ক্লার্কের পাঠানো একটি চিঠিতে আগামী মঙ্গলবারের বৈঠকের কথা বলা হয়েছে। আগামী সপ্তাহে স্পিকার নির্বাচনে ভোটাভুটির আগেই এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে।

হাউজের সকল ডেমোক্র্যাট যাতে হাকিম জেফরিকে ভোট দিতে পারেন সে লক্ষ্যেই এই বৈঠক। ক্লার্ক তার চিঠিতে ককসাসের সকল সদস্যকে ভোটের সময় অধিবেশন হাজির থেকে ভোট দেওয়ারও আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, আমরা বুঝতে পারি অনেকের জন্যই সময় মেলানো চ্যালেঞ্জিং হবে। তবে এই অংশগ্রহণ দলের জন্য জরুরি।

এর আগে ২০২২ সালে মর্ধবর্তী নির্বাচনের পরপরই হাউজে দীর্ঘকালীন ডেমোক্রেটিক নেতা ও স্পিকার ন্যান্সি পেলোসি পদত্যাগ করার পর দল বিনা প্রতিদ্বন্দ্বীতায় হাকিম জেফরিকে দলীয় নেতা হিসেবে নির্বাচিত করে।

আসছে মার্কিনী ঝড়

(প্রথম পাতার পর)

এ ব্যাপারে পাশ্চাত্যের অর্থনৈতিক মোড়লরা এখন কোমর বেঁধে নেমে পড়েছে।

আমার তথ্যসূত্র যদি ভুল বার্তা না দেয়, তাহলে অনুমান করতে পারি দুর্নীতি এবং অর্থ পাচার সংক্রান্ত অভিযোগ তুলে কিছু ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের ওপর অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা দেওয়ার পাঁয়তারা চলছে এবং এ বিষয়টি চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। সরকারের ওপর একের পর এক চাপের পর এবার এই নতুন পদক্ষেপ। যেহেতু সরকারের কৌশলী ব্যবস্থায় মার্কিন ভিসা নীতি কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়েছে, তাই এ পদক্ষেপটি হতে যাচ্ছে ব্যবসায়ী মহলের দিকে তাক করে।

নির্বাচন, গণতন্ত্র এসব নিয়ে সরাসরি কাজ করে ঢাকার আমেরিকান অ্যাম্বাসি ও ইউএস স্টেট ডিপার্টমেন্টের সাউথ এবং সেন্ট্রাল এশিয়ার শাখা। আর এ দুই জায়গার সঙ্গেই ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখে চলেছেন বিএনপির নীতিনির্ধারকরা। তাদের হিসাব হলো, এখন যদি ব্যবসায়ীদের ওপর চাপ দেওয়া যায়, তাহলে বাজারে দৃশ্যমান প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে বাধ্য। সাধারণ মানুষ এ নিয়ে সরকারকে দোষারোপ করা শুরু করবে, যার সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া হতে পারে আগামী নির্বাচনে।

এরই মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রীয় ষড়যন্ত্রের আরেকটি পদক্ষেপ ঘটতে পারে আইএমএফ ঋণের দ্বিতীয় কিস্তি ছাড়ের ব্যাপারে। নভেম্বরে এই দ্বিতীয় কিস্তির অর্থ ছাড় আটকে দেওয়া হতে পারে এবং সেটা বাংলাদেশের মানবধিকার প্রসঙ্গ তুলে আর রিজার্ভ প্রসঙ্গ ও বৈদেশিক মুদ্রা পাচার বিষয়গুলোকে অজুহাত হিসাবে ব্যবহার করে।

যারা এই পরিকল্পনার ছক কষেছে, তাদের হিসাব খুবই পরিষ্কার। অর্থনৈতিক পরিস্থিতি যতই নাজুক হতে থাকবে, রাজনৈতিক পরিস্থিতিও একই সঙ্গে উত্তপ্ত হবে এবং তার আয়োজন সেভাবেই বিন্যাস করা হচ্ছে বলে প্রতীয়মান হয়। সরকারের ওপর এখন ত্রিমুখী আক্রমণ হতে যাচ্ছে। এ তৃতীয় মুখটি হচ্ছে গণমাধ্যম। প্রধান বিরোধী দলের মুখপাত্র অতিসম্প্রতি অক্টোবর মাসের দ্বিতীয়ার্ধে সরকার পতনের যে চূড়ান্ত তারিখ নির্ধারণ করে ফেলেছেন, তা থেকেও এসব পরিকল্পনার আভাস পাওয়া যাচ্ছে।

রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকের একাংশ মনে করছে, এরপর আরও একের পর এক এমন সব পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটানো হবে, যা সরকারকে বিচলিত করতে পারে। আর পরিণামে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী শক্তির একটা চিহ্নিত অংশ নতুন কৌশল অবলম্বন করে আওয়ামী লীগের মধ্যে অন্তর্ঘাত সৃষ্টি করতে পারে। আর এসবই হতে পারে পশ্চিমা এবং তার দেশীয় অনুচরদের বহুমাত্রিক আক্রমণের বিভিন্নমুখী ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করে। আমার ধারণা, আন্তর্জাতিক চক্রের কয়েকটি নিপুণ পরিকল্পনা হলো :

এক. সরকারকে ক্রমাগত বন্ধুহীন করা

দুই. বাংলাদেশের বন্ধুপ্রতিম দেশগুলোর মধ্যে নানা প্রকার সন্দেহ ঢুকিয়ে দেওয়া

তিন. বাংলাদেশ সরকারের প্রতি বিরূপ মনোভাব উসকে দেওয়া

চার. বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ককে নানা অপপ্রচারের মাধ্যমে প্রভাবিত করার চেষ্টা করা

পাঁচ. পর্যায়ক্রমে অর্থনৈতিক বিধিনিষেধ আরোপ করে সরকার ও ব্যবসায়ী মহলের মধ্যে অবিশ্বাসের প্রাচীর নির্মাণে নিরন্তর চাপ দিয়ে যাওয়া

ছয়. হুইস্পারিং ক্যাম্পেইন ও ব্যাপক গুজব ছড়িয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে ভীতি এবং অনিশ্চয়তার বোধ বাড়িয়ে দেওয়া।

আগামী সাত দিনের মধ্যেই এসব প্রক্রিয়া শুরু হতে পারে বলে আমার বিশ্বাস। কারণ সরকার এবং সরকারি দলকে নিরীহ কর্মসূচির বন্ধনীতে আটকে দিলে ফল জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রকারীদের পক্ষেই চলে যেতে পারে।

লেখক: প্রধান সম্পাদক, দৈনিক কালবেলা

সতেজ করে তুলতে এমটিএ'র ১১ বিলিয়ন ডলারের প্রকল্প

(প্রথম পাতার পর)

৫৫জ্যাক সুলিভান একা নন, এফবিআই কর্মকর্তাসহ আরও তিন জন ছিলেন বৈঠকে। বৈঠকটি প্রথমে গোপন রাখা হয়। সাত দিন বাদে হোয়াইট হাউসের তরফে তা খোলাসা করে দেয়া হয়। এক নিয়মিত সংবাদ সম্মেলনে যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের কৌশলগত যোগাযোগ বিষয়ক সমন্বয়কারী জন কিরবি এ ধরনের একটা বৈঠকের কথা স্বীকার করেন। বলেন, বৈঠকে অনেক বিষয়েই আলোচনা হয়েছে। এর মধ্যে নির্বাচন অন্যতম। যদিও তিনি বিস্তারিত বলেননি।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও শুক্রবার (৬ অক্টোবর) অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে বৈঠকের কথা স্বীকার করেন। বলেন, নির্বাচন নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এর আগে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের তলে তলে সমঝোতা হয়ে গেছে বলে মিডিয়ায় শোরগোল তোলেন। মানবজমিন অবশ্য বৈঠকের ছবিটি প্রথম প্রকাশ করে। ঘণ্টাব্যাপী বৈঠকের আলোচ্য বিষয়গুলো অজানাই থেকে যায়। মানবজমিন নানা সূত্রে বৈঠকের কিছু খবর জানতে পেরেছে। বৈঠকের শুরুটা ছিল খুবই আন্তরিক। মাঝখানে একটি বিষয় নিয়ে আলোচনায় ছন্দপতন ঘটে। যাইহোক, চারটি বিষয় নিয়ে মূলত আলোচনা হয়েছে।

এক. বাংলাদেশের আসন্ন নির্বাচন নিয়ে এক উত্তেজনাকর পরিস্থিতি বিরাজ করছে। বিরোধীরা বলছে, তারা নির্বাচনকালীন সরকার ছাড়া অংশ নেবে না। পরিস্থিতি ক্রমেই ঘোলাটে হচ্ছে। জ্যাক সুলিভান তার স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে এ নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর মনোভাব জানতে চান। তখন বলা হয়, নির্বাচনকালীন সরকার গঠনে তার সায় নেই। নির্বাচন হতে হবে সংবিধান অনুযায়ী। সংবিধানের বাইরে গিয়ে তার পক্ষে কিছুই করা সম্ভব নয়।

দুই. কারারুদ্ধ বিরোধীনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার অবস্থা সংকটাপন্ন। তার দলসহ বিভিন্ন মহল থেকে তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য বিদেশে পাঠানোর দাবি তোলা হয়েছে। এ নিয়ে সরকারের অভিমত কি? এ ব্যাপারে জানানো হয়, তাকে নিয়ম ভেঙে উন্নত চিকিৎসা দেয়া হচ্ছে। বাংলাদেশের সবচেয়ে উন্নতমানের হাসপাতালে সার্বক্ষণিক সেবা দেয়া হচ্ছে। সাধারণত কোনো সাজাপ্রাপ্ত বন্দিকে এ ধরনের সেবা দেয়া হয় না। তাকে বিদেশে পাঠানোর ব্যাপারে সরকারের অবস্থান আগেই জানিয়ে দেয়া হয়েছে। আলোচনার এক পর্যায়ে বলা হয়, যেহেতু বিষয়টি আবারো আলোচনায় এসেছে সেজন্য তিনি এটা ভেবে দেখবেন।

তিন. নোবেলজয়ী প্রফেসর ইউনূসের প্রসঙ্গ নিয়ে বেশ-কিছু সময় আলোচনা হয়। যুক্তরাষ্ট্রের তরফে বলা হয়, তার বিরুদ্ধে এত মামলা-মোকদ্দমা কেন। তাকে কেন নানাভাবে হয়রানি করা হচ্ছে। বিশ্ব নেতারা তার পাশে দাঁড়িয়েছেন। এ ব্যাপারে এখনো তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে। জ্যাক সুলিভান এতে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তখন জানানো হয়, আইনের বাইরে তাকে কিছুই করা হচ্ছে না। নির্যাতন বা হয়রানির প্রশ্ন উঠছে কেন। জ্যাক সুলিভান যুক্তরাষ্ট্র সরকারের অবস্থান ব্যাখ্যা করেন। বলেন, প্রফেসর ইউনূস যাতে খালি খালি দমন-পীড়নের শিকার না হন সেটা নিশ্চিত দেখতে চায় যুক্তরাষ্ট্র।

চার. নম্বর বিষয়টি খুবই স্পর্শকাতর। নানা কারণে আলোচনা অন্যদিকে মোড় নেয়। নাম প্রকাশ না করার শর্তে একটি সূত্র দাবি করেছে, আলোচনার সময় হঠাৎ করেই দরকষাকষি শব্দটি বেশ গুরুত্ব পায়। যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তারা স্পষ্ট করেই বলেন, তাদের পক্ষে এ নিয়ে কিছু করা সম্ভব নয়। আইন তার নিজস্ব গতিতেই চলবে। এখানেই আলোচনা থেমে যায়। বৈঠকে দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলে চীনের উপস্থিতি, জলবায়ু ও রোহিঙ্গা সমস্যা নিয়ে উভয়পক্ষের অবস্থান তুলে ধরা হয়।'

সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারছে না এমটিএ

(প্রথম পাতার পর)

মবিলিটি রিভিউ বোর্ড গত ২ অক্টোবর সোমবার বৈঠকে বসেও সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেনি। এই দিন বোর্ড টোলের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করে।

বোর্ডের সদস্যরাই এটিএকে টোলের হার ও কতটুকু কি ছাড় দেওয়া যায় তা নিয়ে পরামর্শ দেবে। ধারণা করা হচ্ছে- টোলের হার সপ্তাহের কাজের দিনগুলোতে অফপিক ও পিক আওয়ারের হিসাবে ৯ থেকে ২৩ ডলার পর্যন্ত হতে পারে। ২০২৪ সালের এপ্রিলের শেষের দিকে এই টোল কার্যকর করা হতে পারে।

ট্রাফিক মবিলিটি রিভিউ বোর্ড ছয় জন নাগরিক নেতত্বের সমন্বয়ে গঠিত। তারা যে বিষয়গুলো এই সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে বিবেচনায় রাখছেন তা হচ্ছে- ৬০ স্ট্রিটের পর এই বিজনেজ ডিস্ট্রিক্টে ঢুকলে প্রত্যেক চালককে ৪ থেকে ৭ ডলার পর্যন্ত চার্জ করা যেতে পারে। নগরের চারটি টানেল ব্যবহার করে যারা প্রবেশ করবেন তাদের জন্য এই ব্যবস্থা। গ্রীন ট্যাক্সি ক্যাব, ব্যাক কারের ক্ষেত্রে এই চার্জ ১ ডলার থেকে ১.৫ ডলার হতে পারে। অ্যাপভিত্তিক চালকদের ক্ষেত্রে তা ১.৫ থেকে ২ ডলার হবে। গভীর রাতে এই হার অর্ধেকে নেমে আসবে। অথবা রাত ৮ টা থেকে সকাল ১০টা পর্যন্ত ২৫% ডিসকাউন্ট থাকবে। অথবা হতে পারে ভোর ৫টা থেকে ৬টা পর্যন্ত ২৫% ডিসকাউন্ট। আবার প্রথম ১০টি ট্রিপের পর ২৫-৫০% পর্যন্ত ডিসকাউন্ট হতে পাবে। কমিউটার বাস ও সরকারি গাড়িগুলো এর আওতামুক্ত থাকবে।

বোর্ডের চেয়ারম্যান কার্ল ওয়েজব্রড বলেন, প্রত্যেকের জন্য এই টোল যতটা কম করে আনা সম্ভব সেই প্রচেষ্টাই তারা করছেন। আর একই সঙ্গে তারা দেখছেন, টোল ছাড়াও চালকদের জন্য বিকল্প ফ্রি রুট রাখা সম্ভব হয় কি না।

নতুন প্রস্তাব : নিউইয়র্কে অফিসেই বাড়ি ঘর

(প্রথম পাতার পর)

যেমন মিটবে, তেমনি আকাশ ছোঁয়া বাড়িভাড়ার খরচও কমবে। এই আইডিয়া ঠিক কতটা কাজ করবে তা এখনো নিশ্চিত নয়। তবে নিউইয়র্কাররা এতে দ্বিধান্বিত। ধারনাটিতে তিনটি দিক সামনে আনা হয়েছে-

- অফিস স্পেসকে রেসিডেন্সিয়াল ইউনিটে পরিণত করা
- কো-লিভিং কিংবা শেয়ারড লিভিং স্পেস, এবং
- ইনেটিয়র উইনডো ফ্লেক্সিবিলিটি

এতে খরচ বাঁচবে। আর কো-লিভিংয়ের কারণে স্থান সংকুলানও সহজ হবে। তবে প্রথম কাজ হবে অফিস স্পেসগুলোর মধ্যেই রেসিডেন্সিয়াল স্পেস তৈরি করা। অ্যালেক্স মরগ্যান একজন নিউইয়র্কার। তিনি বলছিলেন, তার মনে হয় বিষয়টি অনেকের কাছেই গ্রহণযোগ্য হবে। আর তাছাড়া নিউয়র্কে স্বল্পখরচে বাস করার একটা সুযোগও মিলে যাবে। নিউইয়র্কের অফিস স্পেস হিসেবে ১০৩ মিলিয়ন বর্গফুট রয়েছে যা লিজ বহির্ভূত। ফলে এই খালি পড়ে থাকা অফিস স্পেসই হতে পারে আপাতত গৃহায়ণ সঙ্কটের সমাধান। আর তাছাড়া এক্ষেত্রে যখন বাথরুম, কিচেন শেয়ার করে ব্যবহার করা হবে তখন তা আরও সস্তা হয়ে উঠবে।

জেসমিন ডেলানি নামের এক নিউইয়র্কার বললেন, এমন কোনো প্রস্তাব পেলে তিনি এক বাক্যে রাজি হয়ে যাবেন। কারণ এতে তার ঘরভাড়ার খরচ অর্ধেকে নেমে আসবে। তবে কিছু সীমাবদ্ধতাও রয়েছে। আপনি জানবেন না, কার সাথে আপনাকে থাকতে হচ্ছে, বাড়ি, বাথরুম, কিচেন শেয়ার করতে হচ্ছে। ফলে পরিস্কার রাখা, ব্যবহারউপযোগী করে রাখা এগুলো সমস্যা সৃষ্টি করবে। আর জানালাবিহীন বেডরুম ব্যবহার হয়তো অনেকের জন্যেই স্বস্তির হবে না।

হিমালয়ে বাঁধের ভাঙন, তিস্তায় ধেয়ে আসা বিপদ

॥ মোস্তফা ইউসুফ ॥

সিকিমের সবচেয়ে বড় জলবিদ্যুৎ বাঁধ চুংথাং বাঁধ তলিয়ে গিয়ে যে ধ্বংসযজ্ঞের উদাহরণ তৈরি করেছে, সেটা অপ্রত্যাশিত কিছু নয়। কিন্তু বাংলাদেশের জন্য বিপদের ইঙ্গিত রয়েছে এতে। হিমালয়ের হ্রদ উপচানো বিপুল জলরাশি তিস্তা নদী ধরে বিপুল শক্তিতে বাঁধ ভেঙে-চুরে, জনপদ ডুবিয়ে, সড়ক বিনাশ করে নিচের দিকে নেমে আসছে। এবং নিচের দিকেই রয়েছে বাংলাদেশের তিস্তা নদীবর্তী কুড়িগ্রাম, নীলফামারী, লালমনিরহাট, রংপুর ও গাইবান্ধা। ইতোমধ্যে পানি উন্নয়ন বোর্ড বিজ্ঞপ্তি দিয়ে এই পাঁচটি জেলার তিস্তা তীরবর্তী এলাকা প্লাবিত হওয়ার হুঁশিয়ারি জানিয়েছে। একটা নির্দিষ্ট অঞ্চলের ভৌগোলিক প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য পরিবর্তন করলে পরিণতি কী হতে পারে, সেটা আবারও প্রমাণ করেছে এ ঘটনা। এ ধরনের অপরিণামদর্শী উন্নয়ন প্রকল্পের ধ্বংসযজ্ঞ শুধু একটা নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমারেখায় আটকে থাকে না। ভাটির দেশ হিসেবে বাংলাদেশের তিস্তা অংশে ইতোমধ্যে পানির উচ্চতা বৃদ্ধি শুরু হয়েছে। আগামী কয়েক দিনের মধ্যে একটা প্রলয়ঙ্করী বন্যার আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। প্রয়োজনের সময় পানির ন্যায্য হিস্যা না পাওয়া বাংলাদেশ দীর্ঘদিন ধরে ভারতের অপ্রয়োজনীয় অতিরিক্ত পানির ধকল সয়ে যাচ্ছে বন্যার আকারে।

হিমালয় অঞ্চলকে বলা হয় এশিয়ার সুপেয় পানির 'সেভিংস অ্যাকাউন্ট'; যার ওপর নির্ভর করে আছে এ অঞ্চলের সব প্রধানতম নদী এবং সেগুলোর দু'পাশে বসবাসরত ১০০ কোটি মানুষের জীবন-জীবিকা, সেচ ব্যবস্থা, কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তা। হাজার বছর ধরে হিমালয়ের পানিবাহিত পলি দিয়ে গড়ে উঠেছিল সিন্ধু সভ¨তার ভিত। বৈশ্বিক উষ্ণায়নের কারণে বিশ্বের সবচেয়ে বড় ব-দ্বীপ বাংলাদেশের তলিয়ে যাওয়ার যে আশঙ্কা, সেটা থেকে আমাদের আপাত রক্ষা করে যাচ্ছে ব্রহ্মপুত্র ও গঙ্গা থেকে বয়ে আসা পলিমাটি, যা এ ব-দ্বীপের আয়তন ও উচ্চতা ক্রমে বাড়িয়ে চলেছে। পানি আর পলির বিশাল ভান্ডার এ ব-দ্বীপ শুষ্ক মৌসুমে মরূকরণের শিকার হচ্ছে এবং বর্ষায় ডুবছে উজানের বৃহৎ শক্তিধর দেশগুলোর প্রকৃতিবিনাশী প্রকল্পে।

তিন-চার দশক ধরে জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত ও বৈশ্বিক উষ্ণায়নের প্রভাবে হিমালয়ের হিমবাহ গলছে অস্বাভাবিকভাবে। তবে সবচেয়ে বড় আঘাত এসেছে ভারত, চীন ও পাকিস্তানের উচ্চাভিলাষী জলবিদ্যুৎ প্রকল্প ঘিরে। এমনকি ভারতের সহযোগিতায় ভুটানও তার ওয়াংচু নদীতে ৯০ মিটার উচ্চতার বাঁধ তৈরি কর‡ছ বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য, যেটা তালা প্রজেক্ট নামে পরিচিত। হিমালয় অঞ্চল এখন শত শত বাঁধ নির্মাণের কর্মযজ্ঞে মুখর। বাঁধ নির্মাণের প্রবণতা এতটাই বেড়েছে যে, একে বলা হচ্ছে পৃথিবীর সর্বাধিক বাঁধবিশিষ্ট অঞ্চল।

হিমালয় অঞ্চলে এসব বাঁধ নির্মাণের সময় প্রকৌশলীরা নদীর পানিপ্রবাহের অতীতকে বিবেচনায় নেন এবং



অতীত পানিপ্রবাহের আলোকে একটা নির্দিষ্ট প্রবাহ হিসাবে ধরে পরিকল্পনা করা হয় এসব বৃহৎ বাঁধের। কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে হিমালয় অঞ্চলের যে অস্বাভাবিক খরা ও অতিপ্রবণ বৃষ্টি, সেটাকে বিবেচনায় নেওয়া হয় না। ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর ইন্টিগ্রেটেড মাউনটেইন ডেভেলপমেন্ট বলছে, আগামী সাত থেকে আট দশকের মধ্যে হিমালয় অঞ্চলের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাবে ৩ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। ফলে এ অঞ্চলে বৃষ্টিপাত বেড়ে যাবে। এই বাড়তি বৃষ্টিপাতের ধকল এসব বাঁধ নিতে পারবে না। ফলে ভবিষ্যতের জন্য এক ভয়াবহ দুর্যোগের আশঙ্কা করছে তারা। চুংথাং বাঁধের তলিয়ে যাওয়া সে পূর্বাভাসের প্রায়োগিক উদাহরণ।

ভারতের সাবেক রাষ্ট্রপতি এপিজে আবদুল কালাম একবার বলেছিলেন, ভারতের এক অঞ্চলে পানির প্রাচুর্য, অন্য অঞ্চলে খরা। এ পরিস্থিতি মোকাবিলায় একটা পথ হতে পারে পানিসম্পদে সমৃদ্ধ অঞ্চল থেকে পানিশূন্য অঞ্চলের মধ্যে একটা সংযোগ তৈরি করা। ভারত সে পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে চলেছে। এর মধ্যে ভারতের শিল্পোৎপাদন বেড়েছে। সঙ্গে বেড়েছে তার বিদ্যুতের চাহিদা। সে চাহিদা মেটাতে এখন সিকিম, আসাম, অরুণাচল, হিমাচলের মতো পর্বতসমৃদ্ধ প্রদেশে বাঁধ তৈরির হিড়িক পড়েছে।

ব্রহ্মপুত্র, ইন্দুস আর গঙ্গা–এ তিন নদীর অববাহিকায় বাঁধ তৈরি করে ১ লাখ ১৫ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে চায় ভারত। আন্তঃনদীর জন্য আন্তর্জাতিক আইনের তোয়াক্কা করছে না উজানের কোনো দেশ। ফ্রান্স যখন লেক লেনাসে বাঁধ দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে চাইল, তখন ভাটির দেশ স্পেনের কড়া অবস্থানের কারণে সেটা থেকে তারা সরে আসে। একইভাবে পোল্যান্ড ও ফিনল্যান্ডের আপত্তিতে জার্মানি ও নরওয়ে তাদের বাঁধ নির্মাণের পরিকল্পনা থেকে সরে আসতে বাধ্য হয়েছিল। আমরা কখনও সে ধরনের অবস্থান নিইনি। দুর্বল অবস্থানের কারণে আমরা পানির ন্যায্য হিস্যা আদায় করতে পারিনি।

পুলিৎজার সেন্টারের রিপোর্ট জানাচ্ছে, সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী ইতোমধ্যে আরও ডজনখানেক বাঁধ নির্মাণে সম্মতি দিয়েছেন। হিমালয়ের মতো এমন অনন্য বৈশিষ্ট্যের বাস্তুতন্ত্র এসব বাঁধ নির্মাণে কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হবে–সেটার কোনো ধরনের পরিবেশগত প্রভাবের সমীক্ষা ছাড়াই এগিয়ে যাচ্ছে এসব বাঁধ নির্মাণের কাজ। বৃহৎ করপোরেশনের স্বার্থে তৈরি হওয়া এসব বাঁধের বিরুদ্ধে জেগে উঠছে সিকিমের ক্ষতিগ্রস্তরা। তাদের আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল–ছেঁড়া শার্টের পরিবর্তে তাদের পরিধানে উঠবে দামি স্যুট। অথচ বাঁধ নির্মাণকাজ শুরু হওয়ার পর দেখা গেল, ৯০ শতাংশ শ্রমিক এলো সিকিমের বাইরে থেকে। ঠিক একই ঘটনা দেখি আমরা আমাদের কক্সবাজারের মহেশখালীর মাতারবাড়ীতে, যেখানে জাপান সরকারের সহায়তায় গড়ে তোলা হয়েছে ১২শ মেগাওয়াটের কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র। স্থানীয়দের বলা হয়েছিল, তাদের কাজ মিলবে, জীবনে সমৃদ্ধি আসবে। এ বিদ্যুৎকেন্দ্র ইতোমধ্যে উৎপাদনে চলে আসছে। কিন্তু যাদের জমির ওপর এ বিদ্যুৎকেন্দ্র গড়ে উঠেছে, তাদের জীবন আজ দুর্বিষহ, অনিশ্চয়তায় ভরা। নদী, বন, পর্বতের ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যকে পাল্টে দিলে সেটার আঘাত সরাসরি এসে পড়ে দরিদ্র ভূমিপুত্রদের ওপর। এসব বাঁধ নির্মাণের ফলে বাংলাদেশ যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, একইভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে অরুণাচল, হিমাচল, আসাম ও সিকিমের খেটে খাওয়া মানুষ। এসব ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টা না থাকলে হিমালয় অঞ্চলে যে ধ্বংসযজ্ঞের মহড়া চলছে, সেটা থামানো যাবে না।

লেখক: সাংবাদিক ও পরিবেশ বিষয়ক প্রতিবেদক





যে কারণে হয়নি বিশ্বকাপ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

স্পোর্টস ডেস্ক: ভারতে পর্দা উঠেছে ওয়ানডে বিশ্বকাপের ১৩তম আসরের। তবে বিশ্বকাপ শুরুর আগে থেকে আলোচনায় ছিল ভারত। কয়েকবার সূচি পরিবর্তন, ক্রিকেটার ও গণমাধ্যমকর্মীদের ভিসা জটিলতা। এবং পাকিস্তান দলের ভেন্যু নিয়ে আপত্তি-সব মিলিয়ে বিশ্বকাপ শুরু আগ থেকেই সমালোচনায় ছিল ভারত। এর মাঝে বিশ্বকাপের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান না হওয়ায় আয়োজক বিসিসিআইকে দুষছেন ক্রিকেট সমর্থকরা।

অনেক জাঁকজমক আয়োজনের মধ্যে দিয়ে অন্য আসরগুলোকে ছাড়িয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল বিসিসিআইয়ের। কিন্তু শুরুতেই গলদ। শোনা গিয়েছিল উদ্বোধনীতে বিশ্বকে চমকে দেবে তারা। বলিউডের রথী-মহারথীরা তো থাকবেনই। উপস্থাপন করা হবে ভারতের হাজার বছরের ইতিহাস আর ঐতিহ্যও। কিন্তু কীসের কী! এসবের কিছুই হচ্ছে না। কোনো উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ছাড়াই মাঠে গড়িয়েছে বিশ্বকাপ।

এবারের বিশ্বকাপের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান কেনো হয়নি, সেই প্রশ্ন সকলেরই। বিশ্বকাপের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান নিয়ে আনুষ্ঠানিক কোনো বক্তব্য দেয়নি আইসিসি, আয়োজক দেশ ভারতও।

বিশ্বকাপের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান না হওয়ার পেছনে সম্ভাব্য একাধিক কারণ হয়েছে। যার মধ্যে অন্যতম ধরা হচ্ছে খালিস্তনী নেতার হুমকি। কানাডার নাগরিক ও খালিস্তান আন্দোলনের নেতা শিখ হরদীপ সিং নিজ্জরের হত্যার বদলা নিতে বিশ্বকাপের আসরে হামলার হুমকি দিয়েছে ভারতে নিষিদ্ধ শিখ সম্প্রদায়ের সংগঠন 'শিখস ফর জাস্টিস'-এর নেতা গুরপতবন্ত পান্নুন।

অনেকে মনে করছেন, অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়ানোর জন্য শেষ মুহূর্তে ভারত উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আয়োজনের সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসে। আবার অনেকে মনে করছে, উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আয়োজন শেষে এত অল্প সময়ের মধ্যে খেলার জন্য সবকিছু প্রস্তুত করা কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। যার কারণে বিসিসিআই নিজেদের অনানুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসে।



আফগানদের গুঁড়িয়ে বিশ্বকাপে টাইগারদের শুভ সূচনা

স্পোর্টস ডেস্ক: ক্রিকেট বিশ্বকাপের ১৩তম আসরে শুভ সূচনা করল বাংলাদেশ। নিজেদের প্রথম ম্যাচে আফগানিস্তানকে গুঁড়িয়ে দিল টাইগাররা। শনিবার (৭ অক্টোবর) ভারতের ধর্মশালায় টস হেরে প্রথমে ব্যাটিংয়ে নেমে সাকিব-মিরাজদের স্পিন আর শরিফুল-তাসকিন-মোস্তাফিজদের গতির মুখে পড়ে ৩৭.২ ওভারে ১৫৬ রানেই অলআউট হয় আফগানিস্তান।

টার্গেট তাড়া করতে নেমে ৯২ বল হাতে রেখে ৬ উইকেটের দাপুটে জয় পায় বাংলাদেশ। জয়ের জন্য বাংলাদেশের প্রয়োজন ছিল ৩০০ বলে মাত্র ১৫৭ রান। সহজ টার্গেট তাড়া করতে নেমে ২৭ রানেই দুই ওপোনার তানজিদ হাসান তামিম ও লিটন কুমার দাসের উইকেট হারায় বাংলাদেশ। এরপর দলের হাল ধরেন মেহেদি হাসান মিরাজ ও নাজমুল হোসেন শান্ত। তৃতীয় উইকেটে তারা ১২৯ বলে ৯৭ রানের জুটি গড়েন। এই জুটিতে দলকে জয়ের দুয়ারে নিয়ে যান তারা। জয়ের জন্য শেষ দিকে প্রয়োজন ছিল মাত্র ৩৩ রান। খেলার এমন অবস্থায় উইকেট হারান মিরাজ।

ওয়ান ডাউনে খেলতে নেমে তিনবার লাইফ পেয়ে ৭৩ বল মোকাবেলায় ৫টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৫৭ রান করে ফেরেন মিরাজ। মিরাজ আউট হওয়ার পর ১৯ বলে ১৪ রান করে চতুর্থ ব্যাটসম্যান হিসেবে সাজঘরে ফেরেন সাকিব। বিশ্বসেরা এই অলরাউন্ডার আউট হওয়ার পর ব্যাটিংয়ে নামেন মুশফিকুর রহিম। তিনি নাজমুল হোসেন শান্তর সঙ্গে জুটি গড়ে দলকে জয়ের বন্দরে পৌছে দেন। শনিবার ভারতের ধর্মশালায় টস হেরে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে সাকিব আল হাসানের ঘুর্ণি বলে বিভ্রান্ত হয়ে ৮৩ রানে ২ উইকেট হারায় আফগানিস্তান। ২৪.৩ ওভারে আফগানদের সংগ্রহ ছিল ২ উইকেটে ১১২ রান। এমন ভালো পজিশনে থাকা দলটি বড় স্কোর গড়ার পথেই ছিল। এরপর আফগান শিবিরে একের পর এক আঘাত হানেন মেহেদি হাসান মিরাজ, মোস্তাফিজুর রহমান, সাকিব আল হাসান, শরিফুল ইসলাম, তাসকিন আহমেদরা। তাদের তোপের মুখে পড়ে ৩৭.২ ওভারে ১৫৬ রানেই অলআউট হয় আফগানরা।

এদিন টস জিতে প্রথমে বোলিং করার সিদ্ধান্ত নেন বাংলাদেশ দলের অধিনায়ক সাকিব আল হাসান। প্রথমে ব্যাটিংয়ে নেমে দারুণ শুরু করে আফগানিস্তান। ওপেনিং জুটিতে ৪৭ রান করেন দুই ওপেনার রহমানউল্লাহ গুরবাজ ও ইবরাহিম জাদরা। তাদের এই জুটির বিচ্ছেদ ঘটান সাকিব আল হাসান।

সাকিবের শিকার হয়ে সাজঘরে ফেরার আগে ২২ রান করেন ইবরাহিম জাদরান। এরপর ফের আফগান শিবিরে আঘাত হানেন সাকিব। তার বলে ক্যাচ তুলে দিয়ে ১৮ রানে ফেরেন ওয়ান ডাউনে ব্যাটিংয়ে নামা রহমত শাহ। এরপর আফগান শিবিরে একের পর এক আঘাত হানেন মেহিদ হাসান মিরাজ ও পেসার মোস্তাফিজুর রহমান। অফ স্পিনার মিরাজের বলে তরুণ ব্যাটসম্যান তাওহিদ হৃদয়ের হাতে ক্যাচ তুলে দিয়ে ফেরেন আফগান অধিনায়ক হাশমতউল্লাহ শহিদি। তিনি ৩৮ বলে ১৮ রান করে আউট হন।

ঠিক পরের ওভারে বোলিংয়ে এসে আফগান ওপেনার রহমানউল্লাহ গুরবাজকে ফেরান মোস্তাফিজ। সাজঘরে ফেরার আগে ৬২ বলে চারটি চার আর দুটি ছক্কার সাহায্যে ৪৭ রানে করে ফেরেন গুরবাজ।

সাকিব আল হাসানের তৃতীয় শিকারে পরিনত হন নজিবুল্লাহ জাদরান। তিনি বোল্ড হওয়ার আগে ১৩ বলে ৫ রান করার সুযোগ পান। এরপর নতুন ব্যাটসম্যান মোহাম্মদ নবিকে বোল্ড করে ফেরান পেসার তাসকিন আহমেদ। তার বিদায়ে ২৯.৬ ওভারে ১২৬ রানে ষষ্ঠ উইকেট হারায় আফগানিস্তান।

শেষ দিকে আসা-যাওয়ার মিছিলে অংশ নেন রশিদ খান, আজমতউল্লাহ ওমরজাই, মুজিব-উর রহমান ও নাভিন উল হক। একেরপর এক উইকেট পতনের কারণে ৩৭.২ ওভারে ১৫৬ রানেই ইনিংস গুটায় আফগানরা। বাংলাদেশ দলের হয়ে দুই স্পিনার সাকিব আল হাসান ও মেহেদি হাসান মিরাজ ৩টি করে উইকেট নেন। দুই উইকেট নেন পেসার শরিফুল ইসলাম। একটি করে উইকেট নেন পেসার তাসকিন আহমেদ ও মোস্তাফিজুর রহমান।

কনওয়ে-রাচিনের জোড়া সেঞ্চুরিতে স্রেফ উড়ে গেল ইংল্যান্ড

চ্যাম্পিয়নদের গুঁড়িয়ে দিয়ে বিশ্বকাপ মিশন শুরু নিউজিল্যান্ডের

স্পোর্টস ডেস্ক: ডেভন কনওয়ে ও রাচিন রবিন্দ্রর জোড়া সেঞ্চুরিতে স্রেফ উড়ে গেল ইংল্যান্ড। বিশ্বকাপের গত আসরের ফাইনালে খেলে ইংল্যান্ড-নিউজিল্যান্ড। সেই ম্যাচে কিউইদের হারিয়ে প্রথমবার বিশ্বকাপ জিতে ব্রিটিশরা। বিশ্বকাপের বর্তমান চ্যাম্পিয়নদের গুঁড়িয়ে দিয়ে বিশ্বকাপ মিশন শুরু নিউজিল্যান্ডের। বিশ্বকাপের বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা পাত্তাই পেল না কিউইদের সামনে। ব্যাটে-বলে দারুণ নৈপুণ্যে হেসে খেলে জয় পেয়েছে নিউজিল্যান্ড।



বৃহস্পতিবার (৫ অক্টোবর) ভারতের আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে টস হেরে প্রথমে ব্যাট করে ৯ উইকেট হারিয়ে ২৮২ রান করে ইংল্যান্ড। দলের হয়ে সর্বোচ্চ ৭৭ রান করেন সাবেক অধিনায়ক জো রুট। টার্গেট তাড়া করতে নেমে ১০ রানে প্রথম উইকেট হারায় নিউজিল্যান্ড। এরপর রাচিন রবিন্দ্রকে সঙ্গে নিয়ে দ্বিতীয় উইকেটে ২১১ বলে ২৭৩ রানের অবিচ্ছিন্ন জুটি গড়ে ৮২ বল আগেই দলকে জয়ের বন্দরে পৌঁছে দেন ডেভন কনওয়ে।

নিউজিল্যান্ডের ৯ উইকেটের বিশাল জয়ে ১২১ বলে ১৯টি চার আর ৩টি ছক্কার সাহায্যে ১৫২ রানের অনবদ্য ইনিংস খেলেন ডেভন কনওয়ে। ওয়ানডে ক্রিকেট ক্যারিয়ারে ২৩তম ম্যাচে এটা তার পঞ্চম সেঞ্চুরি। চলতি বছরে এনিয়ে চারটি সেঞ্চুরি করেছেন তিনি। নিউজিল্যান্ডের জয়ে ৯৬ বলে ১১টি চার আর ৫টি ছক্কার সাহায্যে ১২৩ রানের লড়াকু ইনিংস খেলেছেন তরুণ তারকা ব্যাটসম্যান রাচিন রবিন্দ্র। ওয়ানডে ক্যারিয়ারের ১৩তম ম্যাচে মেইডেন সেঞ্চুরি হাঁকিয়েছেন তিনি।

বৃহস্পতিবার (৫ অক্টোবর) ভারতের আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে টস জিতে ইংল্যান্ডকে প্রথমে ব্যাটিংয়ে পাঠায় নিউজিল্যান্ড।

আগে ব্যাট করতে নেমে উদ্বোধনী জুটিতে ৪০ রান জমা করেন ইংলিশ দুই ওপেনার জনি বেয়ারস্টো ও ডেভিড মালান। এরপর নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারাতে থাকে ইংল্যান্ড। ব্যক্তিগত ১৪, ৩৩, ২৫ ও ১১ রান করে সাজঘরে ফিরেন ওপেনার ডেভিড মালান, জনি বেয়ারস্টো, চারে ব্যাটিংয়ে নামা হ্যারি ব্রুক ও পাঁচ নম্বরে খেলতে নামা মঈন আলি।

ব্যাটসম্যানদের এই আসা-যাওয়ার মিছিলে ব্যতিক্রম ছিলেন জো রুট। পঞ্চম উইকেটে অধিনায়ক জস বাটলারকে সঙ্গে নিয়ে ৭২ বলে ৭০ রানের জুটি গড়েন রুট। ৪২ বলে দুই চার আর ২ ছক্কায় ৪৩ রান করে দলীয় ১৮৮ রানে ফেরেন বাটলার। এরপর রুটের সঙ্গে ষষ্ঠ উইকেটে ৩৩ বলে ৩৩ রানের জুটি গড়ে ফেরেন লিয়াম লিভিংস্টোন। দলীয় ২২১ রানে তিনি আউট হন ২০ রান করে।

ওয়ান ডাউনে ব্যাটিংয়ে নেমে সপ্তম ব্যাটসম্যান হিসেবে ফেরেন জো রুট। তার আগে ৮৬ বলে চার বাউন্ডারি আর এক ছক্কার সাহায্যে করেন ৭৭ রান। দলীয় ৪০ রানে ব্যাটিংয়ে নেমে রুট ফেরেন দলীয় ২২৯ রানে। ইনিংসের শেষ দিকে ক্রিস ওকস ১১ আর স্যাম করান ১৪ রান করে ফেরেন। ১৩ বলে ১৫ আর ১৪ বলে ১৩ রান করে অপরাজিত থাকেন আদিল রশিদ ও মার্ক উড। ইংল্যান্ড ইনিংস গুটায় ৫০ ওভারে ৯ উইকেটে ২৮২ রানে।

নিউজিল্যান্ডের হয়ে ১০ ওভারে ৪৮ রানে ৩ উইকেট নেন ম্যাচ হেনরি। দুটি করে উইকেট নেন মিচেল সেন্টনার ও গ্লেন ফিলিপস।

তামিম 'আমরা তোমাকে কখনও ভুলব না'



স্পোর্টস ডেস্ক: ভারত বিশ্বকাপে তামিম ইকবাল না থেকেও আছেন। দেশ সেরা এই ওপেনারকে ছাড়াই ক্রিকেট বিশ্বকাপের ১৩তম আসরের জন্য দল ঘোষণা করে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড। কিন্তু জাতীয় দলের তারকা ওপেনারকে ভুলতে পারছেন না টাইগার সমর্থকরা। শনিবার (৭ অক্টোবর) আফগানিস্তানের বিপক্ষে ভারতের ধর্মশালায় মুখোমুখি বাংলাদেশ। সেই ম্যাচটি দেখার জন্য বাংলাদেশ থেকে অনেক সমর্থক গেছেন ভারতে। গ্যালারিতে উপস্থিত হওয়া সমর্থকরা তামিম ইকবালকে নিয়ে বানানো একটি ব্যানার নিয়ে উপস্থিত হন। সেই ব্যানারে তামিমের ছবির পাশে লেখা আছে- 'তামিম উই উইল নেভার ফরগিভ ইউ' যার অর্থ-তামিম আমরা তোমাকে কখনও ভুলব না।

জাতীয় দলের হয়ে ১৭ বছর সার্ভিস দিয়ে গেছেন তামিম ইকবাল। দল থেকে বাদ পড়ার পর ফেসবুক লাইভে তামিম বলেছিলেন, 'আমাকে সবাই মনে রাখিয়েন। ভুলে যাইয়েন না।' প্রসঙ্গত, তামিম ইকবাল দেশের হয়ে রেকর্ড সর্বোচ্চ ২৫টি সেঞ্চুরির সাহায্যে সবচেয়ে বেশি ১৫ হাজার ২৪৯ রান করেছেন। দেশের অসংখ্য ম্যাচ জয়ে তার অবদান রয়েছে। অথচ বিশ্বের অন্যতম সেরা এই ওপেনারকে রাখা হয়নি এবারের বিশ্বকাপের মতো গুরুত্বপূর্ণ টুর্নামেন্টে।

বিশ্বকাপে এক সেকেন্ড বিজ্ঞাপনের মূল্য কত?



স্পোর্টস ডেস্ক: ক্রিকেট বিশ্বকাপের গত আসরের ফাইনালে খেলে ইংল্যান্ড-নিউজিল্যান্ড। এই দুই দলের মধ্যকার ম্যাচ দিয়েই এবারের আসরের শুরু হয়েছে। বৃহস্পতিবার (৫ অক্টোবর) ভারতের আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে শুরু হয়েছে ক্রিকেট বিশ্বকাপের ১৩তম আসর। টুর্নামেন্টে ১০টি দল ৪৫টি ম্যাচে অংশ নেবে। এবারের বিশ্বকাপে টেলিভিশন দর্শকের সংখ্যা শতকোটির বেশি। বিশ্বখ্যাত ব্র্যান্ডগুলো এ সুযোগটা কাজে লাগাচ্ছে।

বিশ্বকাপের ম্যাচ চলাকালীন বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য প্রতি সেকেন্ডে ৩ লাখ রুপি খরচ করতে হচ্ছে। শুধু কি টেলিভিশন, আধুনিকায়নের যুগে স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্মগুলো খেলা সম্প্রচারের খুব জনপ্রিয় মাধ্যম।

টাইমস অব ইন্ডিয়া জানাচ্ছে, এবারের ক্রিকেট বিশ্বকাপে বৈশ্বিক ব্র্যান্ডগুলো দুই হাজার কোটি রুপির বেশি খরচ করবে তাদের বিজ্ঞাপন প্রচারের উদ্দেশ্যে।

টাইমস অব ইন্ডিয়ার প্রতিবেদন অনুযায়ী এবারের বিশ্বকাপে বিজ্ঞাপনের পেছনে ব্যয় আগেরবারের তুলনায় ৪০ শতাংশ বেশি। বিশ্বকাপে কোকাকোলা, গুগল পে, ইউনিলিভারের মতো প্রতিষ্ঠানগুলো বিজ্ঞাপন দিচ্ছে।



বিশ্বকাপ থেকে ভারত পাবে ২৬ হাজার কোটি

স্পোর্টস ডেস্ক: ক্রিকেট বিশ্বকাপের ১৩তম আসরের আয়োজক দেশ ভারত। ২০১১ সালের পর ভারতে ফের বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। বৃহস্পতিবার (৫ অক্টোবর) ইংল্যান্ড-নিউজিল্যান্ড ম্যাচের মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছে ক্রিকেট বিশ্বকাপের আরও একটি আসর। টুর্নামেন্টে ১০টি দল অংশ নিচ্ছে।

এক বেসরকারি সংস্থার হিসাব অনুযায়ী বিশ্বকাপের এবারের আসরের আয়োজক হিসেবে ভারত পাবে প্রায় ২৬ হাজার কোটি টাকা। অর্থনীতিবিদরা আশা করছেন, টিভি এবং ডিজিটাল মিলিয়ে বিশ্বকাপ থেকে এবার ১০,৫০০ কোটি থেকে ১২ হাজার কোটি টাকা আয় হতে পারে।



৪০ বছরে পা দিলেন মাশরাফি

স্পোর্টস ডেস্ক: বাংলাদেশ ক্রিকেটের সফল অধিনায়ক মাশরাফি বিন মুর্তজার জন্মদিন ছিলো ৬ অক্টোবর। এদিন ৪০ বছরে পা দিলেন তিনি। ১৯৮৩ সালের ৫ অক্টোবর নড়াইল শহরের আদালতপুরে মামার বাড়িতে তার জন্ম। নড়াইলে কৌশিক নামেই বেশি পরিচিত। ছোটবেলা থেকেই দুরন্ত, দুর্বার মাশরাফি স্কুলের পড়ালেখাতেও ছিলেন তুখোড়।

ধীরে ধীরে ক্রিকেটের প্রতি প্রেম বাড়ে। প্রথমে ব্যাটিংয়ে আগ্রহ বেশি থাকলেও কিশোর কৌশিকের বোলিংয়ের গতি ছিল চমৎকার। পাড়া-মহল্লায় দারুণ আলোচিত হন। তার খেলা উপভোগে নড়াইলের মাঠে মাঠে মানুষের আগ্রহ থাকত তুঙ্গে।

এভাবেই নড়াইল জয় করে ঢাকায় আগমন ঘটে কৌশিকের। বয়সভিত্তিক ক্রিকেটের বাধা টপকে বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলে অভিষেক ২০০১ সালে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে। এরপরই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ক্যানভাসে কৌশিক থেকে সবার প্রিয় মাশরাফি বিন মুর্তজা হয়ে উঠা।

সাতবার গুরুতর অস্ত্রোপচার হয়েছে হাঁটুতে। তবু অদম্য ইচ্ছাশক্তি আর আত্মবিশ্বাসের কারণেই মাশরাফি ফিরেছেন বারবার। ২০১৪ সালে বাংলাদেশ ওয়ানডে দলের নেতৃত্ব পাওয়ার পর লাল-সবুজের ইতিহাসে সর্বোচ্চ সাফল্যে এনে দিয়েছেন।

বৃষ্টিতে ম্যাচ ভেসে গেলে কী হবে!

স্পোর্টস ডেস্ক: ২০২৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপে কোনো ম্যাচ বৃষ্টিতে ভেসে গেলে কী হবে? কিংবা কোনো ম্যাচে দুই দলের স্কোর যদি সমান হয়, তখন কী হবে? এ নিয়ে নিয়ম স্পষ্ট করে দিয়েছে আইসিসি। বিশ্বকাপের এরকম তিনটি নিয়ম তুলে ধরা হলো-



রিজার্ভ ডে: এশিয়া কাপে রিজার্ভ ডে নিয়ে অনেক বিতর্ক হয়েছে। বিশ্বকাপেও রিজার্ভ ডে থাকছে। কিন্তু গ্রুপের ৪৫টি ম্যাচের জন্যে কোনো রিজার্ভ ডে রাখা হয়নি। যদি কোনো ম্যাচ বৃষ্টিতে পন্ড হয়, তাহলে দুদলকেই সমান এক পয়েন্ট করে দেওয়া হবে। কিন্তু দুটি সেমিফাইনাল এবং ফাইনালের জন্য রিজার্ভ ডে থাকছে। যে সময়ে বিশ্বকাপ রাখা হয়েছে তাতে বৃষ্টিতে একাধিক ম্যাচ ভেসে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল।

ডাকওয়ার্থ-লুইস নিয়ম: বৃষ্টি কোনো ম্যাচে বিঘ্ন ঘটালে সেখানে এই নিয়ম ব্যবহার করা হবে। তবে দুই দলকেই অন্তত ২০ ওভার করে খেলতে হবে। একটি দল ৫০ ওভার খেলল, অপর দল ১০ ওভার খেলল- এমন পরিস্থিতিতে ম্যাচটি পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হবে এবং দুই দলই একটি করে পয়েন্ট পাবে।

সুপার ওভার: কোনো ম্যাচে দুদলের স্কোর সমান হলে সুপার ওভার হয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও গ্রুপের ৪৫টি ম্যাচে এ নিয়ম কার্যকর হবে না। অর্থাৎ দুই দলের স্কোর সমান হলে দুদলই এক পয়েন্ট করে পাবে। দুটি সেমিফাইনাল এবং ফাইনালে জয়ী নির্ধারণ করতে হলে এই নিয়ম কার্যকর হবে। সুপার ওভারেও স্কোর সমান হলে আবার একটি সুপার ওভার হবে। এভাবে যতক্ষণ না ফল হচ্ছে ততক্ষণ সুপার ওভার চলতে থাকবে।

মিরাজ বাংলাদেশ দলের বড় সম্পদ : মাশরাফি

স্পোর্টস ডেস্ক: 'দারুণ শুরু!' বিশ্বকাপে বাংলাদেশের দুর্দান্ত জয় নিয়ে এ মন্তব্য মাশরাফি বিন মুর্তজার। বল হাতে মাত্র ২৫ রানে ৩ উইকেট, এরপর ব্যাট হাতে ওয়ান ডাউনে নেমে ৫৭ রানের ম্যাচ জেতানো ইনিংস। এর মূল অবদান মেহেদী হাসান মিরাজের।



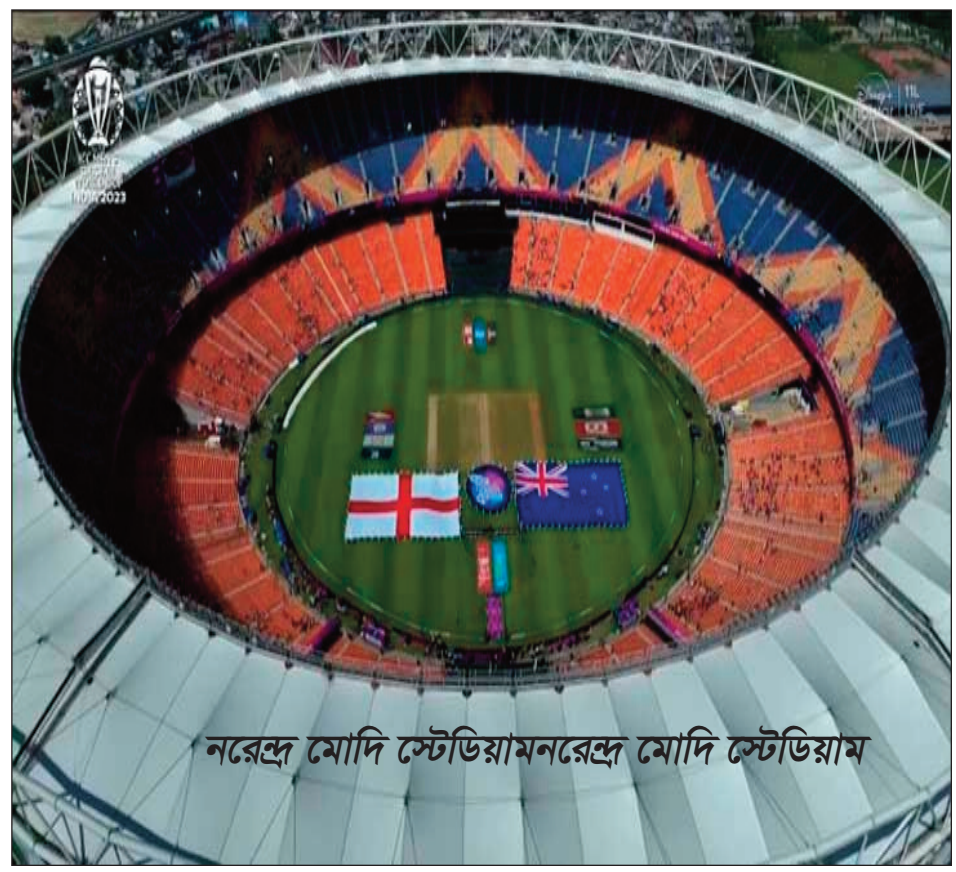
মিরাজ যেন সব্যসাচী! দুই হাতে খেলেন। যখন দলের প্রয়োজন, যেখানে প্রয়োজন, সেখানেই হাজির। যাকে বাংলাদেশ দলের বড় সম্পদ বলছেন বাংলাদেশের সাবেক অধিনায়ক মাশরাফি বিন মুর্তজা। ম্যাচ শেষে মাশরাফি তার ফেসবুক পেজে লিখেছেন- মিরাজ বর্তমানে এই দলের সবচেয়ে বড় সম্পদ। দল তাকে যেভাবে চাচ্ছে, সেভাবেই সে নিজের সেরাটা ঢেলে দিচ্ছে। আবারো বলছি, বাংলাদেশের ফাস্ট বোলিং গ্রুপ এবার আমাদের স্বপ্নের ঘোড়া, তাদের ওপর নির্ভর করছে আমাদের বিশ্বকাপ ভবিষ্যৎ।

শেষ পর্যন্ত দুশ্চিন্তা কেটে গেছে, মাশরাফির তাই রাজ্যের স্বস্তি। আর তাতে মূল কৃতিত্ব দিলেন অধিনায়ক সাকিব আল হাসানকে। তিনি বলেন, জয়ের কোনো বিকল্প ছিল না। আফগানরা শুরুটা করেছিল দুর্দান্ত; কিন্তু সাকিব বারবারই বাংলাদেশকে ম্যাচে ফিরিয়ে এনেছেন। মাঝখানে মিরাজের আঁটসাঁট বোলিংয়ের সঙ্গে পেস বোলারদের কম্বিনেশনে একের পর এক উইকেট নিয়ে বাংলাদেশ খেলা নিজেদের হাতেই রেখেছে। সাকিবের বোলিং রোটেশন থেকে শুরু করে ফিল্ড প্লেসিং, এসবের সঙ্গে নিজের বোলিং প্রমাণ করে সে কতটা প্রো-অ্যাক্টিভ। মাঠের ভেতরে চাপের সময়টাতেই নিজের সেরাটা সবসময় বের করে আনেন তিনি।

মাশরাফি নেতৃত্ব ছাড়ার পর দলটা এই প্রথম বিশ্বকাপে কোনো ম্যাচ খেলল। সেই ম্যাচে পারফরম্যান্স এতটাই দাপুটে ছিল যে, আফগানিস্তান উড়ে গেছে খড়কুটোর মতো! দুই ওপেনার হতাশ করলেও আজ সমালোচনা শুনতে চান না নড়াইল এক্সপ্রেস। তিনি মনে করেন, ব্যাটিংয়ে ওপেনাররা রান করেনি ঠিক, তবে অ্যাপ্রোচ খারাপ ছিল না। এখনই তাদের নিয়ে খুব বেশি আলোচনা করাও ঠিক হবে না। সময় মতো যেদিন দরকার, ঠিক সেদিন জ্বলে উঠলেই চলবে। শান্ত যে এখন অনেক পরিণত ও দারুণ ফর্মে আছে, তার প্রমাণ আজকের ব্যাটিং। সময় নিয়ে ব্যাট করে খেলাটা নিজেদের করে নিয়েছে, যেটা আজকের দিনে বেশি প্রয়োজন ছিল।

আফগান বধ শেষে সামনে বাংলাদেশের ইংলিশ পরীক্ষা। ভেন্যু এই ধর্মশালাই, তবে প্রতিপক্ষ বড়। তবে মাশরাফি যেন সেই ২০০৭ সালের ভারত ম্যাচের আগের দিনের মতো দিলেন ছোট্ট এক হুঙ্কার। ফেসবুক স্ট্যাটাসটার ইতি টেনেছেন এই বলে- 'অভিনন্দন বাংলাদেশ! দেখা হবে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ইংল্যান্ড!'

বিনামূল্যে ৩৩ হাজার টিকিট, তারপরও ফাঁকা মোদি স্টেডিয়াম



নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামনরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়াম

স্পোর্টস ডেস্ক: ক্রিকেট বিশ্বকাপের ১৩তম আসরের উদ্বোধনী ম্যাচে বৃহস্পতিবার (৪ অক্টোবর) ভারতের আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে মুখোমুখি হয় ইংল্যান্ড-নিউজিল্যান্ড। বিশ্বকাপের উদ্বোধনী ম্যাচ দেখার জন্য ৩৩ হাজার নারীকে বিনামূল্যে টিকিট দেওয়া হয়। টিকিট বিনামূল্যে দেওয়ার পরও নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়াটি ফাঁকা থাকে।

এদিন টস হেরে প্রথমে ব্যাট করে ৯ উইকেটে ২৮২ রান করে ইংল্যান্ড। ইংলিশরা ব্যাটিং করার সময় এক লাখ ৩০ হাজার ধারণক্ষমতার স্টেডিয়ামের পুরো অংশই ছিল ফাঁকা। অথচ বিজেপি নেতারা ৩৩ হাজার নারীকে খেলা দেখার জন্য বিনামূল্যে টিকিট দেন। অথচ তাদের অর্ধেকও খেলা দেখতে মাঠে আসেননি। অনলাইনে টিকিট কাটতে গিয়ে সমর্থকদের নাজেহাল হতে হয়েছে। টিকিট বিক্রি শুরু হওয়ার সময়েই ওয়েবসাইটে ঢুকে পড়লেও 'লাইনে' দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়! ইলেকট্রনিক টিকিট গ্রহণযোগ্য হবে না বলে আগেই জানায় ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। ফলে কাগজের টিকিট হাতে পেতেও ঘামঝরাতে হয় সমর্থকদের।

‘ফিরোজ-আলমগীর’ ও ‘ফয়সল-আমজাদ’

(শেষের পাতার পর)

(করে। ফলে পুরো এলাকায় উৎসব মুখর পরিবেশ বিরাজ করছিল। আর এই মনোনয়নপত্র জমাদানের মধ্যে দিয়ে জমে উঠেছে সংগঠনটির নিবাচন। উভয় প্যানেলের সভা-সমাবেশ, প্রচার-প্রচারণা, প্রার্থীদের ছবি সম্বলিত রংবেরং এর পোষ্টার। আগামী ২৯ অক্টোবর রোববার এই নির্বাচনের ভোট গ্রহন অনুষ্ঠিত হবে। খবর ইউএনএ’র।

সন্দ্বীপ সোসাইটির নির্বাচন পরিচালনার জন্য গঠিক ৫ সদস্যের নির্বাচন কমিশনের প্রধান নির্বাচন কমিশনার হচ্ছেন মোস্তাক আহমেদ। কমিশনের অন্যান্য সদস্যরা হলেন যথাক্রমে জাফর ইসলাম, মোহাম্মদ হেলাল, সান-াউল্লাহ মাস্টার ও মোহম্মদ মহসিন। এবার সংগঠনের মোট ভোটার সংখ্যা ৫ হাজার ৩৩৭। উল্লেখ্য, চার বছর পর এই সমিতির নির্বাচন হতে যাচ্ছে।

ফিরোজ-আলমগীর পরিষদের কর্মকর্তারা গত ৩ অক্টোবর মঙ্গলবার রাতে নির্বাচন কমিশনের কাছে মনোনয়নপত্র জমা দানের আগে ব্রুকলীনের রাঁধুনী রেষ্টুরেন্টে পরিষদের পরিচিতি সভার আয়োজন করে। এতে বিপুল সংখ্যক সন্দ্বীপবাসী উপস্থিত ছিলেন। সভাপতি পদপ্রার্থী ও কমিউনিটির পরিচিত মুখ ফিরোজ আহমেদ সভায় বলেন, আমার রক্তের সাথে সমাজ ও কর্ম মিশে আছে। সোসাই-টিসহ অতীত ও বর্তমানের বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনে সম্পৃক্ততার অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে চাই। তিনি বলেন, আমরা এখানে নেতা হতে আসিনি। তিনি সন্দ্বীপবাসীদের উদ্দ্যে বলেন, আপনারা যদি আমাদের ম্যান্ডেট দেন তাহলে আমরা সর্বোচ্চটা দিতে চেষ্টা করবো। সংগঠনের সাবেক কোষাধ্যক্ষ এবং সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী আলমগীর হোসেন বলেন, সন্দ্বীপ সোসাইটিকে আপনাদের মাঝে ফিরিয়ে দেয়ার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছি। আপনাদের দোয়া ও সর্মথন পেলে পুর্ন প্যানেলে জয়ী হবো ইনশাল্লাহ।

অপরদিকে একই দিন সন্ধ্যায় ‘ফয়সল-আমজাদ’ প্যানেল ব্রুকলীনস্থ নির্বাচনী কার্যালয়ের সামনে সমাবেশ করে। এতেও বিপুল সংখ্যক প্রবাসী সন্দ্বীপবাসী অংশ নেন। নির্বাচন কমিশনের কাছে মনোনয়ন পত্র জমা দেবার পর তারা চার্চ-ম্যাকডোনাল্ড এলাকায় মিছির বের করে। নির্বাচন প্রসঙ্গে সভাপতি পদপ্রার্থী এবং সংগঠনের সাবেক সভাপতি এমলাক হোসেন ফয়সাল সাংবাদিকদের বলেন, আমাদের কেউ প্রতিপক্ষ নয়। প্রতিযোগী প্যানেলের প্রার্থীদের শত্রু মনে করি না। আমরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করতে চাই। কারও প্রতি কোন অভিযোগ নেই।







বলেন, জয়ের ব্যাপারে আমরা আশাবাদী। সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী আমজাদ হোসেন বলেন, বিগত ছয় বছর আপনাদের সেবায় নিয়োজিত আছি আমরা যা করি সরাসরি করি আমাদের কাজের মধ্যে কোন লৌকিকতা নেই, আমার বাড়ী গাড়িকে আমি সম্পদ মনে করি না, আপনাদের ভালবাসা আমার সম্পদ আর এই সম্পদ-কে পুঁজি করে আমি আমার ভবিষ্যৎ গড়তে চাই ইনশা আল্লাহ। আপনারা যদি আমার পাশে থাকেন তাহলে সন্দ্বীপ সোসাইটি এখন যে গতিতে চলছে তার চেয়ে ভাল গতিতে আমরা চালানোর চেষ্টা করব ইনশা আল্লাহ।

‘ফিরোজ-আলমগীর’ প্যানেলের প্রার্থীরা হলেন: সভাপতি- ফিরোজ আহমেদ, সিনিয়র সহ সভাপতি- মনজুর কাদের (সোহাগ), সহ সভাপতি- আব্দুল মান্নান, আলমগীর হোসাইন ও আব্দুস সালাম লাবু, সাধারণ সম্পাদক- মোহাম্মদ হোসাইন আলমগীর, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক- ইঞ্জিনিয়ার নাসির উদ্দিন, সাংগঠনিক সম্পাদক- মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন, সহ সাংগঠনিক সম্পাদক- আলাউদ্দিন ফারুক, কোষাধ্যক্ষ- মোহাম্মদ আনোয়ারুল ইসলাম, সহ কোষাধ্যক্ষ- মুহাম্মদ সোহেল, সমাজ কল্যাণ ও বিনোদন সম্পাদক- নাজিম উদ্দিন সুজন, শিক্ষা ও সাহিত্য সম্পাদক- ফরহাদ হোসেন, ক্রীড়া ও স্বাস্থ্য সম্পাদক- নাজিম উদ্দিন, প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থান সম্পাদক- মুহাম্মদ আরিফ, প্রচার সম্পাদক- ইমরুল হাসান আরফান, দপ্তর সম্পাদক- আজমীর হোসাইন, মূলধারা ও আইন বিষয়ক সম্পাদক- মোহাম্মদ আরিফুজ্জামান এবং তথ্য ও প্রযুক্তি সম্পাদক- রেহান উদ্দিন সোহেল।

‘ফয়সল-আমজাদ’ প্যানেলের প্রার্থীরা হলেন: সভাপতি- এমলাক হোসেন ফয়সল, সিনিয়র সহ সভাপতি- ম. ইসলাম সাহাব উদ্দীন, সহ সভাপতি- ফসিউল আলম, মেজবাহ উদ্দীন মনির ও মোহাম্মদ রেদাউসুল হক (ডা. পারভেজ), সাধারণ সম্পাদক- মোহাম্মদ আমজাদ হোসাইন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক- মোহাম্মদ হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক- মোহাম্মদ কাউসার সর্দার, সহ সাংগঠনিক সম্পাদক- সাফায়েত হোসেন, কোষাধ্যক্ষ- রিদওয়ানুল বারী, সহ কোষাধ্যক্ষ- দেলোয়ার হোসাইন মাকসুদ, সমাজ কল্যাণ ও বিনোদন সম্পাদক- পাশা মওলা, শিক্ষা ও সাহিত্য সম্পাদক- মোহাম্মদ জামসেদ উদ্দীন, ক্রীড়া ও স্বাস্থ্য সম্পাদক- মনির উদ্দিন, প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থান সম্পাদক- মেরাজুল আমিন (ইব্রাহীম), প্রচার সম্পাদক- মোহাম্মদ এ আজাদ সেলিম), দপ্তর সম্পাদক- মোহাম্মদ আব্দুল করিম (ভুট্টে), মূলধারা ও আইন বিষয়ক সম্পাদক- মাঈন উদ্দিন দিদার এবং তথ্য ও প্রযুক্তি সম্পাদক- কাজী আলতাফ হোসাইন ফয়সাল।

সব কিছু বন্ধ, তারপর-!

(শেষের পাতার পর)

তা বেশ বোঝা যায়, কারন পরেরবারও একই ভঙ্গিতে একই কথা বলেন। পড়লে অন্তত: এটিচুডেও বোঝা যেতো। বস্তুত দেশে বিদেশে মিডিয়ায়, সব আলোচনায় এই একটা কথাই বেশ দৃঢ়তার সাথে বলে থাকেন তিনি। আসলে আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে ২০১৪ ও ২০১৮তে কি নির্বাচন হয়েছে সারা দুনিয়ার মানুষ জানে। ধরে নেয়া যায় প্রধানমন্ত্রী মহোদয়া নিজেও জানেন। তারপরও একই কথা বারবার বলায় সন্দেহ জাগা স্বাভাবিক তাহ লে কি আস লেই জা নেন না! বা উনাকে কখনও প্রকৃত সত্য জানতে দেওয়া হয়! উনি যখন কথাগুলো বলেন বেশ আত্মবিশ্বাস এবং দৃঢ়তার সাথেই বলেন। বলার ভঙ্গিতেও মনে হবে না অসত্য বলছেন।

সরকার বা রাষ্ট্রপ্রধানদের সাধারনত: ইনফরমেশন পাবার একমাত্র নির্ভরযোগ্য সোর্স হচ্ছে বিভিন্ন এজেন্সি বা গোয়েন্দা রিপোর্ট। তাদেরকে এসবই বিশ্বাস করতে হয় এবং এইসব রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করেই কর্মপরিকল্পনা সাজান। এ ছাড়াও আনঅফিশিয়াল বা ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সূত্রে খবরাখবর পেতে পারেন। এখানেও শতভাগ সত্য বা নির্ভূল তথ্য পাওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ, কারন গোয়েন্দা রিপোর্টের মতই আত্মীয় পরিজন বন্ধুবান্ধবরা বিরাগভাজন হবার ভয়ে প্রকৃত খবর পৌঁছাতে আগ্রহী হন না। দল আর সরকারের তেলবাজদের কথা তো বাদই দিলাম। এজেন্সির রিপোর্টেও সাধারনত: সেই কথাগুলোই থাকে যা জানলে মালিক খুশী থাকবেন। এটা শুধু বাংলাদেশের ক্ষেত্রে না, একনায়কতান্ত্রিক সব দেশেই এক অবস্থা। নিয়োগদাতা অখুশী হবেন রাগ করবেন বা মনোবল হারিয়ে ফেলবেন এমন কোন তথ্য কোন সোর্স থেকেই পৌঁছানো হয় না। যদি এমনটা হয়ে থাকে তাহলে ঠিক আছে। প্রধানমন্ত্রীকে জানানো হয়েছে ১৪ ১৮তে সুন্দর সুষ্ঠু ভোট হয়েছে, মানুষ সব দলে দলে গিয়ে আওয়ামী লীগকে ভোট দিয়ে এসেছে বা তিনি জনগনের ভোটে নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী। এবং তিনি এসব বিশ্বাষ করেছেন। নইলে একজন দায়িত্বশীল মানুষ জেনেশুনে ক্রমাগত একই কথা বলে যাবেন এটা কোন স্বাভাবিক বোধে বলে না। কাউকে ডোবানোর জন্য এ সমস্ত রিপোর্ট কি ভুমিকা রেখে থাকে সে কথা আর না ই উ ল্লেখ করলাম।

এটা গেল এক দিক। এ ছাড়াও স্বভাবসূলভ ভঙ্গিতে তিনি অনেক কথা বলে থাকেন যা নিয়ে প্রচুর ট্রল হয় এবং বলাই বাহল্য এসবে তার ভাবমূর্তি উজ্জল হয় না। কাউকে পদ্মা ব্রিজ থেকে টুশ করে বুড়িগঙ্গায় ফেলে দেওয়া বা চুবিয়ে আনা থেকে শুরু করে হালে বেগম জিয়ার জীবন-মৃত্যু নিয়ে অমানবিক মন্তব্য প্রচুর সমালোচনার জন্ম দিয়েছে। এতে তিনি হেয় হয়েছেন। এখন প্রধানমন্ত্রীর কোন বক্তৃতা ভাষন বা প্রেস কনফারেন্সের খবর পেলেই সাধারন মানুষ তো বটেই মি-ডিয়াও ওৎ পেতে থাকে কোন বেফাঁস মন্তব্যের জন্য!

এই রকম আর একটি মন্তব্য করে প্রধানমন্ত্রী মহোদয়া আবার ব্যপক সমালোচনার জন্ম দিয়েছেন। ‘আমাকে বেশী কথা বললে সব বন্ধ করে দিয়ে বসে থাকবো। ইলেকশনের পরে, যদি ক্ষমতায় আসতে পারি, আবার করবো। তারপর দেখি কে সাহস পায় ... নিতে ক্ষমতা’। আমি ভিডিওটা দেখেছি। মনে হয়েছে কথাচ্ছলেই বলেছেন। কিন্তু একজন সরকার প্রধানের মুখ থেকে এ ধরনের কথাকে গুরুত্বহীন বা ফালতু বলে উড়িয়ে দেয়া যায় না। তিনি কথাচ্ছলেও এমন বলতে পারেন না। তার এই কথা ইতিমধ্যেই মানুষের মধ্যে উদ্বেগ উৎকণ্ঠার সঞ্চার করেছে। উনাকে তো হরহামশোই ‘বেশী কথা’ বলা হচ্ছে। বিরোধী দলগুলো কালবিলম্ব না করে পদত্যাগ করতে বলছে। এর চাইতে বেশী কথা আর কি হতে পারে। এখন তিনি কি গ্যাস বিদ্যুৎ পানি বাস ট্রেন বন্ধ করে দেবেন! পদ্মা ব্রীজের গেট আটকে দেবেন! মেট্রোরেল ফ্লাইওভার থার্ড টার্মিনাল! সোস্যাল মিডিয়ায় দেখলাম অনেকেই আতংকিত, বন্ধ করে দিতেও পারেন! কারন নিজেই বলেছেন মাঝেমাঝে লোডশেডিং করার হুকুম তিনিই দিয়েছিলেন! কি সাংঘাতিক কথা! রাষ্ট্রের দায়িত্বশীল অবস্থানে থেকে এমন কথা মানায়! এ তো একধরনের হুমকি। কার উদ্দেশ্যে! বিরোধী দল, আমেরিকা না জনগন! এখন তো কোন কারনে পানি বিদ্যুৎ গ্যাস চলে গেলেই মনে হবে প্রধানমন্ত্রীই কি বন্ধ করে দিলেন!

সামনে বিরোধী দলের এক দফার আন্দোলনের লাগাতার কর্মসূচী। চারিদিক নানা গুঞ্জন ফিসফাস। এমন অবস্থায় সব কিছু বন্ধ করে দেয়ার আভাষ বা হুমকি পরিস্থিতিকে কোন দিকে ঠেলে দেবে! জীবনযাত্রার ব্যয় দূর্নীতি দু:শাষনে মানুষের জীবন অতীষ্ঠ। আগুনে ঘি ঢালার পরিস্থিতি সৃস্টির হুমকী কি কোন দায়িত্বপূর্ণ কথা হতে পারে!

সবচেয়ে বড় কথা সবকিছু বন্ধ করে দিলে মানুষ যাবে কোথায়!

নিউইয়র্ক সাবওয়েতে বন্দুক হামলাকারীর যাবজ্জীবন কারাদন্ড

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: নিউইয়র্ক সিটি সাবওয়েতে গুলি চালিয়ে ১০ জনকে আহত করার দায়ে এক ব্যক্তিকে যাবজ্জীবন কারাদন্ড দিয়েছে নিউইয়র্কের একটি আদালত। ফ্রাঙ্ক জেমস (৬৪) নামের ওই ব্যক্তি ২০২২ সালের ১২ এপ্রিল এই হামলা চালান। ম্যানহাটানগামী একটি ট্রেনে হামলাটি চালানোর পর পুলিশ তার বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী তৎপরতার অভিযোগ এনে মামলা দায়ের করে। প্রায় দেড় বছর মামলা চলার পর গত ৪ অক্টোবর বৃহস্পতিবার আদালত রায় ঘোষণা করে। বিচারে তার বিরুদ্ধে ১০টি অপরাধ প্রমাণিত হয় এবং আদালত তাকে ১০ বছরের কারাদন্ড দেন। আদালতে এই হামলায় আহতদের মধ্যে তিন জন তাদের সাক্ষ্য দেন। ফ্র্যাঙ্ক জেমস নিজেও আদালতে তার দোষ স্বীকার করে নেন। শুনানিতে রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবিরা বলেন, জেমস অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে সর্বোচ্চ ক্ষতি সাধনের লক্ষেই এই গুলি চালিয়েছিলেন। সাক্ষ্যদের একজন বলেন, কিছু বুঝে ওঠার আগেই আমাদের ওপর এই হামলা চালানো হয়। হামলার শিকার অপর ব্যক্তি আদালতকে বলেন, ওই হামলার পর তিনি মানসিকভাবে বিপর্যস্ত রয়েছেন। ঘটনার সময় এমটিএ’তে কর্মরত ছিলেন এই ব্যক্তি। তিনি বলেন, এরপর থেকে ভয়ে তিনি আর মেট্রোতে ওঠেন না। নিজের চলাচলের জন্য ই-বাইক কিনে নিয়েছেন।

নির্মাণ শ্রমিকের ছদ্মবেশে ফ্র্যাঙ্ক জেমস সেদিন ট্রেনে ওঠেন এবং ট্রেনটি যখন একটি স্টেশন ছেড়ে যায় তখনই এই হামলা চালান। উদ্দেশ্য ছিলো কেউ যেনো পালাতে না পারে।প্রথমেই তিনি কয়েকটি স্মোক বোমা ছুঁড়েন। এরপর হ্যান্ডগান বের করে গুলি করতে থাকেন। এতে আহত হন ১০ জন। যাদের বয়স ছিলো ১৬ থেকে ৬০ পর্যন্ত। পরের স্টেশনে ট্রেন থামলে হামলাকারী পালিয়ে যায়। উদ্ধারকারীরা আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নেন। পুলিশ একদিন তল্লাশি চালিয়ে ম্যানহাটনের ইস্ট ভিলেজ থেকে জেমসকে আটক করতে সক্ষম হয়।

ইউএস ডিস্ট্রিক্ট জাজ উইলিয়াম কার্টসকে ব্রুকলীনের প্রসিকিউটররা লিখেছেন, হামলাকারী ৩২ বার গুলি চালিয়েছে। এতে যে কারো মৃত্যু হতে পারতো। ভাগ্যক্রমেই আহত ১০ জন বেঁচে গেছেন।

আরও ১০০০ গাঁজার লাইসেন্স দেবে নিউইয়র্ক!

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: আরো গাঁজার লাইসেন্স দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে নিউইয়র্ক। স্টেট কর্তৃপক্ষ অগ্রহীদের আবেদন করার জন্য বলেছে। স্টেট জুড়ে বৈধ গাঁজার মার্কেট বাড়ানোই এর উদ্দেশ্য। গাঁজা ব্যবস্থাপনা দফতর জানিয়েছে ১০০০টি নতুন লাইসেন্স ইস্যু করার পরিকল্পনা রয়েছে তাদের। এই লাইসেন্স নিয়ে গাঁজা চাষ ও খুচরা বিক্রি করার সুযোগ থাকবে। যারা গাঁজা প্রক্রিয়াজাত করতে চান তারাও এই লাইসেন্সের আওতায় করতে পারবেন।

২০২১ সালের ফেব্রুয়ারীতে প্রথম সীমিত আকারে এই লাইসেন্স দেওয়া শুরু হয়। বিশেষ করে তারাই এই সুযোগ পান যারা এক সময় নিষিদ্ধ মারিজুয়ানা বিক্রি কিংবা ব্যবসার জন্য দোষী সাব্যস্ত হয়ে জেল খেটেছেন। গভর্নর ক্যাথি হোকুল বলেন, এই অবৈধ উদ্ভিদ বিক্রি বন্ধ করা মুশকিল তবে কালোবাজারে এর বিক্রি বন্ধে তিনি বদ্ধপরিকর। তিনি বলেন, কর্তৃপক্ষগুলো এ পর্যন্ত ৮,৫০০ পাউন্ড গাঁজা পণ্য জব্দ করেছে, যার মূল্য ৪২ মিলিয়ন ডলারের বেশি।

তবে এই লাইসেন্সের ব্যাপারে সমবণ্টনের ওপর জোর দিচ্ছে স্টেট কর্তৃপক্ষ। তারা চাইছে সামাজিক অর্থনৈতিক সমতা কর্মসূচির আওতায় আবেদনকারীদের জন্যই বরাদ্দ থাকবে ৫০% লাইসেন্স। গরিব চাষী, সার্ভিস-ডিজ্যাবলড ভেটেরান-ওনড বিজনেস, মাইনরিটি ওনড বিজনেস, উইমেন ওনড বিজনেজ ক্যাটেগরিতে আবেদনকারীরা অগ্রাধিকার পাবেন। আর দুই মাস ধরে আবেদন নেওয়া হবে যা শেষ হবে আগামী ৪ ডিসেম্বর বিকেল ৫টায়।

বাংলা পত্রিকা
পড়ুন, লিখুন
এবং
বিজ্ঞপিন দিন।
ফোনঃ
৭১৮-৪৮২-৯৯২৩

প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই আসুন



STAR Photography

শহরের সেরা ফটোগ্রাফার এবং ভিডিওগ্রাফার

হাই ডেফিনেশন কোয়ালিটি
কম দাম, দ্রুত ডেলিভারী
বিয়ে, জন্মদিন, বিজনেস পার্টি
কালচারাল প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠান

Please contact for all
Your Professional
Photography Like events
News Conference
Wedding Reception & Modelling

NEHER SIDDIQUEE
917-476-6628, 718-371-8334
www.neherphotography.weebly.com

বাফেলোর বাংলাদেশী কমিউনিটি সহ অন্যান্য খবর জানতে
বাফেলোর প্রথম এবং একমাত্র বাংলা সংবাদপত্র
বাফেলো বাংলা
পড়ুন
www.buffalobangla.com

হোমিও চিকিৎসা



এস.কে.শর্মা

D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA)
Homeopathic Specialist

আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন।
আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রষ্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *গ্র্যাষ্টিক *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।

শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, Autism, Autistic, শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)

আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা

আমরা আমেরিকার যে কোন স্টেটে ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।

স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্বতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।

Homeopathy & Herbal
72-08 Broadway, Jackson Heights, NY 11372
Cell: 917-285-4804
BUSINESS HOURS: MONDAY-SATURDAY 11:30AM-8PM, SUNDAY CLOSED

পার্কচেস্টারে
অভিজ্ঞ বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

এখানে বাংলাদেশী মহিলা গাইনোকলজিষ্ট, কার্ডিওলোজী, গ্যাস্ট্রো এন্ট্রোলজী, ফিজিক্যাল থেরাপী, পেইন ম্যানেজমেন্ট সহ সব ধরনের চিকিৎসা সুবিধা রয়েছে

ডা. আতাউল চৌধুরী (তুষার) এম.ডি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ (বোর্ড সার্টিফাইড)

ডা. মঞ্জিলা রহমান
গাইনোকলজিষ্ট



TEL: 917-634-9600
917-634-9601
FAX: 888-776-0872

We Provide EKG, Echocardiogram, TLC Exam, Different blood test and much more

1268 White Plains Road, Bronx, NY 10602
E-mail: nyccommunitymedicalcare@gmail.com
Web: www.nyccommunitymedicalcare.com
372 East 204th Street, Bronx, NY 10467

ALL YOUR NEED REAL ESTATE BUYING & SELLING.



Tusher Bhuiyan
Licensed Real Estate Agent

▼ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে সব রকমের সহযোগিতা করে থাকি!
▼ অল্প ডাউন পেমেন্টে আপনিও বাড়ীর মালিক হতে পারেন!

Century 21
Tri-Boro Terrace Realty
31-08, Astoria Boulevard,
Astoria, New York, NY 11102
Business: (718) 721-2700, Ext. 19
Fax: (718) 721-7033
Cellular: (646) 732-9150
E-Mail: tusherb@aol.com

Each Office is Independently Owned and Operate

ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE

Free Diabetic machine
সীমিত সময়ের জন্য 15% Off
Vitamins, Nutrition & Homeopathic

একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ◆ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ◆ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ◆ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।
আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।
আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।

ASTORIA PHARMACY
30-14 30th Ave. Astoria, NY 11102
Ph: 718-278-3772
e-mail: rph@astoriapharmacy.com
www.astoriapharmacy.com

JACKSON HEIGHTS PHARMACY
71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-779-1444
e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com
www.jacksonheightspharmacy.com

LONG ISLAND CITY CHEMISTS
30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106
Ph: 718-392-8049
e-mail: licchem@yahoo.com
www.drugcabinet.com

OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm



সোনালী এক্সচেঞ্জের সিনিয়র স্টাফ মফিজ সারওয়ারের

(শেষের পাতার পর)

ইন্তেকাল করেছেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন)। তার বয়স হয়েছিল ৭২ বছর। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী এবং ২ সন্তান রেখে যান। ব্যক্তিগত জীবনে অত্যন্ত বিনয়ী এবং মৃদুভাষী জাকির ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাকে প্রাণ হারিয়েছেন বলে জানা গেছে। খবর ইউএনএ'র।

জানা যায়, মরহুম মফিজ সারওয়ার জাকির ১৯৯৯ সালের দিকে সোনালী এক্সচেঞ্জে যোগ দেন এবং তার কর্মজীবনে তিনি এক্সচেঞ্জের প্রায় সবগুলো শাখায় দায়িত্ব পালন করেছেন। অমায়িক ব্যবহারের অধিকারী ও বিনয়ী স্বভাবের মানুষ জাকির সারওয়ার কাজে যোগদানের অল্পদিনের মধ্যেই দক্ষতার পরিচয় দেন। তার মৃত্যুতে সোনালী এক্সচেঞ্জে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। রোববার (৮ অক্টোবর) সন্ধ্যায় বাদ মাগরিব জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারে মরহুমের নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয়।

লড়ছেন 'মান্নান-জুয়েল' ও 'মিছবাহ-অপু' প্যানেল

(শেষের পাতার পর)

আগামী ২২ অক্টোবর রোববার এই সংগঠনের নির্বাচন। নির্বাচনী তফসিল মোতাবেক এদিন সকাল ৯টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত একনাগারে ভোট গ্রহন অনুষ্ঠিত হবে। বর্তমানে এর সদস্য সংখ্যা প্রায় সাড়ে ৭ হাজার। এবারের নির্বাচনে দুটি প্যানেল 'মান্নান-অপু' ও 'মিসবাহ-অপু' সরাসরি নির্বাচন করছে। 'মান্নান-অপু' প্যানেলে নেতৃত্ব দিচ্ছেন বর্তমান সভাপতি আব্দুল মান্নান ও জসিম উদ্দীন জুয়েল। অপরদিকে 'মিছবাহ-অপু' প্যানেলে নেতৃত্ব দিচ্ছেন সংগঠনের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মিছবাহ আহমেদ ও রেজাউল আলম অপু। উল্লেখ্য গত নির্বাচনে 'মিছবাহ-অপু' প্যানেল। পরাজিত হলেও এবার পুনরায় প্রার্থী হয়েছেন। খবর ইউএনএ'র।

জানা গেছে, কমিউনিটির শক্তিশালী সামাজিক সংগঠন হিসেবে অতীতের মতো এবারের নির্বাচনও জমে উঠেছে। সংশ্লিস্টদের ধারণ গতবারের তুলনায় এবার হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হবে। দুটি প্যানেলই শক্তিশালী। বলা হচ্ছে 'মান্নান-জুয়েল' প্যানেলের প্রার্থীরা অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ। বর্তমান সভাপতি আব্দুল মান্নান এই প্যানেলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। সমিতিকে আরো এগিয়ে যাওয়াই এই প্যানেলের লক্ষ্য।

অপরদিকে এই প্যানেলের সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী জুয়েল ইয়ং, কমিউনিটির পরিচিত মুখ এবং বিভিন্ন সামাজিক কর্মকান্ডের সাথে জড়িত। পাশাপাশি 'মিসবাহ-অপু' প্যানেলের প্রার্থীরা অধিকাংশ নতুন মুখ নিয়ে প্যানেল দিলেও এই প্যানেলের দাবী যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বিয়ানীবাজার উপজেলার পৌরসভা সহ ১০টি ইউনিয়নের সমাজ কর্মে পরীক্ষিত প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত তাদের প্যানেল। সভাপতি পদপ্রার্থী মিসবাহ আহমেদের কমিউনিটিতে ব্যাপক পরিচিতি রয়েছে। তিনি একটি রাজনৈতিক দলের সিনিয়র নেতা এবং সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। বিয়ানীবাজারবাসীদের প্রত্যাশা পূরণ করাই তাদের মূল লক্ষ্য।

'মান্নান-জুয়েল' প্যানেলে অন্যান্য প্রার্থীরা হলেন: সহ সভাপতি- নিজাম উদ্দীন, সহ সাধারণ সম্পাদক- রাজু আহমদ, কোষাধ্যক্ষ- আব্দুল হান্নান দুখু, সাংগঠনিক সম্পাদক- আবু তৈয়ব তালহা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক- অনিক রাজ, দফতর সম্পাদক- আব্দুল হামিদ, প্রচার সম্পাদক- সামশুল ইসলাম, ক্রিড়া সম্পাদক- কিবরিয়া আহমেদ শাহিদ, সমাজ কল্যাণ সম্পাদক- মোহাম্মদ এফ এইচ সোনার বলাই, ও মহিলা সম্পাদিকা- ফাতেমা শীলা। কার্যকরী সদস্য পদের প্রার্থীরা হলেন: ফকরুল হক, নুর উদ্দীন, বদরুল উদ্দীন, হোসেন আহমদ, সামাদ আহমেদ,আব্দুস খান ও আবু জাফর।

'মিছবাহ-অপু' প্যানেলের অন্য প্রার্থীরা হলেন: সহ সভাপতি- মুহিবুর রহমান রুহুল, সহ সাধারণ সম্পাদক- আব্দুল ফাত্তাহ, কোষাধ্যক্ষ- মোহাম্মদ আবু হামিদ, সাংগঠনিক সম্পাদক- মাহমুদুল কবির রুবেল, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক- ছিদ্দিক আহমদ, দফতর সম্পাদক- শামসুল আলম শিপলু, প্রচার সম্পাদক- আবু রাসেল, ক্রিড়া সম্পাদক- জামিল আহমদ, সমাজ কল্যান সম্পাদক- ফয়েজ আহমদ ও মহিলা বিষয়ক সম্পাদিকা- হাফসা ফেরদৌস হেলেন। কাযকরী সদস্য পদের প্রার্থীরা হলেন: মাহবুব উদ্দীন আলম, মোহাম্মদ আমিন উদ্দীন, ইকবাল হোসেন, রেজোয়ান আহমদ, মাসুদুর রহমান, শরীফ আহমদ ও ফরহাদ হোসাইন।

আরো উল্লেখ্য, নিউইয়র্কের বাংলাদেশী কমিউনিটির নেতৃত্বে বিয়ানীবাজারবাসীদের বিশেষ অবস্থান রয়েছে। সংশ্লিস্টদের মতে নিউইয়র্ক, নিউজার্সী ও মিশিগার রাজ্যেই ২০ হাজারের বেশি বিয়ানীবাজারবাসী বাস করেন। এই সংগঠনের নির্বাচিত কর্মকর্তারা বিভিন্ন সময়ে যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বাংলাদেশীদের আমব্রেলা সংগঠন হিসেবে পরিচিত 'বাংলাদেশ সোসাইটি' আর বৃহত্তর সিলেটবাসীদেও সর্ববৃহৎ সামাজিক সংগঠন জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা'র নেতৃত্ব দিয়েছেন। তাদের মধ্যে মরহুম কামাল আহমেদ ছাড়াও উল্লেখযোগ্যরা হলেন আজমল হোসেন কুনু, বদরুল হোসেন খান, বুরহান উদ্দীন কফিল, বদরুন্নাহার খান মিতা, আজিমুদ্দিন বুরহান প্রমুখ।

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
Popular Tax Services
পপুলার ইনকাম ট্যাক্স সার্ভিসেস
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
Call/Text (347)-666-7862 & Call (718)-426-9453
Email: popultaxservices@gmail.com
Personal Income Tax Preparation for all industries:
■ All types of W2 & 1099 Income Tax Filing
■ Specialization in Uber Lyft & Rideshare Driver Tax Filing
■ Homeowners & Stock Market Trader Tax Filing
We provide Remote Personal Income Tax Filing
সঠিক, দ্রুত, সুনিপুন এবং
আইন সম্মত সার্ভিসে আমরা বিশ্বাসী
tax refund
কম খরচে সততা ও বিশ্বস্ততা সহিত ট্যাক্স
ফাইলিং এর জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
Nahian Howladar Emon
BBA IO Psychology Baruch College
New York State Tax Preparer
(347)-666-7862
(718)-426-9453
পপুলার ড্রাইভিং স্কুল
www.populardrivingschoolny.com
Fully Insured & Licensed by NYS (DMV)
OPEN 7 DAYS
Road Lesson Local & Highway
5 Hours Class Certificate (Zoom Class)
Road Test Appointment
Car for Road Test
আব্দুর রহিম হাওলাদার
প্রেসিডেন্ট
বাসা থেকে পিকআপ এন্ড ড্রপ
6 Hours DDC Class
Good For TLC
718-426-9453, 917-301-2063
Popular Driving School Inc.
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
(Corner of 73 St & Roosevelt Ave)

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দয়ায়
সাফল্যের ২৭ বছর উদযাপন করছে
Empire Accounting & Tax Co.
আপনাদের সুবিধার্থে আমরা এখন উডসাইডে
(জ্যাকসন হাইটসের সন্নিকটে)
❑ আমরা ট্যাক্স সংশোধনী বিশেষজ্ঞ। ইতিমধ্যেই আমরা আমাদের ক্লায়েন্টদের হাজার হাজার ডলার সাশ্রয় করেছি ট্যাক্স সংশোধনীর মাধ্যমে।
❑ আইআরএস, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট বা নিউইয়র্ক স্টেট সেলস ট্যাক্স কর্তৃক ইস্যুকৃত জরিমানা নোটিশের অত্যন্ত সন্তোষজনক সমাধান
❑ পূর্বে ফাইলকৃত ত্রুটিপূর্ণ ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ সংশোধন
❑ পরিবারের ইমিগ্রান্ট ভিসার জন্য সঠিক ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ ও এফিডেবিট অব সাপোর্ট সংক্রান্ত সহায়তা
❑ আমরা বছরব্যাপী অফিস খোলা রাখি।
ইমিগ্রেশনের যে কোনো ফরম পূরণে সহায়তা দিয়ে থাকি
❑ সিটিজেনশীপ ❑ ফ্যামিলি পিটিশন ❑ NVC Case প্রসেসিং
❑ স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট ❑ এফিডেভিট অব সাপোর্ট
❑ এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন / গ্রীনকার্ড নবায়ন।
❑ Advanced Parole / Reentry Permit ইত্যাদি
37-03 61st Street, Woodside, NY 11377
Phone: 718-784-4158. Fax: 718-784-2678
Mon-Friday 10am-7pm, Saturday 10-5pm
President: Mohammed Rezaul Karim
M.Com. (Accounting), M.S.Ed.
23 years Experienced Tax Professional with IRS and 50 States
Permanent Certified Teacher by NYS Education Dept.
নিউইয়র্ক সিটি পাবলিক স্কুলে ১০ বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা
Razi Islamic School-এ দুই বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা

শিল্পী কাদেরী কিবরিয়া
যোগাযোগ :
267-249-7687,
610-352-7123
Address:
146 Marlbrough Road
Upper Darby, PA 19082

বাংলা পত্রিকা পড়তে
ভিজিট করুন
banglapartikausa.com

Flight
LOWEST PRICE CHALLENGE
GLOBAL
NY 1 TRAVELS, INC
MIRZA M ZAMAN
আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীন
ফ্লাইটের টিকেট
সুলভ মূল্যে ক্রয় করুন
বাংলাদেশের ফ্লাইটের টিকেটে
রয়েছে বিশেষ ছাড় !!!
37-18 74th Street, Suite # 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 646-750-0632
E-mail: globalnytravels@gmail.com

COMPUTER IT TRAINING
& JOB PLACEMENT
MyTechUSA
"YOUR DREAM BECOME TRUE"
Why "MyTechUSA"
- We "MyTechUSA" Company is taking our community members IT career dream on our Shoulder to make it real!
- After Job Placement we provide continuous support to our students while they are on the Job!
- Our courses are very much affordable! We Pay $500 referral bonus.
- We don't leave our students alone OR leave them behind from the beginning till the end of the course!

DATABASE → ADMINISTRATION
→ ENGINEERING
Microsoft
SQL Server
ORACLE
Azure
mongoDB.
NoSQL
Please Contact:
Zia Uddin Ahamed
CEO & President
Phone: 347-597-0885
571-208-5450
813-767-4600
E-mail: ziaahamed@ymail.com

Khalil Biryani House
খলিলের
খাবার দিয়ে আপনার
অনুষ্ঠান হয়ে উঠুক
জমজমাট
সম্পূর্ণ স্বাস্থসম্মত উপায়ে প্রস্তুত
2062 McGraw Ave
Bronx, NY 10462
Phone: 347-621-2884
1457 Unionport Rd.
Bronx, NY 10462
Phone: 718-409-6840
www.KHALILSFOOD.com

PEOPLE TECH
DevOps
Scrum Master
& Product Owner
(100% Scholarship for Training & Job Placement, Condition applied)
Saturday & Sunday
9:00 AM To 2:00 PM Starting from
NOV 02 2019
Saturday & Sunday
2:30 PM To 7:30 PM Starting from
NOV 02 2019
Software Testing (QA) Training & Job Placement
New York In Class Batches
Weekend Morning
9:00 AM To 2:00 PM
Selenium Starting from
October 19, 2019
Weekdays Evening
6:00 PM To 11:00 PM
Selenium Starting from
October 22, 2019
VA In Class Batches
Weekend Morning
9:00 AM To 2:00 PM
Selenium Starting from
November 16, 2019
Weekdays Evening
6:00 PM To 11:00 PM
Selenium Starting from
November 26, 2019
www.piit.us

নিউইয়র্কে ইমরান-কনা'র গানে মুগ্ধ দর্শক-শ্রোতা





















নিউইয়র্ক (ইউএনএ): বাংলাদেশে বর্তমান সময়ের সঙ্গীত জগতের নতুন প্রজন্মের ক্রেজ সঙ্গীত শিল্পী ইমরান-কনা'র গানে মুগ্ধ নিউইয়র্কের দর্শক-শ্রোতা। গত রোববার (১ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় ফ্লাসিং-এর কুইন্স থিয়েটার মঞ্চে আয়োজিত ইমরান-কনা মেলোডি নাইট অনুষ্ঠানে শিল্পীদ্বয় একক ও যৌথ গান পরিবেশন করে সকল দর্শক-শ্রোতার মন কাড়ে। গ্যালাক্সি মিডিয়া আয়োজিত সঙ্গীত সন্ধ্যায় উপস্থিত বিপুল সংখ্যক দর্শক-শ্রোতা মনোমুগ্ধ হয়ে অনুষ্ঠানটি উপভোগ করেন। খবর ইউএনএ'র।

অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন আয়োজক গ্যালাক্সি মিডিয়া'র কর্ণধার বদরুদদোজা সাগর। অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, সাপ্তাহিক আজকাল সম্পাদক ও গোল্ডেন এজ হোম কেয়ার সার্ভিস-এর প্রেসিডেন্ট ও সিইও লায়ন শাহ নেওয়াজ, মূলধারার রাজনীতিক ফাহাদ সোলায়মান, প্রমোটার জামান মুনির, আশা হোম কেয়ার-এর প্রেসিডেন্ট ও সিইও ইঞ্জিনিয়ার আকাশ রহমান, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী নূরুল আজিম প্রমুখ।

অনুষ্ঠানের শুরুতে শিল্পীদের ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয়। সঙ্গীত শিল্পী ইমরান-কনা একক ও যৌথভাবে সঙ্গীত পরিবেশন করেন। শোনান দর্শক-শ্রোতাদের অনুরোধে পছন্দের গান। এছাড়াও নিউইয়র্কে বসবাসকারী বাংলাদেশের আরেক জনপ্রিয় শিল্পী রিজিয়া পারভিনও শিল্পীর সাথে মঞ্চে গানে অংশ নেন। শিল্পী কনার সাথেও নতুন প্রজন্মের শিশুরা মঞ্চে উঠে নেচে আনন্দ উপভোগ করে।

অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনায় ছিলেন প্রবাসের জনপ্রিয় উপস্থাপিকা ও টিভি নিউজ প্রেজেন্টার শামসুন্নার নিম্মি। বাংলাদেশের জনপ্রিয় নায়ক হেলাল খান ছাড়াও প্রবাসের সাংস্কৃতিক জগতের শিল্পী সহ সঙ্গীত পিপাসু সর্বস্তরের দর্শক-শ্রোতা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানটির টাইটেল স্পন্সর ছিলো গোল্ডেন এজ হোম কেয়ার ও সাপ্তাহিক আজকাল। গ্র্যান্ড স্পন্সর ছিলো আকাশ হোম কেয়ার। বিশেষ স্পন্সর ছিলো উৎসব ডট কম।

অনুষ্ঠানটি সফল করায় সবশেষে উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানান বদরুদদোজা সাগর।

বিদেশে খালেদা জিয়ার চিকিৎসার দাবি প্রসঙ্গে লন্ডনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

বয়স ৮০ বছর, সময় হয়ে গেছে * এত কান্নাকাটি করে তো লাভ নেই * প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, যেদিন সুযোগ পাব ক্যান্টনমেন্ট থেকে বের করে দেবো * স্যাংশন নিয়ে মাথা ঘামাবেন না বেশি * স্যাংশন দিলে আমরাও দিয়ে দেবো



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের স্যাংশন নিয়ে মাথা ঘামানোর কিছু নেই বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেছেন, ওটা নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় নেই। আপনাদেরও বলবো, স্যাংশন নিয়ে মাথা ঘামাবেন না। বেশি স্যাংশন দিলে আমরাও দিতে পারি, আমরাও দিয়ে দেব। গত ২ অক্টোবর সোমবার রাতে লন্ডনের মেথোডিস্ট সেন্ট্রাল হল ওয়েস্টমিনস্টারে তার সম্মানে আয়োজিত নাগরিক সংবর্ধনায় তিনি এসব কথা বলেন। বেগম খালেদা জিয়ার বিদেশে চিকিৎসার দাবি প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী প্রশ্ন রেখে বলেন, পৃথিবীর কোন দেশের সাজাপ্রাপ্ত আসামিকে চিকিৎসার জন্য বিদেশে পাঠায় বলতে পারেন? কোনো দেশে পাঠায়? তারা (বিএনপি) এটা দাবি করে। আমাদের কেউ কেউ আতেল আছে। তারা বলে, একটু কি সহানুভূতি দেখাতে পারেন না! সে (খালেদা জিয়া) বাংলাদেশের সব থেকে দামি এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছে। আর রোজই শুনি এই মরে মরে, এই যায় যায়। বয়সতো ৮০'র উপরে। সময় হয়ে গেছে। তার মধ্যে অসুস্থ। এখানে এতো কান্নাকাটি করে লাভ নাই। সরকার প্রধান হিসেবে নির্বাহী ক্ষমতা দিয়ে এতিমদের অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে দুর্নীতির মামলায় কারাদন্ড স্থগিত করার পর তাকে বাড়িতে থাকতে দিয়েছি। খালেদা জিয়াকে চিকিৎসার জন্য বিদেশে পাঠানোর ক্ষেত্রে আমার কিছুই করার নেই। আমি আইন অনুযায়ী যা করতে পারি তাই করেছি। অনেকেই এখন যুক্তি দিচ্ছেন, আইন নিজের গতিতে চললেও খালেদা জিয়ার প্রতি আমি বেশি সহানুভূতি দেখাতে পারি। তারা কীভাবে খালেদা জিয়ার জন্য আমার কাছ থেকে আরো সহানুভূতি আশা করে। বিদেশে চিকিৎসার জন্য যেতে হলে আগে তাকে কারাগারে যেতে হবে। সেখান থেকে আদালতে আবেদন করতে হবে। তারপর আদালত সিদ্ধান্ত দেবে। এটাকে ইস্যু করে আন্দোলন করা কেন। মায়ের প্রতি ছেলের (তারেক রহমান) এতো দরদ থাকলে মাকে দেখতে যেতো। তাতো যায়নি।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, আমার বাবা দেশ স্বাধীন করেছিল বলেই তো এই ক্যান্টনমেন্ট। আমি এই ক্যান্টনমেন্টে ঢুকলে আমার বিরুদ্ধে মামলা। সেদিন প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, যেদিন সুযোগ পাবো এই ক্যান্টনমেন্ট থেকে বের করে দেবো। তিনি বলেন, তার (খালেদা জিয়া) ছেলে কোকো মারা গেছে। সে (খালেদা জিয়া) যখন আমার বাবা-মা, ভাই-বোনের মৃত্যু দিবসে উৎসব করে, কিন্তু আমিতো মানুষ, আমিতো একজন মা। আমি ভাবলাম আমি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী, সব মানুষের ভালো মন্দ দেখার দায়িত্ব আমার। সিদ্ধান্ত নিলাম, আমি যাবো খালেদা জিয়াকে সহানুভূতি দেখাবো। আমার তরফ থেকে মিলিটারি সেক্রেটারি যোগাযোগ করলো। সময় ঠিক হলো। যেই গুলশানে যেখানে ছিলো, সেখানে গেছি। আমাকে মুখের সামনে তালা মেরে দিলো, আমাকে ঢুকতে দিলো না। কতো বড় অপমান আপনারা চিন্তা করেন। আজকে অন্যকোনো প্রধানমন্ত্রী হলে কী করতো? কী করতো আপনারা চিন্তা করেন।

শেখ হাসিনা বলেন, আমাকে বাসায় ঢুকতে দিলো না। আমি শুধু বললাম, আজকে আমাকে ঢুকতে দাও না, যখন জিয়াউর রহমান ঘরে তুলতে চায়নি প্রতিদিন আমাদের বাসায় গিয়ে কান্নাকাটি করতা। আমার বাবার বদৌলতে তুমি (খালেদা জিয়া) জিয়াউর রহমানের স্ত্রী হিসেবে পরিচয় দিতে পেরেছো। না হলে বহু আগেই জিয়া ছেড়ে দিয়েছিল। জিয়ার আবার নতুন গার্লফ্রেন্ডও ছিল। তাকেও সরিয়ে দেয়া হয়েছিল। তার সংসারটা রক্ষা করে দিয়েছিলো আমার বাবা। আমাদের বাসায় গিয়ে তো মোড়া পেতে বসে থাকতো। সেখানে আমাকে ঢুকতে (গুলশানের বাসায়) না দিয়ে কতোবড় অপমান করেছো। আমি কিচ্ছু বলি নাই। আমার বলার কিছু নাই। আমি দেখতে পাচ্ছি বাসার ভিতরে তাদের সব নেতা। আমি দেখতে পাচ্ছি গেটে তালা, কিছু করার নেই তাদের।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমি 'জাতির পিতা'র কন্যা। জাতির পিতার কন্যা হিসেবে নিরাপত্তার একটা আইন করা হয়েছিল। সেই আইনের বলে শেখ রেহানাকে ধানমন্ডির ৬ নম্বর রোডে ছোট্ট একটা বাড়ি দেয়া হয়েছিল। খালেদা জিয়া ক্ষমতায় এসেই সেই বাড়িটা দখল করলো। আমাদের যারা ছিলো ওদের বের করে দিলো। বের করে দিয়ে ওটাকে পুলিশের ফাঁড়ি করা হলো। একটা প্রধানমন্ত্রী গেলো সেই পুলিশ ফাঁড়ি উদ্বোধন করতে, লাল টুকটুকে শাড়ি পরে। সে এই পুলিশ ফাঁড়ি উদ্বোধন করলো যখন, তখনও সেই বাড়ি রেহানার নামে রেজিস্ট্রি করা। রেহানা, আপনারা জানেন সে একটা ব্যক্তিত্ব নিয়ে চলে, পুলিশ ফাঁড়ি যখন করেছে সে বলে ঠিক আছে ওটা পুলিশকেই দিয়ে দিলাম। সে আর ওই বাড়ি নেয় নাই। তিনি আরো বলেন, ক্যান্টনমেন্টে আমি ঢুকবো, সেসময় কয়েকজনকে আহত করা হয়েছে। আমাকে ঢুকতে দেবে না। গেটে আটকালো। তখন আমি সংসদের বিরোধীদলীয় নেতা। আমার পতাকাবাহী গাড়ি আটকালো। আমি গাড়ি থেকে নামলাম, নেমেই ওখান থেকেই হাঁটা শুরু করলাম। আমি যখন হাঁটতে শুরু করেছি তখন অনেক লোক জমা হয়ে গেছে। চার কিলোমিটার পথ হেঁটে আমি সিএমএইচ'এ গেলাম। সিএমএইচ'র গেট বন্ধ আমাকে ঢুকতে দেবে না। আমাকে ঢুকতে দেয়নি। ক্যান্টনমেন্টের রাস্তায় হাঁটলাম কেন! আমার সঙ্গে যারা ছিলো সবার বিরুদ্ধে মামলা দিলো। আমার বাবা দেশ স্বাধীন করেছিল বলেই না এই ক্যান্টনমেন্ট, আর মেজর জিয়া। আরে এই মেজর পদোন্নতিটা তো আমার বাপেরই দেয়া ছিল। আর আমি ক্যান্টনমেন্টে ঢুকলে আমার বিরুদ্ধে মামলা। সেদিন প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, ওই ক্যান্টনমেন্টে আর বসবাস করা লাগবে না। যেদিন সুযোগ পাবো বের করে দেবো। বের করে দিছি।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, আন্দোলনের নামে এবার নির্বাচনের আগে সন্ত্রাসবাদ বা একইভাবে সাধারণ মানুষের ওপর হামলা বা হামলার ঘটনা ঘটলে রেহাই দেওয়ার কোনো সুযোগ থাকবে না। বিএনপি-জামায়াত জোট ২০১৩-১৪ সালে যাত্রীবাহী বাস, ট্রেন ও লঞ্চসহ বহু ধরনের যানবাহনে পেট্রোল বোমা নিক্ষেপ করে জনগণকে জীবন্ত পুড়িয়ে হত্যা করে, সরকারি ও বেসরকারি সম্পত্তি ধ্বংস করে সারাদেশে তান্ডব চালিয়েছিল তথাকথিত আন্দোলনের নামে। অগ্নিসংযোগের ঘটনায় নারীসহ অনেক লোক গুরুতরভাবে দগ্ধ হয়েছিলো এবং তারা তাদের আঘাত নিয়ে অমানবিক জীবনযাপন করছে। তিনি বলেন, আন্দোলনে আমাদের কোনো আপত্তি নেই। সন্ত্রাসবাদে অগ্নিসংযোগ করে মানুষ হত্যা এবং দেশের সম্পত্তি নষ্ট করা তাদের আন্দোলন। এর আগে ২৯ জন পুলিশ সদস্যকে হত্যা করেছে। দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের জীবন নিয়ে এমন কোনো চেষ্টা করা হলে কোনো ক্ষমা করা হবে না।

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা বলেন, গণতন্ত্রের কথা বলা বিএনপির পক্ষে শোভা পায় না। কারণ তারা জনগণের ভোটাধিকার নিয়ে ধোকাবাজি খেলেছে। ১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারী বিএনপি একটি প্রহসনমূলক নির্বাচন করে এবং নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসার দেড় মাসের মধ্যেই দেশের জনগণ তাদের ক্ষমতা থেকে উৎখাত করে। দেশের জনগণ কখনই ভোট কারচুপিকারীদের ক্ষমতায় বসতে দেয় না। বিএনপি-জামায়াত জোট ১ কোটি ২৩ লাখ ভুয়া ভোটার নিয়ে ভোটার তালিকা তৈরি করে এবং সেই তালিকা দিয়ে নির্বাচন করার চেষ্টা করেছিল। প্রধানমন্ত্রী একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করে বলেন, বর্তমান সরকার নির্বাচন কমিশন (ইসি) গঠনের জন্য আইন প্রণয়নের পাশাপাশি আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করার জন্য সমস্ত সংস্কার করেছে। একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য তারা স্বচ্ছ ব্যালট বক্স চালু করেছে এবং ছবিসহ ভোটার তালিকা তৈরি করেছে।



অসাধারণ নেতৃত্ব, ধর্মবোধ ও শিক্ষার এক দৃষ্টান্ত আনোয়ার ইব্রাহিম

.....স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদ, *গ্লোবাল পিস অ্যামব্যাসেডর*



মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী দাতো সেরি আনোয়ার ইব্রাহিমকে জুব্বা ইসলামিক সেন্টার অফ ম্যানহাটানে নিউ ইয়র্কের মুসলিম কমিউনিটির পক্ষ থেকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান গ্লোবাল পিস অ্যামব্যাসেডর স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদ।

মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিম ইসলামিক কালচারাল সেন্টার অফ নিউইয়র্কে যুহলাকার ও লুইসদন কোরআন শরীফ প্রদান করেন। কোরআন শরীফ হাতে নিয়ে স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদ, আহমেদ বিন ইউসুফ আল আজহারি, ইমাম শেখ সাদ জালো ও ইমাম শহীদুল্লাহ।

ইসলামিক কালচারাল সেন্টার অফ নিউ ইয়র্কে মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিমের মাধ্যমে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন অন্য ধর্মের এক তরুণ। তাকে বুকে জড়িয়ে নেন গ্লোবাল পিস অ্যামব্যাসেডর স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদ। তিনি বলেন তার ও তার পরিবারের পাশে থাকা আমাদের সবার কর্তব্য।



মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী দাতো সেরি আনোয়ার ইব্রাহিম জুব্বার ইসলামিক সেন্টার অফ ম্যানহাটানে জুম্মার নামাজে খুৎবা পাঠ করেন।

ALEGRA HOME CARE INC. Care With Love is Humanity 888-212-3237
PEOPLE UNITED FOR PROGRESS POLITICAL RIGHTS FOR ETHIC COMMUNITIES
Abu Zafar Mahmood Foundation
জয় বাংলাদেশ JOY BANGLADESH MEDIA INC.
JBTV JOY BANGLADESH TELEVISION
COPAP SERVICES 888-212-3237



সাহিত্য সাময়িকী

ফতোয়া
হাফিজ রশিদ খান

যদি জানতাম
সব রেখে-থুয়ে চলে যেতেই তো হবে একদিন
সেই এক না-ফুরানো পথের নির্দেশ মেনে
আমি তো জন্মমাত্রই আত্মহত্যা করতাম
মায়ের বুকের উষ্ণ উপত্যকায়

কেন জিবে স্বাদ দিলে
চোখে অশেষ মায়ার ঘোর
হৃদয়ে ভালোবাসার কম্পন দিলে গো

যদি দেখালেই তোমার অরুণরূপের সবুজঘর থরেথরে
রোদে নাচা ঊর্মিমালা সাগরের বুকে
কাতর করলে যদি রূপসির ছায়ার দহনে
তাহার মরচেরঙা ত্বকের আভাতে ঝলসালে তো পারতে
মাওলানার ফতোয়া

যদি পরালেই পোশাক তোমার ফিনফিনে বাতাসের
গীতিকবিতার জরি জড়ালেই যদি কণ্ঠে মাদলের বোলে

আমি তো অন্যরকম হবোই তোমার কাসিদাকারী বান্দার দলে...

অন্তহীন ঢেউয়ের দোলা
মুস্তফা হাবীব

কোথায় ছিল আর কোথায় যাবে
উৎস- গন্তব্যের সমীকরণ জানা নেই কারো
তবু সময়ের সিঁড়িতে পা রেখে মানুষ
খুঁজে ফেরে জীবনের নৈর্ব্যক্তিক দোলাচল ।

অনির্দেশ অজানা গন্তব্যে পৌঁছার আগে
এই মানুষ কত যে অভাবনীয় কারিশমা দেখায়!
দূর পৃথিবীকে তুলে আনে হাতের মুঠোয়,
অনিয়ন্ত্রিত পথে নির্মাণ করে ক্ষমতার বীজতলা ।

শেকড় ভুলে মুগ্ধতা ছড়ায় পাতার ঝিকমিক দেখে
মিথকল্পে সাজায় বহুতল খোয়াবনগর
মাতে ভাঙনের খেলায় দুর্মর দ্রোহে-আবেগে
অন্তহীন ঢেউয়ে বেলাশেষে ভাঙে নিজেকেই ।

দিনের উপাখ্যান
মৌসুমী পুলেন

চোখের ভেতরে জেগে ওঠে সমুদ্রের তট
মনের ক্যানভাসে সাঁতার কাটে নীলতিমি
আমরা বিচ্ছিন্ন সুতোয় বাঁধা কোণা ভাঙা ঊর্মি ।

সত্য খুঁজতে গিয়ে তামাম সভ্যতার চরাচর অতিক্রম করে এসেছি
এখন সময় কেবলই মানুষের পোষা শামুক
চুপ করে শূন্যের ভেতরে হাতড়াতে থাকি আদি শহর,
এ্যালব্যাট্রাসের লোন ঘ্রাণের পালক ।

আমরা কতো দ্রুত অচেনা হই বদলে যাই
কবিতার পংক্তির মতো
হোমো ইরেক্টাস এর আদলে মুখোশের ভীড়

সমাজ নিয়ে লিখতে গেলে আসে রঙিন কাগজে
মোড়ানো বিলবোর্ড
মোহিনীর মাইসুর সিল্কের শাড়ি
চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা
প্রতি বছর নতুন গাড়ি ।

দেশলাইয়ের যুগ ফিকে হয়ে গেছে
আগ্নেয়গিরি প্রবাহিত হয় অলিগলি জুড়ে ।

মাধবীকে মনে পড়ে
আলম মাহবুব

শুকনো পাতা কুড়িয়ে জড়ো করি
আগুন ধরাবো বলে
পাতাপুড়ানো ছাই উড়াবো আকাশে
আকাশে নদী নাই
নদীতে জলের ঘাট নাই
ঘাটে স্নানরত রমণী নাই
সাথীদের কৈশোরে যেটুকু মাতামাতির আলো ছিল
পরিযায়ী পাখিদের মতো ভুলে গেছি সব নাম
এখন শুধু স্মৃতির দীঘিতে রাজহাঁস ডুবে যায়
বিকেলগুলো সব ডুবে যায় নিরুপায়ের বয়স্ক অন্ধকারে
তবুও যেটুকু বৃষ্টির জল অবশিষ্ট আছে চোখের লবণ হ্রদে
তুমিও ডাকো না আর গোপন নামে
আমি কি তবে হারিয়ে গেছি আমার আমি থেকে
না দেখার আগুনে পুড়ে হরিদ্রার বন
পিপাসার লবঙ্গে পুড়াই শুকনো পাতা
আড়াল থেকেও ডাকবে না তুমি মাধবী লতার উচ্ছাসে ।
স্মৃতিভেজা তুমি কি শুধুই শুকনো পাতা ।

কষ্ট
সুফিয়ান আহমদ চৌধুরী

বুকের ভেতর সংগোপন ব্যথা
যেনো আগুনের দীর্ঘ জিভ ।

পুড়ায় ব্যক্তিগত ভুবন আর
লতা-গুল্মে ছায়াময় সবুজ পথ ।

মনে পড়ে ফেলে আসা দিন
রঙের শৈশব- তার হাতছানি ।

মনে পড়ে শরতের শুভ্র কাশের বন
কানামাছি, লুডু, অবারিত বৃষ্টির গান ।

পিতা-মাতার অম্ল-মধুর শাসন, আদর
ভাই-বোনের হৈ-হুল্লোড়, প্রীতির বন্ধন ।

বুকের গহীনে গড়ায় দিন-রাত কষ্টপাথর
আহা! কে জানে কখন চাঁদ উঠে

কে জানে কখন মানুষের ঠোঁটে মিঠে রোদ
শিশুর মতো অবিরাম হামাগুড়ি খেলে ।

প্রবাসীর দিনকাল
তোফায়েল তফাজ্জল

বিলি কেটে এগোলেই দেখবে, উপার্জনে পড়েছে ইঁদুর,
স্বপ্নসাধ হাঁমুখী মাছের মুখে; চিল ছোঁ মেরে লাপাত্তা করছে
সারল্য দেখানো বাচ্চা হাঁস!
অথচ যাওয়ার কালে কথা দিয়েছিলো,
প্রাথমিক কামাইয়ে লাগাম টেনে ধরবে দেনাপাওনা বা সুদের ঘোড়াদৌড়,
বছরান্তে মুছে যেতে থাকবে দুঃখ-যাতনার আঁকিবুঁকি, দাগ;
দুঃখিনী মায়ের মুখ ভরে উঠবে ডায়মন্ড ঔজ্জ্বল্যে ।
বাখারি বাঁকের বাবার নেংটিতে দেখা যাবে দিন বদলের হাওয়া;
বাধ্য হয়ে উড়ে যাবে দৈন্য-বাস্তুঘুঘু ।
নতুন মাত্রায়, কলকাকলিতে মুখরিত হবে পরিবার, বাড়িঘর ।

এমন আশায় খাল কেটে পানি ছেড়ে দেয় কাছের লোকেই,
দুগ্ধফেননিভ বিশ্বাসে গোচনা ছোঁড়ে
বৃদ্ধাঙুলি দেখিয়ে রোদকে!
যে কারণে, পাথর খাটুনি খেটে জমাকৃত আগামীর ভাবনা
মেয়াদ উত্তীর্ণ পলেস্তারারূপে খসে পড়তে থাকে
বা মেঘের দেশে উড়ে যায় বাষ্পাকারে ।
ফলে, লোহা পেটা শব্দে আজো প্রবাসীর দিনকাল ।

কেউ সুখ বেচতে আসে না
মামুন সুলতান

গাইয়ের ওলান চেপে বের করে আনি শাদা দুঃখ
বালতি ভরে গোয়ালেরা বেচতে হাটে যায় দুঃখভারাক্রান্ত শিশি

সবে আসে সুখ কিনতে
পকেট থেকে উহারা দুঃখ দিয়ে কিনে নেয় দুঃখ
কেউ সুখ বেচতে চায়না
বুকের অলিন্দে সুখ রেখে দেয় খুব যতন করে

নীল দুখের বাজারে কখনো আসে না রাই-হরিণী
অন্তরজলে ভিজায় না শুকনো মনের তল
তৃষিত ঠোঁটের কোণে কেউ ঢালে না পাত্রের শেষবিন্দু

সুখ নিজস্ব সম্পদ
দুঃখ কেবল বিলিয়ে দেয় হাটে হাটে জগৎসংসারে ।

ভালোবাসাহীন নগরে
রুদ্র সাহাদাৎ

শুক্রবার এলে বাবাকে খুব করে মনে পড়ে, মা'কেও
'রাব্বির হাম হুমা কামা রাব্বায়ানি সাগিরা'
কাঁদে চোখ মোনাজাতে দু'হাতও
জানালাহীন ঘরে যাব আমিও দু'দিন আগে পরে
শূন্যতায় হাসি রোজ ভালোবাসাহীন নগরে....

Immigrant Elder Home Care LLC

হোম কেয়ার



আপনার পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ী, প্রতিবেশী এবং
বন্ধু বান্ধবদের সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন।

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

এতে কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।



Call Today:

Giash Ahmed
Chairman/CEO
917-744-7308

Dr. Md. Mohaimen
718-457-0813
Fax: 631-282-8386
718-457-0814

Nusrat Ahmed
President
718-406-5549

Email: giashahmed123@gmail.com
web: immigrantelderhomecare.com

Corporate Office	Jamaica Office	Long Island Office	Bronx Office	Ozone Park Office	Buffalo Office
37-05 74st, 2nd Fl	87-54 168th Street, 2nd Fl	1 Blacksmith Lane	2148 Starling Ave.	175 B Forbell Street	859 Fillmore Ave
Jackson Heights, NY 11372	Jamaica, NY 11432	Dix Hill, NY 11731	Bronx, NY 10462	Brooklyn, NY 11208	Buffalo, NY 14212
917-744-7308, 718-457-0813	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549



সেই চুম্বন দৃশ্য প্রসঙ্গে যা বললেন জয়া ও অনির্বাণ

বিনোদন ডেস্ক: শিগগিরই প্রকাশ হতে যাচ্ছে নির্মাতা সৃজিত মুখার্জির সিনেমা 'দশম অবতার'। সিনেমাটির ট্রেলার প্রকাশের পর থেকেই এর অ্যাকশন, সংলাপ ও গান নিয়ে ব্যাপক আলোচনা চলছে। একই সঙ্গে ট্রেলারে থাকা অভিনেত্রী জয়া আহসান ও অনির্বাণ ভট্টাচার্যের চুম্বনের দৃশ্য নিয়ে নানা কথা বলছেন দর্শকরা। বহুল আলোচিত সেই চুমুর দৃশ্য নিয়ে ভারতীয় একটি সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলেছেন জয়া ও অনির্বাণ।

চুমুর দৃশ্য নিয়ে প্রশ্ন করতেই জয়া বলেন, এটা তাদের জন্য নতুন কিছু নয়। আমরা তো আগেও চুমু খেয়েছি। ইনফ্যাক্ট আমার আর ওর প্রথম দৃশ্যই ছিল চুমুর। এ সময় পাশ থেকে অনির্বাণ বলেন, 'ঈগলের চোখ' সিনেমায় প্রথম শটই ছিল চুমু খাওয়ার। জয়া যোগ করেন, আমি বসে আছি (ঈগলের চোখ-এর শুটিংয়ে)। হঠাৎ একটা নতুন ছেলে (সেটা ছিল অনির্বাণের প্রথম সিনেমা) এসে চুমু খেয়ে গেল।

এরপরই উপস্থাপক প্রশ্ন করেন, এবারের চুমুর দৃশ্য করতে গিয়ে কয়টি টেক নিতে হয়েছে। জবাবে জয়া ও অনির্বাণ একসঙ্গে আঙুল তুলে বলেন, একটা। তারপর উপস্থাপক বলেন, এতটা পারফেকশন, তার মানে। তখন হেসে উঠেন জয়া।

এদিকে অনির্বাণ সম্পর্কে জয়া জানান, তিনি নাকি অনেক প্রেশার নেন। অভিনেত্রীর ভাষ্যমতে—তার কাছে উপায় থাকলে অনির্বাণের হাত ধরে টেনে বের করে আনতেন ও বলতেন, অত ভেব না। তার মতে, অনির্বাণ এমন একজন মানুষ যার জীবন সম্পর্কে অন্যরকম আন্ডারস্ট্যান্ডিং রয়েছে। জীবনকে অন্য চোখে দেখেন অনির্বাণ।

সৃজিত মুখার্জির সিনেমা 'দশম অবতার'-এ জয়া আহসান ও অনির্বাণ ভট্টাচার্য ছাড়াও আরও অভিনয় করেছেন প্রসেনজিৎ, রূপম ইসলাম, অনুপম রায়, যিশু সেনগুপ্ত, ইন্দ্রদীপ দাশগুপ্ত। উল্লেখ্য, 'ঈগলের চোখ' ছাড়াও জয়া আহসান ও অনির্বাণকে এর আগে 'এক যে ছিল রাজা' সিনেমায় দেখা গেছে। যদিও সেটা মাত্র একটি দৃশ্যে। এরপর 'পাঁচফোড়ন'-এ দেখা গেছে তাদের।

নিউইয়র্কে সংবাদ সম্মেলনে ন্যান্সি

আমি দেশে স্বাধীনভাবে গান গাইতে পারছি না



বিনোদন ডেস্ক: শ্রোতাপ্রিয় সঙ্গীতশিল্পী নাজমুন মুনিরা ন্যানসি এখন যুক্তরাষ্ট্রে সফরে রয়েছেন। তার যুক্তরাষ্ট্র আগমন উপলক্ষে বাংলাদেশ আমেরিকান ফাউন্ডেশন ও শো টাইম মিউজিক গত ২ অক্টোবর সোমবার বিকেলে নিউইর্য়কের জ্যাকসন হাইটসের একটি রেষ্টুরেন্টে এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে। সংবাদ সম্মেলনে এক প্রশ্নের জবাবে ন্যান্সি বলেন, আমি বাংলাদেশে স্বাধীনভাবে গান গাইতে পারছি না। আমি বিএনপিকে সমর্থন করি। আপনারাও কোনো না কোনো দলকে সমর্থন করেন। আপনারা প্রকাশ্যে বলছেন না। আর আমি বলছি, পার্থক্য এটুকুই। আর রাজনীতি নিয়ে আপনাদের যত উৎসাহমূলক প্রশ্ন। চ্যানেল আই তো আমাকে রাজনীতি নিয়েই ঢাকায় প্রশ্ন করেছে। তিনি বলেন, আমি কোনো পদপদবীর জন্য বিএনপিকে সমর্থন করি না। কোনোদিন তা চাইনি।

জনপ্রিয় সঙ্গীত শিল্পী ন্যান্সি বলেন, ১৮ বছর ধরে সঙ্গীত জগতে বিচরণ করছি। কখনো আমেরিকায় আসা হয়নি। এবারই প্রথম এলাম। একজন শিল্পী হিসেবেই এখানে আমাকে তুলে ধরতে চাই। আমি যখন গান করি, তখন শিল্পী সত্ত্বাই আমার মধ্যে কাজ করে।

উল্লেখ্য, ন্যান্সি নভেম্বর পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করবেন। এই সময়ে নিউইয়র্ক, বাফেলো, ওয়াশিংটন ডিসি, বোস্টন, মায়ামী ও লস এঞ্জেলসে সঙ্গীত পরিবেশন করবেন। রোববার (৮ অক্টোবর) তিনি নিউইয়র্ক সিটির কুইন্সের জ্যামাইকার ম্যারি লুইস একাডেমি হলে তার একক সঙ্গীতানুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করেন। এর মূল আয়োজক ছিলো শো টাইম মিউজিকের আলমগীর খান আলম।

ভুল তথ্য ছড়ানোর অভিযোগে অমিতাভকে জরিমানা



বিনোদন ডেস্ক: 'বিভ্রান্তিকর' ও 'মিথ্যা কথা বলা হচ্ছে' এমন অভিযোগ উঠেছে বলিউড শাহেনশাহ অমিতাভ বচ্চনের বিরুদ্ধে। তার অভিনীত এক বিজ্ঞাপনের বিরুদ্ধে ভারতের কেন্দ্রীয় ভোক্তা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কাছে অভিযোগ দায়ের করেছে দেশটির ব্যবসায়ীদের সংগঠন সিএআইটি। জনপ্রিয় অনলাইন শপিং সংস্থা ফ্লিপকার্টের বিগ বিলিয়ন ডে সেল-এর বিজ্ঞাপনের জেরেই আইনি জটিলতায় বিগ বি। প্রতিষ্ঠানটি দোষী হলে ১০ লাখ টাকা জরিমানার মুখে পড়তে পারেন অমিতাভ।

অভিযোগে বলা হয়েছে, অমিতাভ বচ্চন অভিনীত এই বিজ্ঞাপন পুরোপুরি বিভ্রান্তিকর। শুধু তাই নয়, দেশের খুচরা ব্যবসায়ী এতে ধাক্কা খাচ্ছেন। পাশাপাশি ওই বিজ্ঞাপন তুলে নেওয়ার দাবিও জানানো হয়েছে। বিজ্ঞাপনে মোটা টাকার বিনিময়ে তারকাদের মুখ বিক্রি হওয়া নতুন নয়। মূলত তাদের বিশ্বাসযোগ্যতার ওপর ভিত্তি করেই গ্রাহকেরা পরিষেবা গ্রহণ করেন। তাই কখনও কোনও পণ্যকে কেন্দ্র করে বিতর্ক তৈরি হলে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞাপনে জড়িত মুখকেই দায়ী করা হয়। বিজ্ঞাপনে অভিনয়ের চুক্তি সই করার সঙ্গে সেই তারকার দায়ও জড়িয়ে যায়। ক্রেতাদের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেওয়ার অভিযোগে অতীতেও একাধিকবার একাধিক তারকাকে প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়েছে। এবার সেই তালিকায় স্বয়ং অমিতাভ বচ্চন।

কনফেডারেশন অফ অল ইন্ডিয়া ট্রেডার্সের পক্ষ থেকে সেন্ট্রাল কনসিউমার প্রটেকশন অথরিটিতে অভিযোগ জানানো হয়েছে, অমিতাভ বচ্চন অভিনীত এই বিজ্ঞাপন পুরোপুরি বিভ্রান্তিকর। শুধু তাই নয়, দেশের খুচরো ব্যবসায়ী এতে ধাক্কা খাচ্ছে। পাশাপাশি ওই বিজ্ঞাপন তুলে নেওয়ার দাবিও জানানো হয়েছে চেইট থেকে।

কনফেডারেশন অব অল ইন্ডিয়া ট্রেডার্সের তরফে ওই বিজ্ঞাপনের জন্য ফ্লিপকার্টের বিরুদ্ধে পেনাল্টিও দাবি করা হয়েছে। এবং এর সঙ্গে যুক্ত থাকার জন্য বচ্চনের কাছ থেকে ১০ লাখ রুপি জরিমানা চাওয়া হয়েছে। একটা ইমেল পাঠানো হয়েছে সংশ্লিষ্ট শপিং সাইটের কাছে। অমিতাভও এই বিষয়ে এখনো মুখ খোলেননি।



ইনজুরিতে অ্যাম্বার হার্ড, হাঁটছেন ক্রাচে ভর দিয়ে

বিনোদন ডেস্ক: সম্প্রতি আঘাত পেয়েছেন হলিউড অভিনেত্রী অ্যাম্বার হার্ড। বার্ষিক নিউইয়র্ক সিটি ম্যারাথনের প্রশিক্ষণের সময় নিতম্বে আঘাত পান এই অভিনেত্রী। নভেম্বরের শুরুতে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে এই আয়োজন। তবে এখনো পুরোপুরি সেড়ে উঠেননি অভিনেত্রী। ক্রাচে ভর দিয়েই হাঁটতে হচ্ছে তাকে।

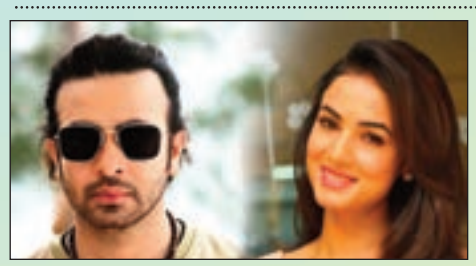
স্পেনের মাদ্রিদে একটি খেলার মাঠ পরিদর্শনের সময় 'অ্যাকোয়াম্যান' অভিনেত্রীকে তার ডান হাতে একটি কালো ক্রাচ ধরে হাঁটতে দেখা গেছে। সঙ্গে ছিল তার মেয়ে। মাঠে হার্ডকে একটি কালো টপ এবং সাদা রঙের প্যান্ট পরিহিত দেখা গেছে। পেজ সিক্স অনুসারে, হার্ডের বোন হুইটনি হেনরিকেজ মাঠে হার্ড এবং তার বাচ্চার সাথে যোগ দিয়েছিলেন।

অনলাইনে প্রকাশিত কিছু ছবিতে দেখা গেছে, ক্রাচ হাঁতেই হাঁটাচলা করেছেন অভিনেত্রী। বাচ্চাকে কোলে নেওয়ার সময় এবং উঠাবসা করার সময় ক্রাচের উপরে নির্ভর করতে হচ্ছে তাকে। গত মাসে আঘাত পাওয়ার পর অ্যাম্বারকে দুটি ক্রাচে ভর করে হাঁটতে দেখা গেছে।

এখন এক ক্রাচেই নির্ভর করতে হচ্ছে অভিনেত্রীকে। অনুমান করা যাচ্ছে, আঘাত আগের চেয়ে অনেকটাই সেড়ে উঠেছে অভিনেত্রীর। তবে আঘাত পুরোপুরি না সাড়লেও অ্যাম্বারকে মাঠে নিজের মেয়ের সঙ্গে হাসি-খুশি সময় কাটাতে দেখা গেছে। খুব শিগগিরই পর্দায় দেখা যাবে অ্যাম্বার হার্ডকে। ১৩ অক্টোবর মুক্তি পাচ্ছে অভিনেত্রীর সিনেমা 'ইন দ্য ফায়ার'।

প্রাক্তন স্বামী জনি ডেপের সাথে বহুল আলোচিত মানহানির মামলায় হারার পর 'ইন দ্য ফায়ার' দিয়ে হলিউডে ফিরছেন অ্যাম্বার হার্ড। এরপর 'অ্যাকোয়াম্যান অ্যান্ড দ্য লস্ট কিংডম'-এ দেখা যাবে অভিনেত্রীকে যা চলতি বছরের ডিসেম্বরে মুক্তি পাবে।

সূত্র: পেজ সিক্স



শাকিব খানের নায়িকা হচ্ছেন বলিউডের সোনাল চৌহান

বিনোদন ডেস্ক: সব জল্পনা কল্পনার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে শাকিব খানের নায়িকা হচ্ছেন বলিউডের জনপ্রিয় অভিনেত্রী সোনাল চৌহান। সিনেমাটি পরিচালনা করবেন অনন্য মামুন। শাকিব খানকে নিয়ে 'দরদ' সিনেমার ঘোষণা আগেই দিয়েছেন পরিচালক অনন্য মামুন। প্রথমে সিনেমায় তার বিপরীতে বলিউডের বেশ কয়েকজন নায়িকার নাম শোনা গেলেও অবশেষে শাকিব খানের নায়িকা হচ্ছেন বলিউড অভিনেত্রী সোনাল চৌহান।

সোনাল চৌহানের চুক্তিবদ্ধ হওয়ার বিষয়টি গণমাধ্যমকে জানিয়েছে ভারত অংশের প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান এসকে মুভিজ। বাংলাদেশের পাশাপাশি প্রযোজনার সঙ্গে জড়িত আছে ভারতের প্রযোজনা সংস্থা 'এসকে মুভিজ' ও মুম্বাইয়ের 'ওয়ান ওয়ার্ল্ড মুভিজ।'

'দরদ' সিনেমাটি শাকিব খান অভিনীত প্রথম প্যান ইন্ডিয়ান সিনেমা। এর আগে পরিচালক অনন্য মামুন 'নবাব এলএলবি' নামের সিনেমা শাকিব খানকে নিয়ে নির্মাণ করেছেন। তবে দরদ নিয়ে এখনই কিছু বলতে চাইছেন না নির্মাতা। তবে সূত্র জানাচ্ছে, অক্টোবর থেকে ভারতে সিনেমাটির শুটিং শুরু হবে।

কুমিল্লা থেকে চট্টগ্রামমুখী রোডমার্চে স্বতঃস্ফূর্ত জনতার স্রোত

আমেরিকা থেকে খালি হাতে ফিরেছেন প্রধানমন্ত্রী : মির্জা ফখরুল



ঢাকা ডেস্ক: আমেরিকা থেকে প্রধানন্ত্রী শেখ হাসিনা খালি হাতে ফিরেছেন উল্লেখ করে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, দেশে বিদেশে কোথাও এই সরকারের গ্রহণযোগ্যতা নেই। এরা লুটপাট করতে জোর করে ক্ষমতায় থাকতে চায়। পদত্যাগ না করলে রাজপথেই ফয়সালা হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়ে তিনি বলেন, অবিলম্বে পদত্যাগ করে নির্দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন দিন। তা না হলে পালাবার পথ পাবেন না। শেখ হাসিনার অধীনে এদেশে কোনো নির্বাচন হতে দেওয়া হবে না।

তিনি গত ৫ অক্টোবর বৃহস্পতিবার কুমিল্লা থেকে চট্টগ্রাম অভিমুখে রোডমার্চ কর্মসূচিতে বিভিন্ন সমাবেশে এসব কথা বলেন। পরে রাত ৯টায় চট্টগ্রাম নগরীতে রোডমার্চ পরবর্তী মহাসমাবেশ থেকে সরকার পতনে ১৮ অক্টোবর পর্যন্ত ১০ দিনের কর্মসূচি ঘোষণা করেন মির্জা ফখরুল। কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে- ৯ অক্টোবর চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তি, বিদেশে উন্নত চিকিৎসার দাবিতে সারাদেশে মহানগর ও জেলায় বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিল, ১২ অক্টোবর ঢাকায় ছাত্র কনভেনশন, ১৪ অক্টোবর বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তি ও বিদেশে চিকিৎসার দাবিতে ঢাকাসহ সারাদেশে গণঅনশন, ১৬ অক্টোবর ঢাকায় যুব সমাবেশ এবং ১৮ অক্টোবর ঢাকায় মহ-াসমাবেশ। ওই মহাসমাবেশ থেকে পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে বলে জানান তিনি।

সরকারের পদত্যাগ, সংসদ বাতিল, নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন ও খালেদা জিয়ার মুক্তির এক দফার দাবিতে যুগপৎ আন্দোলনের অংশ হিসেবে এই রোডমার্চ কর্মসূচি। প্রবল বর্ষণ আর বৈরী আবহাওয়া উপেক্ষা করে রোডমার্চে স্বতঃস্ফূর্ত জনতার ঢল নামে। রোডমার্চকে ঘিরে কু-মিল্লা থেকে বন্দরনগরী চট্টগ্রাম পর্যন্ত প্রায় দুইশ কিলোমিটার দীর্ঘ মহাসড়কে জনস্রোত সৃষ্টি হয়। চট্টগ্রাম নগরী, কুমিল্লা, ফেনী এবং চট্টগ্রামের মীরসরাইতে সমাবেশ পরিনত হয় জনতার মহাসমুদ্রে। হাজার হাজার গাড়ির বহর নিয়ে সকাল ৮টায় কুমিল্লার দাউদকান্দি থেকে শুরু হয়ে রোডমার্চটি কুমিল্লা ফেনী হয়ে চট্টগ্রামে মহাসমাবেশে মিলিত হয় রাত ৯টায়। সেখানেও ছিল জনতার উত্তাল তরঙ্গ।

চট্টগ্রামের রোডমার্চ পরবর্তি সমাবেশে যোগ দিতে এই অঞ্চলের বিভিন্ন জেলা থেকে দলের নেতাকর্মী ও সমর্থকেরা মিছিলে মিছিলে যোগ দেয়। সকাল থেকে বিকেলে পর্যন্ত গোটা নগরী দৃশ্যত মিছিলের নগরীতে পরিনত হয়। রাত পর্যন্ত লাখো মানুষ সমাবেশে অবস্থান করে গগন বিদারি স্লোগানে আকাশ বাতাস প্রকম্পিত করে। কক্সবাজার ও বান্দরবান থেকে সমাবেশে আসার পথে লোহাগাড়া ও চন্দনাইশে হামলার ঘটনা ঘটে। বিএনপি নেতারা অভিযোগ করেন সরকারি দলের ক্যাডাররা চোরাগোপ্তা হামলা করেছে। তবে জনতার প্রতিরোধে তারা পালিয়ে যায়। হামলা মোকাবেলা করে জনতা সমাবেশে যোগ দেয়। সকাল থেকে চট্টগ্রামে থেমে থেমে বর্ষণ হয়। বৃষ্টিপাত উপেক্ষা করে নেতাকর্মীরা সমাবেশে যোগ দেন।

গত ২১ সেপ্টেম্বর সিলেট বিভাগ থেকে বিএনপি রোডমার্চ শুরু করে। এরপর ২৩ মার্চ বরিশাল বিভাগ, ২৬ সেপ্টেম্বর খুলনা বিভাগ, ২৯ সেপ্টেম্বর ময়মনসিংহ বিভাগ ও ৩ অক্টোবর ফরিদপুর বিভাগে রোডমার্চ করে। চট্টগ্রাম অভিমুখে রোডমার্চের মধ্য দিয়ে ৬টি রোডমার্চ কর্মসূচি শেষ করে বিএনপি।

রোডমার্চের সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মির্জা ফখরুল বলেন, এই রোডমার্চের মধ্য দিয়ে আমরা সরকারকে সাফ জানিয়ে দিচ্ছি, এখনও সময় আছে পদত্যাগ করেন, সংসদ বিলুপ্ত করে দেন এবং নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের হাতে ক্ষমতা দেন, নতুন নির্বাচন কমিশন গঠন করে নতুন নির্বাচনের ব্যবস্থা করেন। অন্যথায় জনগণ জানে কী করে স্বৈরাচার সরকারকে সরাতে হয়। সেজন্য জনগণ আজকে রাস্তায় নেমেছে। পদত্যাগ না করলে রাজপথেই ফয়সালা হবে। তিনি বলেন, রোডমার্চ শেষ। এখন হবে রাজধানী ঢাকার পতন। চূড়ান্ত আন্দোলনের মাধ্যমে শেখ হাসিনাকে ক্ষমতা ছাড়তে বাধ্য করা হবে। তিনি বলেন, আমাদের আন্দোলন শান্তিপূর্ণ। আমরা চাই এখনও সময় আছে মানে মানে সরে পড়ুন। এজন্য ১৮ অক্টোবর পর্যন্ত সময় দেয়া হয়েছে। এরপর যে আন্দোলন শুরু হবে তাতে সরকার পালানোর পথ পাবে না।

দলীয় নেতা-কর্মীর উদ্দেশে তিনি বলেন, রাজপথ দখল করে রাখতে হবে। শান্তিপূর্ণভাবে দখলে রাখতে হবে। ভবিষ্যতে যদি বাঁচতে চান, দেশকে যদি রক্ষা করতে চান, দেশকে যদি মুক্ত করতে চান আমাদের হাতে কোনো বিকল্প নাই। এই জগদ্দলকে সারিয়ে জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠা করা ছাড়া আমাদের হাতে কোনো বিকল্প নাই। আর কাল বিলম্ব নয়, আমাদেরকে জেগে উঠতে হবে, মানুষকে জাগিয়ে তুলতে হবে এবং রাজপথ দখল করতে হবে। আসুন, সরকার পতনের আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ি। কথা পরিষ্কার, দেশে কোনও নির্বাচনের পরিবেশ নেই। শেখ হাসিনা থাকলে সুষ্ঠু নির্বাচন হতে পারে না। তার অধীনে কোনও নির্বাচন হতে দেবো না। হাসিনার অধীনে আমরা কোনো নির্বাচনে যাবো না। কারণ, ওরা ভোট চোর। এখন আমাদের এক দফা দাবি, হাসিনা তুই কবে যাবি। এই সরকারের একমাত্র উদ্দেশ্য জোর করে ক্ষমতায় টিকে থাকা। দুর্নীতি করার জন্য ওরা টিকে থাকতে চায়। কিন্তু দেশের জনগণ তাকে আর ক্ষমতায় দেখতে চায় না। দেশে বিদেশে কোথাও এই সরকারের কোন বিশ্বাসযোগ্যতা নেই উল্লেখ করে তিনি বলেন, কেউ এই সরকারকে বিশ্বাস করে না। তাদের অধীনে কোন সুষ্ঠু নির্বাচন হতে পারে না। এটা জেনেই বিদেশী বন্ধুরা দেশে সুষ্ঠু, গ্রহণযোগ্য এবং অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন করতে বলছেন। গণতন্ত্রকামী প্রতিটি দেশ এখন সুষ্ঠু নির্বাচনের কথা বলছে।

বিএনপির মহাসচিব বলেন, দেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় নেতা দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে মিথ্যা মামলায় সাজা দিয়ে চিকিৎসার সুযোগ দিচ্ছে না সরকার। খালেদা জিয়া যদি সুস্থ হয়ে জনগণের সামনে দাঁড়ান, তাহলে তারা (আওয়ামী লীগ) একমুহূর্তও দাঁড়াতে পারবে না।

রূপপুর প্রকল্প প্রসঙ্গে তিনি বলেন, রূপপুর পারমানবিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য ইউরিনিয়াম নিয়ে আসছে। ইউরোনিয়াম হচ্ছে ভয়ঙ্কর ভয়াবহ সেই কেমিক্যাল, যে কেমিক্যাল যদি ব্লাস্ট করে তাহলে মাইলের পর মাইল ধ্বংস হয়ে যায়। বছরের পর বছর, প্রজন্মের পর প্রজন্মের মানুষের ওপর তার বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়, মানুষ ক্ষতির মুখে পড়ে। চেরোনোবিলে এরকম বিস্ফোরণ ঘটেছিল সেখানে মাইলের পর মাইল মানুষ ধ্বংসের মুখে পড়েছিল। আজকে কোনো রকমের নিরাপত্তা ব্যবস্থা না রেখে এই সরকার শুধুমাত্র চুরি করার জন্য দুর্নীতির করার জন্য এই প্রকল্প করেছে, যেটাতে সাধারণ মানুষ কোনো উপকার পাচ্ছে না।

চট্টগ্রাম নগরীর কাজির দেউড়ি নূর আহম্মদ সড়কে সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন নগর বিএনপির আহ্বায়ক ডা. শাহাদাত হোসেন। প্রধান বক্তা ছিলেন দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন দলের ভাইস চেয়ারম্যান আবদুল্লাহ আল নোমান, বরকত উল্লাহ বুলু, মীর মোহাম্মদ নাছির উদ্দিন, মোহাম্মদ শাহজাহান, আবদুল আউয়াল মিন্টু। বক্তব্য রাখেন চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা গোলাম আকবর খন্দকার, এস এম ফজলুল হক, যুগ্ম মহাসচিব ব্যারিস্টার মাহাবুব উদ্দিন খোকন, কেন্দ্রীয় নেতা এ এম নাজিম উদ্দিন, মাহবুরের রহমান শামীম, আবুল হাশেম বক্কর, আবুল সুফিয়ান প্রমুখ। বেলা ২টা থেকে রাত সাড়ে ৯টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত এ সমাবেশে চট্টগ্রাম মহানগর উত্তর ও দক্ষিণ জেলা ছাড়াও চট্টগ্রাম বিভাগের বিভিন্ন জেলার নেতারা বক্তব্য রাখেন।

ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া : চন্দনাইশে বিএনপির রোড মার্চে ছাত্রলীগের বাধা : সংঘর্ষ

এদিকে দক্ষিণ চট্টগ্রামের চন্দনাইশে বিএনপির কেন্দ্রঘোষিত রোড মার্চের গাড়িতে হামলা চালিয়েছে ছাত্রলীগ। হামলায় বেশ কয়েকটি গাড়ি ভাংচুর করা হয়। তবে, ছাত্রলীগের বাধায় আটকে যাওয়া গাড়িতে থাকা বিএনপি নেতাকর্মীরা একত্রিত হয়ে পাল্টা হামলা শুরু করলে এক পর্যায়ে ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা পালিয়ে যায়। এসময় সড়কের উভয় পাশে শতাধিক গাড়ি আটকা পড়ে। আটকে পড়া গাড়ির যাত্রীদের মধ্যে আতংক তৈরী হয়। বৃহস্পতিবার (৫ অক্টোবর) দুপুর দুইটার সময় চন্দনাইশ পৌরসভার গাছবাড়িয়া কলেজ গেইট এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। চন্দনাইশ থানার অফিসার ইনচার্জ ওবাইদুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, আমরা খবর পেয়ে দ্রুত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আনি। বান্দরবানের সাবেক এমপি রাজপুত্র সাচিং প্রু জেরীর নেতৃত্বে বেশ কয়েকটি চেয়ারকোচ ও মাইক্রোবাস নিয়ে বিএনপি নেতাকর্মীদের বিশাল একটি বহর চট্টগ্রামের রোডমার্চে যাচ্ছিল। এতে ছাত্রলীগ হামলা করে। পরে বিএনপির কর্মীরা গাড়ি থেকে নেমে তাদের প্রতিরোধ করে। এরপর গাড়ির বহর চট্টগ্রাম চলে যায়।

চট্টগ্রামের মীরসরাইতে সমাবেশে বিএনপির মহাসচিব বলেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকার ছাড়া নির্বাচন মানি না। বিগত ২০১৪ ও ২০১৮ সালে ভোট চুরির করে অবৈধ ক্ষমতা দখল করেছেন। বিভিন্ন দেশে দেশে ঘুরে কোথাও সমর্থন পাইনি। এবার আর রক্ষা নাই। নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে ভোট দিতে হবে এবং জনগণের হাতেই নির্বাচিত সরকার ক্ষমতা হস্তান্তর করবে। বৃহস্পতিবার বিকাল সাড়ে ৪ ঘটিকায় বিএনপির কেন্দ্রীয় কর্মসূচীর অংশ হিসেবে কুমিল্লা থেকে রোডমার্চে মীরসরাই পৌর সদরে অনুষ্ঠিত পথসভায় এই সব কথা বলেন বিএনপি মহ-াসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

মীরসরাই উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক শাহিদুল ইসলাম চৌধুরী সভাপতিত্বে এবং সদস্য সচিব গাজী নিজামের সঞ্চলনায় এই সময় আরো উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন বিএনপি স্থায়ী কমিটির সদস্য আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী, বেগম জিয়ার উপদেষ্টা আবুল খায়ের ভূইয়া, কেন্দ্রীয় যুগ্ম সম্পাদক ব্যারিষ্টার মাহবুব উদ্দিন খোকন, কেন্দ্রীয় ভাইস চেয়ারম্যান বরকত উল্যাহ বুলু, ফটিকছড়ি বিএনপি আহ্বায়ক কর্ণেল আজিম উল্যা চৌধুরী বাহার, উত্তর জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক নুরুল আমিন, যুগ্ম আহ্বায়ক নুরুল আমিন চেয়ারম্যানসহ জেলা উপজেলা কেন্দ্রীয় কমিটিয় নেতৃবৃন্দ।

এর আগে সরকার পতনের লক্ষ্যে বিএনপির ধারাবাহিক রোডমার্চের সর্বশেষ কর্মসূচি বৃহস্পতিবার কুমিল্লা, ফেনী ও চট্টগ্রাম রোডমার্চ শুরু হয়েছে। বৈরী আবহাওয়া উপেক্ষা করে সকাল ৭টা থেকে হাজার হাজার নেতাকর্মী ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের কুমিল্লার কালাকচুয়ায় জড়ো হতে থাকে। বৃষ্টির কারণে নির্ধারিত সময়ের দুই ঘন্টা পর সকাল ১১টায় ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের কুমিল্লার বুড়িচং উপজেলার কালাকচুয়ায় খন্দকার ফুড গ্যালারি প্রাঙ্গণে উদ্বোধনী সমাবেশের মধ্য দিয়ে রোডমার্চ শুরু হয়।

সমাবেশের প্রধান বক্তা বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেন, আজ বাংলাদেশের মানুষ এক পক্ষে, হাসিনার রেজিম এক পক্ষে। এদের শক্তি কিছু দুর্বৃত্ত, পুলিশ, আমলা রাজনীতিবিদ। আগামী কিছুদিন কঠিন সময় পার করতে হবে। রাস্তা ছাড়া যাবে না। আজ সকল পক্ষ গণতান্ত্রিক আন্দোলনে শামিল হয়েছে। সমাবেশে কুমিল্লা দক্ষিণ জেলা বিএনপির আহ্বায়ক হাজী আমিনুর রশীদ ইয়াছিনের সভাপতিত্বে ও কুমিল্লা মহানগর বিএনপির আহ্বায়ক উৎবাতুল বারী আবু ও দক্ষিণ জেলা বিএনপির সদস্য সচিব হাজী জসীমের সঞ্চালনায় বক্তব্য দেন বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান বরকত উল্লাহ বুলু, মোহাম্মদ শাহজাহান, আব্দুল আওয়াল মিন্টু, চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা মনিরুল হক চৌধুরী, সাংগঠনিক সম্পাদক মোস্তাক মিয়া, প্রচার সম্পাদক শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানী, নির্বাহী কমিটির সদস্য জাকারিয়া তাহের সুমন, মো. আবুল কালাম, ইঞ্জিনিয়ার খালেদ হোসেন মাহবুব শ্যামল, শেখ ফরিদ আহমেদ মানিক প্রমুখ।

কুমিল্লা জেলার বিভিন্ন উপজেলা থেকে বাস,ট্রাক, মাইক্রোবাস, মোটরসাইকেল নিয়ে হাজার হাজার নেতাকর্মী রোডমার্চের বহরে যোগ দেন। রাস্তার দুই ধারে দাঁড়িয়ে উৎসুক জনতা ও দলীয় নেতাকর্মীরা রোডমার্চের বহরকে স্বাগত জানান। দ্বিতীয় পথসভা হয় কুমিল্লা সদর দক্ষিণের সোয়াগাজীতে।

বৃহস্পতিবার বিকেলে ফেনী জেলা বিএনপি আয়োজিত রোডমার্চ উপলক্ষে পথসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মির্জা ফখরুল বলেন, প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের শাহাদাতের পরে যিনি স্বাধীনতার পতাকা হাতে তুলে ধরেছেন সে আমাদের মা, গণতন্ত্রের মা, আপনাদের মেয়ে দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া তিনি আজ চিকিৎসার সুযোগ পায় না। ডাক্তাররা বলেছেন তার উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে বাহিরে পাঠানো দরকার। এ ভয়াবহ ফ্যাসিস্ট, এ হায়নার দল, এ ডাকাতের দল তারা আমাদের নেত্রীকে বিনা চিকিৎসায় হত্যা করতে চায়। তারা খালেদা জিয়াকে সরিয়ে দিতে পারলে তাদের রাস্তা পরিস্কার হয়।

প্রধান বক্তার বক্তব্যে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমির খসরু মাহমুদ বলেন, বাংলাদেশের মানুষ আর একদিনও অপেক্ষা করতে রাজি না। এ সরকারের সময় শেষ হয়ে গেছে। এখন আছে শুধু তাদের মুখের জোর। তাদের মুখ দিয়ে অতি নিম্নমানের কথাবার্তা বের হচ্ছে। তারা এখন দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া ও তারেক রহমানকে নিয়ে বিভিন্ন মন্তব্য করে যাচ্ছে। আমি বলতে চাই তাদের এসব কথার জবাব সময়মত দিবে এ বাংলাদেশের মানুষ।

রোডমার্চ উপলক্ষে সকাল থেকে ফেনী, নোয়াখালী, লক্ষীপুর জেলার হাজার হাজার নেতাকর্মী ফেনীর মহিপালে মহাসড়কের পাশে অবস্থান নেয়। রোডমার্চ উপলক্ষে পথসভায় সভাপতিত্ব করেন ফেনী জেলা বিএনপির আহ্বায়ক শেখ ফরিদ বাহার। সঞ্চলনায় ছিলেন যুগ্ম আহবায়ক এম এ খালেক, আনোয়ার হোসেন পাটোয়ারী ও গাজী হাবীব উল্লাহ মানিক।



ভারতীয় সংবাদ মাধ্যমে নিবন্ধ

ড. ইউনূসের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা ভাবমর্যাদা ক্ষুন্ন করতেই

ঢাকা ডেস্ক: বাংলাদেশের নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসকে গত৫ অক্টোবর বৃহস্পতিবার দুর্নীতির মামলায় জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) তদন্তকারীরা ।প্রফেসর ইউনূস বলেছেন, তিনি কোন অন্যায় করেননি, তাই উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নেই । বিশ্বব্যাপী ক্ষুদ্রঋণ ও সামাজিক ব্যবসার অগ্রদূত হিসেবে স্বীকৃত প্রফেসর ইউনূসের বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থার প্রতি পূর্ণ আস্থা রয়েছে । ত্রিপুরাভিত্তিক ভারতীয় নিউজ ওয়েবসাইট ত্রিপুরাইনফো ডট কম এ ভারতের সিনিয়র সাংবাদিক নাভা ঠাকুরিয়া এক প্রতিবেদনে এসব কথা লিখেছেন । তার লেখা এই প্রতিবেদন পাঠকের জন্য তুলে ধরা হলো ।



ত্রিপুরাইনফো ডট কম এ নাভা ঠাকুরিয়া আরো লিখেছেন : বলাবাহুল্য যে, মৃদুভাষী এই ভদ্রলোকের (ড. ইউনূসের) ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার জন্য বাংলাদেশ সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তিদের সর্বশেষ প্রচেষ্টাগুলোর মধ্যে এটিও একটি । নোবেলজয়ী, নির্বাচিত কর্মকর্তা, ব্যবসায়ী ও সুশীল সমাজের নেতারাসহ ১৭৫ জনেরও বেশি বিশ্বনেতা সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে প্রফেসর ইউনূসের বিরুদ্ধে সব আইনি কার্যক্রম স্থগিত করার আহ্বান জানিয়েছেন ।

এর আগে ৪০ জন বিশ্ব ব্যক্তিত্ব পৃথক চিঠিতে তাকে নিয়ে সরকারের খারাপ আচরণের বিষয়ে শেখ হাসিনাকে লিখেছিলেন । এমনকি ৩৪ জন বিশিষ্ট বাংলাদেশী নাগরিকও প্রফেসর ইউনূসের পক্ষে কথা বলেছিলেন । আসন্ন জাতীয় নির্বাচনে তিনি (শেখ হাসিনা) টানা চতুর্থ মেয়াদের জন্য ভোটারদের ম্যান্ডেট চাইবেন । সর্বাধিক পুরস্কৃত বাংলাদেশী ভদ্রলোকের (ইউনূসের) বিরুদ্ধে তিনি তার শত্রুতা চালিয়ে যাচ্ছেন ।

গম্প্রতি, জাতিসংঘের মানবাধিকার কার্যালয়ও প্রফেসর ইউনূসকে সমর্থন করে এক বিবৃতি জারি করে বলেছে যে, তারা তার বিরুদ্ধে নেতিবাচক প্রচারণা নিয়ে উদ্বিগ্ন । এরপর অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালও একটি বিবৃতি দিয়েছিল । সেখানে তারা জোর দিয়ে বলেছিল যে, হাসিনা প্রফেসর ড. ইউনূসকে হয়রানি ও ভয় দেখানোর জন্য 'শ্রম আইনকে অস্ত্র' হিসেবে ব্যবহার করছেন ।

এখানে প্রশ্ন উঠে যে, দারিদ্রমুক্ত বিশ্বের জন্য বিশ্বব্যাপী যিনি প্রচারণা চালাচ্ছেন (ড. ইউনূসের) তার বিরুদ্ধে শেখ হাসিনা কেন এতো আগ্রাসী? জবাব দিয়েছেন নাভা ঠাকুরিয়া নিজেই : এক্ষেত্রে, প্রথম অনুমান, শেখ হাসিনা নিজেই ২০০৮ সাল থেকে তার 'অসাধারণ' কাজের জন্য স্বীকৃতি চাচ্ছেন (সম্ভবত নোবেল পুরস্কারের মাধ্যমে) । ইদানিং, সুশীল সমাজ এমন জল্পনাকে স্বাগত জানাচ্ছে যে, আসন্ন নির্বাচনে সম্মিলিত বিরোধী দলগুলো (বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের নেতৃত্বে) প্রফেসর ইউনূসকে তাদের নেতা হিসেবে সামনে আনতে পারে ।

এখানে উল্লেখ করা বাহুল্য যে, প্রফেসর ইউনূস ২০০৭ সালে একটি রাজনৈতিক দল (নাগরিক শক্তি) গঠনের চেষ্টা করেছিলেন । কিন্তু, দ্রুতই তিনি ওই ধারণাটি ত্যাগ করেছিলেন । যাই হোক, শেখ হাসিনা এবং তার সমর্থকরা এখনও প্রফেসর ইউনূসকে তার রাজনৈতিক ক্যারিয়ারের শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে ধরে থাকে । আর তাই তিনি সম্ভাব্য প্রতিটি সুযোগে প্রফেসর ইউনূসকে অপমান করে চলেছেন ।

আগামী কয়েক মাসের মধ্যে বাংলাদেশে সাধারণ নির্বাচন । বিরোধী জোট এখনও অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের স্বার্থে শেখ হাসিনার পদত্যাগ দাবি করছে বলে সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা অব্যাহত রয়েছে । তারা আগামী নির্বাচন পরিচালনার জন্য নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক প্রশাসনের দাবি করছে, যাতে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ নির্বাচনে কারচুপি না করতে পারে; অন্যথায়, আগের মতো তারা জাতীয় নির্বাচন বয়কট করতে পারে ।

ল'অফিস অব
রুমা জান্নাতুল
ইমিগ্রেশন ল' অফিস
কানুন কার্যালয়



- ইমিগ্রেশন
  * গ্রীন কার্ড * সিটিজেনশিপ
  * এসাইলাম * আপিল
  * I-130 * বিজনেস ইমিগ্রেশন
- ডিভোর্স / ম্যাট্রিমনিয়াল
  * চাইল্ড সাপোর্ট * কাস্টডি
- এক্সিডেন্ট এন্ড ইনজুরি
- রিয়েল স্টেট ক্লোজিং
- ল্যান্ডলর্ড এন্ড ট্যানেন্ট
  * ইভেকসান
- সিভিল কোর্ট প্রসিডিংস

৬ দিনই খোলা

এটর্নী জান্নাতুল রুমা
জুরিস ডক্টর
এটর্নী এ্যাট ল' (নিউইয়র্ক)

বিশ্বস্ততার সাথে বাংলাদেশী কমিউনিটিকে আইনি সহায়তা প্রদান

(516) 549-6707
(718) 427-1233
37 11 74th Street,Suite # F2
Jackson Heights, NY 11372
rumalawny@gmail.com
www.rumalawny.com

TODAY'S DENTAL
86-30 Broadway, 2nd Fl, Elmhurst, NY 11373.
Corner of Broadway & Justice Ave
Tel: 718-760-5500



আমরা সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করে থাকি।





দাত ও মাড়ির সর্বাধুনিক সুচিকিৎসার জন্য

আপনাদের সেবায়

ডাঃ কাজী জাফরি সাত্তার
ডাঃ এ. এ. আব্দুল কাদের ডিডিএস (ইউনিক ডেন্টাল)

আমরা বাংলায় কথা বলি

REQUEST A FREE CONSULTATION
718-760-5500

HOW TO REACH US
Top of Grand Ave Station
By Train - M, R Train
By Bus - Q 53, Q 58, Q 60 Queens Blvd.



বাড়ি-ক্রয়-বিক্রয়ের বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য রিয়েলটর



MURSHEDA ZAMAN
Lic. Real Estate Sales Person
171-21 Jamaica Ave., Jamaica 11432
844-464-3262
E-mail: murshedazaman@gmail.com

MLS
যোগাযোগ

Cell: 917-502-6445



গান শিখুন
বাংলাদেশ কমিউনিটির সঙ্গীত অঙ্গনে অতি পরিচিত মুখ
সবিতা দাস
উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতসহ সব ধরনের নৃত্য, গান ও তবলা শিক্ষা দেয়া হয়। বাংলা শিক্ষা ফ্রি
বহ্নিশিখা সঙ্গীত নিকেতন
৩৫-১৮, ৩৩ স্ট্রীট, এষ্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
যোগাযোগঃ (৭১৮) ৭২১-৩৬৫১, ৭১৮-৮১০-৬৮৫৮

সাবেক মন্ত্রী জিয়াউদ্দিন আহমেদ বাবলু স্মরণে নিউইয়র্কে সভা অনুষ্ঠিত



নিউইয়র্ক: জাতীয় পার্টির প্রয়াত মহাসচিব সাবেক মন্ত্রী ও ডাকসু'র সাবেক জিএস জিয়াউদ্দিন আহমেদ বাবলু স্মরণে যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় পার্টি নিউইয়র্কে সভা করেছে। মরহুম বাবলু'র দ্বিতীয় মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে গত ২ অক্টোবর সোমবার সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় জ্যাকসন হাইটের ঢাকা গার্ডেন রেষ্টুরেন্টে এই সভার আয়োজন করা হয়। যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় পার্টির সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা হাজী আবদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভা পরিচালনা করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক আবু তালেব চৌধুরী চান্দু। সভায় যুক্তরাষ্ট্র জাপা'র উপদেষ্টা ও সাবেক কমিশনার মোহাম্মদ আলী, সিনিয়র সহ সভাপতি জসিম চৌধুরী, সহ সভাপতি এডভোকেট হারিস উদ্দিন আহমেদ, ডা. মোহাম্মদ সেলিম, যুগ্ম সাংগঠনিক সম্পাদক মীর জাকির, মহিলা সম্পাদিকা জেসমিন আকতার চৌধুরী, যুব সম্পাদক শফিউল আলম, যুগ্ম দপ্তর আবদুল মোতালেব, সদস্য হাসান আলী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

সভার শুরুতে মরহুম জিয়াউদ্দিন আহমেদ বাবলুর প্রতি স্মৃতিচরণ করে দোয়া ও মিলাদ শরীফ শেষে তার বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা এবং পরকালে মহান আল্লাহতায়ালা যেন তাকে জান্নাতুল ফেরদৌস দান করেন সেই প্রত্যাশা করা হয়। পাশাপাশি তার জন্য প্রবাসীদেরও দোয়া কামনা করা হয়। এছাড়াও তার পরিবারের প্রতি সমাবেদনা জানানো হয়।

সভায় বক্তারা বলেন, জিয়াউদ্দিন আহমেদ বাবলু ছিলেন একজন রাজনৈতিক মানুষ, জাতীয় পার্টির মহ-াসচিব থাকার সময় বাংলাদেশের প্রতিটি গ্রামে, উপজেলা মহানগর কমিটি সুসসংগঠিত করে বাংলার মানুষের হৃদয়ে একজন মহান ব্যক্তির আসন গ্রহণ করেন। পার্টির প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ তাকে সন্তানের মতো দেখতেন। আজ জাতীয় পার্টির এই সময়ে জিয়াউদ্দিন আহমেদ বাবলুর মতো নেতার অতি প্রয়োজন ছিল। তিনি মাটি ও মানুষের নেতা ছিলেন। সব সময় দেশের মানুষের কথা চিন্তা করিতেন। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

SNS এসএনএস একাউন্টিং এন্ড জেনারেল সার্ভিসেস
(একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান)
একাউন্টিং
ইনকাম ট্যাক্স, ব্যক্তিগত(Individual all States), কর্পোরেশন, পার্টনারশীপ, নট ফর প্রফিট ট্যাক্স, সেলস ট্যাক্স, বুককিপিং এন্ড একাউন্টিং এবং আইআরএস -এর সাথে সমস্যা সমাধানে পরামর্শ।
ইমিগ্রেশন
সিটিজেনশীপ পিটিশন, নিকটাত্মীয়দের জন্য পিটিশন, এ্যাফিডেভিড অব সাপোর্ট, বার্থ সার্টিফিকেট এর এ্যাফিডেভিড এবং অন্যান্য ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত বিষয়াদি।
Authorized e-file PROVIDER
Electronic Filing & Direct Deposit 2021 For Accurate Faster & Secure Refund
প্রফেশনাল করস্পন্ডেন্স, ট্রান্সলেশন সার্ভিস।
নোটারী পাবলিক
ফ্যাক্স সার্ভিস
রেজ্যুমি
দক্ষতার সাথে রেজ্যুমি ও কভারিং লেটার প্রস্তুত করা হয়।
রেজিষ্ট্রেশন
বিজনেস সার্টিফিকেট ও কর্পোরেশন রেজিষ্ট্রেশন
দ্রুততম উপায়ে আমেরিকার বিভিন্ন স্টেটের কাস্টমার্সদের ইনকাম ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশন বিষয়ক সার্ভিস দেওয়া হয়।
অফিস সময় : সোমবার থেকে শুক্রবার সকাল ১০টা- রাত ৮টা। শনি ও রোববার সকাল ১১ টা-রাত ৮টা
"EXPERIENCE COUNTS, TRUST US, WE SERVE YOU BETTER"
আমাদের রয়েছে ২৫ বছরের বেশি- বিধিসম্মত -নির্ভুল ট্যাক্স ফাইলিং এর দক্ষতাও অভিজ্ঞতা
যোগাযোগ করুন ঃ এম এ কাইয়ূম
৩৫-৪২ ৩১ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক- ১১১০৬
ফোন ঃ ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩, ৭১৮-৬৮৫-২০১০ ফ্যাক্স ৭১৮-৩৬১-৬০৭১
(এন এবং ডব্লিউ ট্রেনে ৩৬ এভিনিউ সাবওয়ের নিকটে)



দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সফল এটর্নী
Accident Cases, Medical Malpractice & Legal Malpractice
SHEIKH SALIM
Attorney at Law
এটর্নী আপনার বাসায় যাবেন, ইভিনিং এবং উইকএন্ডে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ
• কন্ট্রাকশন দুর্ঘটনা • ভুল চিকিৎসা • ত্রুটিপূর্ণ পণ্য ক্রয়
• স্ক্যাফোল্ড বা মই থেকে পড়ে দুর্ঘটনা • মটর গাড়ি দুর্ঘটনা • অ্যাসবেস্টস থেকে ক্ষতি
• লেড বিষ সম্পর্কীয় • কাজের সময় দুর্ঘটনা • মিসিনারি ওয়েজ বা ওভারটাইম না পাওয়া
• বার্থ রিলেটেড ইনজুরি • পিছলে পড়া, হোঁচট খাওয়া • যে কোন ধরনের ইমিগ্রেশন কেস
এছাড়াও ১০০% নিশ্চয়তা সহকারে এসাইলাম কেস পরিচালনা করি
Sheikh Geroulakis & Ladyzhensky, PLLC
Attorneys at Law
225 Broadway, Suite 630, Manhattan, NY 10007
Phone: 212-564-1619 / 347-873-5428



Wasi Choudhury & Associates LLC
SERVICES
আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?
• Represent Taxpayers for I.R.S./ State Audit
• Tax Preparation: Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
• Accounting: Payroll, Sales Tax, etc.
• Business Licenses
• ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রয়োজনে ফলো করা হয়।
ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে ও পেমেন্ট করতে পারেন
Wasi Choudhury, EA
Admitted to practice before the IRS
সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টি, বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক
Member : naea
প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির কল্যাণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক এর সদস্য পদ গ্রহণ / নবায়ন করার এবং এর প্রতিটি কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার অনুরোধ রইল।
37-22, 61 Street, 1st Fl, Woodside, NY 11377 Tel: 718-205-3460, 718-440-6712, Fax: 718-205-3475, e-mail: wasichoudhury@yahoo.com

Sale ! Sale!! বিশেষ মূল্যহ্রাস Sale ! Sale!!



এয়ার লাইন্সের অভিজ্ঞ প্রাক্তন কর্মচারিদের ব্যবস্থাপনায় নিউইয়র্কের বাঙ্গালী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটস-এ অবস্থিত

ইউনাইটেড ট্রাভেলস ইনক

Umra Hajj-এর টিকেট ও Vissa-এর জন্য যোগাযোগ করুন

ভ্রমন জগতে একটি বিশ্বস্ত নাম

UNITED TRAVELS INC.



37-22 73rd Street, Suit#1C, Jackson Heights, NY- 11372. Tel: 718-899-7799, 718-899-7796, Fax: 347-612-4030

নিউইয়র্কের বাইরের স্টেট থেকেও সহজে টিকিট পেতে হলে যোগাযোগ করুন

After office Please Con Abdul Latif Bhuiyan Cell: 646-

Biman, Emirate, Eithihad Kuwait, Qatar & Soudia সহ বিশ্বের সকল সকল এয়ার লাইন্সের টিকেট বিক্রয় হয়।

বিরাট মূল্যহ্রাস

নিউইয়র্কের সবচেয়ে পুরনো এবং বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট

Concorde Travels

কনকর্ড ট্রাভেল

২৬ বছর থেকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

আসন সংখ্যা সীমিত

আজই আপনার আসন সংরক্ষণ করুণ







সউদিয়াতে উমরার জন্য বিশেষ সেল চলছে

সবচেয়ে কমদামে ঢাকা-নিউইয়র্ক আসার টিকেট সেল করা হয়

Emirates السعودية SAUDIA الإتحاد ETIHAD KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES QATAR AIRWAYS القطرية

37-47 73rd St, Suite # 211 (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372

Tel : 212-563-2800, 347-448-6175, Cell : 917-355-7374 | Email : concordtravel@aol.com

SECI

বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন

ছুটির দিনে যুক্তরাষ্ট্রে সোনালী এক্সচেঞ্জ হাউজ খোলা

- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ এক্সচেঞ্জ রেট
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ রেটও সমান
- আমাদের বিকাশ সার্ভিসের রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি আড়াই শতাংশ সরকারী প্রণোদনা পাবার নিশ্চয়তা



blaze ব্লেজ নামীয় সার্ভিসের মাধ্যমে ২৪/৭/৩৬৫ ভিত্তিতে মাত্র ৫ সেকেন্ডের মধ্যে রেমিট্যান্স প্রেরণ করুন।

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-829-3875	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন – আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্‌ক

SONALI EXCHANGE CO. INC.

(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)

LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE NY DFS, NJ DB&I, MI DIFS, GA DB&F AND MD OCFR

যুক্তরাজ্যে শেখ হাসিনার সংবর্ধনাস্থলের বাইরে বিএনপি ও বিভিন্ন সংগঠনের ব্যাপক বিক্ষোভ



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: লন্ডনের ওয়েস্টমিনিস্টারের মেথডিস্ট সেন্ট্রাল হলে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সংবর্ধনা স্থলের বাইরে যুক্তরাজ্যে বসবাসরত হাজার হাজার বিএনপি ও তার অঙ্গ সংগঠন সমূহ এবং বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠনের নেতা কর্মীরা সম্মিলিত ভাবে ব্যাপক শো ডাউন ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে। গত ২ অক্টোবর সোমবার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সংবর্ধনা অনুষ্ঠান ও বিএনপির বিক্ষোভ কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে ওই এলাকায় বিপুলসংখ্যক পুলিশ মোতায়েন করে লন্ডন মেট্রোপলিটন পুলিশ। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও সামাজিক অগ্রগতির স্বীকৃতি দিতে যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে সংবর্ধনা দেয়া হয়। অনুষ্ঠানস্থল এবং তার আশপাশের এলাকায় শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে অর্ধশতাধিক পুলিশ ভ্যান এবং কয়েক শত পুলিশ সদস্য কাজ করে।

এদিকে সংবর্ধনা স্থলের বাইরে যুক্তরাজ্য বিএনপির সভাপতি ও বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা এম এ মালেকের নেতৃত্বে সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়াকে উন্নত চিকিৎসার জন্য দেশের বাইরে পাঠানো এবং নির্দলীয় সরকারের অধীনে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দাবিতে এই বিক্ষোভে অংশ নেয় প্রবাসী বিএনপি ও তার অঙ্গ সংগঠন সমূহ এবং বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠনের নেতা কর্মীরা। বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ চলাকালিন সময় সমাবেশ স্থলে উপস্থিত ছিলেন বিএনপি কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক মাহিদুর রহমান, যুক্তরাজ্য বিএনপির সাধারণ সম্পাদক এম কয়সর আহমেদ, মানবাধিকার সংগঠন পিচ ফর বাংলাদেশের চেয়ারম্যান মোঃ ডলার বিশ্বাস ও সেক্রেটারী মোঃ মাহিন খান, সাপ্তাহিক সুরমা নিউজের প্রধান সম্পাদক ও সিনিয়র সাংবাদিক শামসুল আলম লিটন, যুক্তরাজ্য জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের সাধারণ সম্পাদক ব্যারিস্টার হামিদুল হক আফেন্দী লিটন, যুক্তরাজ্য বিএনপির প্রচার সম্পাদক ডালিয়া বিনতে লাকুডিয়া, যুক্তরাজ্য বিএনপি নেতা মাওলানা শামীম, যুক্তরাজ্য স্বেচ্ছাসেবক দল সহ সভাপতি মোঃ ফয়েজ উল্লাহ, কেন্দ্রীয় যুবদল সহ-সভাপতি আশিকুর রহমান আশিক, মানবাধিকার সংগঠন ফাইট ফর রাইটস ইন্টারন্যাশনালের সভাপতি মোঃ রায়হান উদ্দিন, নিরাপদ বাংলাদেশ চাই ইউকের সভাপতি মুসলিম খান-সহ আরও অনেকে।

যুক্তরাজ্য বিএনপির সভাপতি এম এ মালেক সমাবেশস্থলে উপস্থিত গনমাধ্যমের সাথে দেয়া সাক্ষাতকারে বলেন, আমাদের নেত্রী খালেদা জিয়ার উন্নত চিকিৎসার জন্য দেশের বাইরে প্রেরণ ও নির্দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে লন্ডনে দুই দিনব্যাপী বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করছি। আগামীকালও আমরা শেখ হাসিনার হোটেলের সামনে বিক্ষোভ করব। অবিলম্বে আমাদের নেত্রীকে মুক্তি দিয়ে বিদেশে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে।

মানবাধিকার সংগঠন পিচ ফর বাংলাদেশের চেয়্যারম্যান মোঃ ডলার বিশ্বাস গনমাধ্যমকে বলেন, 'গনতন্ত্রের হত্যাকারী অবৈধ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ইউকেতে স্বাগত জানানো হবে না। অনতিবিলম্বে বাংলাদেশে একটি নিরপেক্ষ তত্বাবধায়ক সরকারে অধিনে নির্বাচন দিয়ে গনতন্ত্র ও মানবাধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে।' এদিকে সংগঠনটির সেক্রেটারী মোঃ মাহিন খান গনমাধ্যমকে জানান, আমরা পিচ ফর বাংলাদেশের পক্ষ থেকে এই ডেমোনেস্ট্রেশনে অংশ গ্রহন করেছি। বাংলাদেশের ইলিগ্যাল প্রধানমন্ত্রী, যিনি গনতন্ত্রের এই জন্মভূমিতে এসেছেন। আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। আমরা চাই তিনি এখান থেকে চলে যাক এবং বাংলাদেশে গনতান্ত্রিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে তিনি নিরপেক্ষ তত্বাবধায়ক সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে পদত্যাগ করুক।

মেট্রোপলিটন পুলিশের সহযোগিতায় রাস্তা বন্ধ করে দিয়ে ও শত শত পুলিশের নিরাপত্তা বেস্টনি সহকারে হাজার হাজার প্রবাসী নেতা কর্মীরা বিশাল বিক্ষোভ মিছিল সহকারে ওয়েস্টমিনিষ্টারের দিকে রওয়ানা দেয়। শ্লোগানে শ্লোগানে উত্তাল বিক্ষোভ মিছিলটি দীর্ঘ প্রায় ২ মাইল পথ অতিক্রম করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে সংবর্ধনা দেয়ার স্থান ওয়েস্টমিনিস্টার মেথডিস্ট সেন্ট্রালে গিয়ে পৌছায়।

বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশে বিএনপির বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠন ছাড়াও যুক্তরাজ্য ভিত্তিক মানবাধিকার সংগঠন পিচ ফর বাংলাদেশ, ইকোয়াল রাইটস ইন্টারন্যাশনাল, ফাইট ফর রাইটস ইন্টারন্যাশনাল, নিরাপদ বাংলাদেশ চাই ইউকে সহ আরো অনেক সংগঠন।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ত এজেন্টের সহায়তা নিন

WIN ZONE Realty Inc.

আমাদের সেবা সমূহ:
- বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- লোন মোডিফিকেশনে (Loan Modification) ফ্রি সহায়তা
- ফরক্লোজারে (Foreclosure) ফ্রি সহায়তা
- আরইও (REO) বা ব্যাংকের বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- ট্যাক্সলিনের-এর (Taxlien) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- সট সেলের (Short Sale) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- বাণিজ্যিক, আবাসিক বা মিক্স ইউজ (Mix Use) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ততার সাথে ১৬ বৎসর ধরে কমিউনিটিকে সহায়তা করছি।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে আপনার সহযোগিতায় আমরা আছি আপনার পাশে



MOHAMMED ISLAM (SHAMSU)

81-15 Queens Blvd, Elmhurst, NY 11373
Cell: 917-586-2172, Phone: 718-899-7000, Email: mishamsu@gmail.com

Jumbo Travel, Inc.

Your agent for Air, Cruise, Tour, Vacation, Hajj & Umrah Package



WINTER টিকেটের আকর্ষণীয় মূল্য হ্রাস

সবচেয়ে কম মূল্যে গ্যারান্টিযুক্ত রিটার্ণ টিকেটের জন্য আজই যোগাযোগ করুন



Ali A. Chowdhury
Managing Director

Tell: 718-267-9651
Cell: 917-478-7131
Faz: 718-267-1922

30-10 35th Street
Astoria, NY 11103
jumbotravelusa@aol.com

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ



ডাঃ আতাউল ওসমানি
এম.ডি
ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
৭১৮-৬৩৬-০১০০

ডাঃ ফেরদৌস খন্দকার
এম.ডি, এফএসিপি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Brooklyn
20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
(Betw. Bedford & Nostrand Ave)
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

Jackson Heights
70-17 37th Avenue
(Betw. 70 & 71st Street)
East Side of BQ Express Way
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

BISMILLAH HALAL LIVE POULTRY MEAT & FISH MARKET

বিসমিল্লাহ হালাল লাইভ পোল্ট্রি, মিট এন্ড ফিস মার্কেট

New Price বিশাল মূল্যহ্রাস



রেড/ব্লাক চিকেন $3.25/lb

১০টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ৩টি ফ্রি
৬টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ১টি ফ্রি (৩টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)
৩টি হার্ড চিকেন $12.99 (১টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)



প্রতিদিন জবেহ করা হালাল মাংসের মধ্যে রয়েছে-
রেওলার গোট $4.49/lb বেবি গোট $6.49/lb



বিমানে আসা তাজা মাছসহ আমাদের এখানে পাবেন লাইভ ফিস
এছাড়াও আমাদের এখানে সুলভ মূল্যে পাওয়া যাবে বাংলাদেশের যাবতীয় ব্লকের মাছ

বোয়াল, আইড়, কোরাল, পাবদা, স্টার বাইন, লং বাইন, চিতল, কাতলা, বাছা ও শোল



লাইভ তেলাপিয়া	$3.49/lb
লাইভ বাফেলো	$3.49/lb
আমেরিকান ইলিশ	$1.99/lb
দেশী রুই	$1.79/lb
Herring Fish (চাপিলা মাছ)	$2.49/lb
Porgy	$1.49/lb

শাইড কাটকিন, স্যালমন, স্ট্রাইপ বাস, সীবাস, স্নেপার, হ্যালিবুট, ব্রিম্স, বাংলাদেশী গলদা চিংড়ি এবং ইলিশ মাছ

স্পেশাল

দেশী স্যালমন ফ্রাইস	$ 17.99
আমিন স্যালমন ফ্রাইস	$ 17.99
আমিন স্যালমনেলস ফ্রাইস	$ 9.99
ফ্রোজেন স্যালমন ফ্রাইস	$ 18.99
পাম্পার স্যালমন ফ্রাইস	$ 13.99
সুলতানা স্যালমন ফ্রাইস	$ 12.99

ফ্রি ডেলিভারী মিনিমাম ৫০ ডলার

EBT & Foodstamp

Open 7 Days: 8:00am to 7:30pm
Direction: R, Q, V train to Northern Blvd

37-15, 55th Street, Woodside, NY 11377 (Bet. 37&38 Ave)
718.205.7200 917.295.4011

ইমিগ্রেশন / এসাইলাম সেন্টার: গ্রীন কার্ড ও নাগরিকত্ব



কম্যুনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

লিগ্যাল নেটওয়ার্ক এ আসুন!

আমেরিকায় আইনানুগ বসবাস এনে দিতে পারে জীবনের প্রশান্তি। ইমিগ্রেশন/লিগ্যাল ইস্যুতে ছোট্ট একটি ভুলের জন্য অনেক বড় খেসারত অনেককেই দিতে হয়েছে। ঐ ভুলটি না করার জন্য কয়েক ডজন এটর্নী সিপিএ এবং আর্কিটেক্টদের সমন্বয়ে গড়া **লিগ্যাল নেটওয়ার্কের নিম্নোক্ত সেবা গ্রহন করুন:**

● নাগরিকত্ব, গ্রীনকার্ড, এসাইলাম, ম্যারেজ, ইনভেস্টমেন্ট, স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট, স্টপ ডিপোর্টেশন, এপ্লাই ফর সিটিজেনশিপ, অ্যাডভান্স প্যারোল, (রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীরা বিশেষ ব্যবস্থায় দেশে ঘুরে আসুন) ● ক্রিমিনাল (ষ্টেট/ফেডারেল) ● সিভিল লিটিগেশন: বিজনেস, ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট/ কাস্টোডি, স্টপ ফর-ক্লোজার, (নিজ বাড়ী রক্ষা করুন), পার্টনারশীপ, বিজনেস এগ্রিমেন্ট, ল্যান্ডলর্ড/টেন্যান্ট, ● এক্সিডেন্ট কেইস: পারসোনাল ইনজুরী/ স্লীপ এন্ড ফল ইত্যাদি ● ট্যাক্স ফাইল (ব্যক্তিগত এবং বিজনেস) ● ফাইল ফর কর্পোরেশন এবং নট ফর প্রফিট কোম্পানী, ● বুক কিপিং ও অন্যান্য ● বাড়ীর ভায়োলেশন রিমুভ, লিগ্যাল বেইজমেন্ট, প্রপার্টি কনভার্শন (এক ফ্যামিলি থেকে বহু ফ্যামিলি), রিমুভ ফাইন-সিটি/স্টেট এজেন্সীস।

ইদানীং ইমিগ্রেশন আইন সহ বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হচ্ছে যার সাথে ইমিগ্র্যান্টদের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ সময়ে ইমিগ্র্যান্টরা কোন বিষয়েই কোন প্রকার ভুল এফোর্ড করে না। সুতরাং গ্রোসারি ষ্টোরের মতো গজিয়ে ওঠা মোহরী/ মাল্টি সার্ভিস দোকানে যাওয়ার আগে এবং এটর্নী নিয়োগের পূর্বে ইমিগ্র্যান্টদের সচেতন হওয়া খুবই জরুরী।

All Service Provided by Attorneys Admitted in State & Federal Court, CPA, P.E, Architect and Licensed Professionals.

72-32 Broadway, Suite # 302, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 917-722-1408 / 1409, Fax: 718-276-0294, Email: legalnetwork.us@gmail.com

চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সংকোচনমুখী নীতির বিকল্প নেই

॥ ড. আতিউর রহমান ॥

কদিন আগে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরের আমন্ত্রণে এক নীতি পর্যালোচনায় যোগ দিয়েছিলাম। সাবেক সিনিয়র অর্থসচিব ড. মোহাম্মদ তারেকও এই আলোচনায় যোগ দিয়েছিলেন। বিদ্যমান সামষ্টিক অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জসমূহ এবং সেসব থেকে উত্তরণের উপায় নিয়ে অর্থনীতিবিদদের সঙ্গে বাংলাদেশ ব্যাংকের মতবিনিময়ের অংশ হিসেবেই এই আলোচনা আয়োজিত হয়েছিল। বরেণ্য অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদের সঙ্গে মতবিনিময়ের মাধ্যমে শুরু হওয়া এই কার্যক্রমে পিআরআইয়ের অর্থনীতিবিদ ড. সাদিক আহমেদ ও ড. আহসান মনসুরও অংশগ্রহণ করেছেন এর আগে। এরপর আলোচনায় অংশ নিয়েছি আমরা দুজন। এই ধারাবাহিক আলোচনায় সিপিডি ও সানেমের অর্থনীতিবিদরাও যোগ দেবেন। অর্থনৈতিক সাংবাদিকদের সংগঠন ইআরএফের প্রতিনিধিদেরও এই আলাপে অংশ নেওয়ার কথা রয়েছে।

আমরা যে আলাপে অংশ নিয়েছি তার শুরুতেই বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান অর্থনীতিবিদ ড. হাবিবুর রহমান বিশ্ব অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের ম্যাক্রো-অর্থনীতির চ্যালেঞ্জগুলো তুলে ধরেন।

গভর্নর আব্দুর রউফ তালুকদার মাঝেমধ্যেই সম্পূরক মতামত দেন। এ ছাড়া অর্থ বিভাগ ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের দুই সচিবও এই আলাপে অংশ নেন। ডেপুটি গভর্নররাও ছিলেন। শুরুতেই ড. তারেক ও আমি মুদ্রা ও রাজস্বনীতি আরো সংকোচন করার লক্ষ্যে 'অ্যাগ্রেসিভ' নীতিকৌশলের আহ্বান জানাই।

মূল্যস্ফীতি বাগে আনার স্বার্থেই বাজেট ঘাটতি আরো কমিয়ে আনা (সম্ভব হলে ৩ শতাংশের কাছাকাছি নিয়ে আসা) এবং বাজার থেকে অর্থ সরবরাহ কমিয়ে চাহিদা নিয়ন্ত্রণের জন্য নীতি সুদ বাড়িয়ে দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছি আমরা। আশার কথা যে সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংকের নীতিনির্ধারকরা আমাদের এই পরামর্শ স্বচ্ছন্দেই গ্রহণ করেছেন। আরো ভালো কথা যে এই আলোচনা শেষ করে বাড়ি ফেরার আগেই রেপো ও রিভার্স রেপো রেট ৭৫ বেসিস পয়েন্ট বাড়ানোর সিদ্ধান্ত বাংলাদেশ ব্যাংক এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে জানিয়ে দেয়। সরকারি খরচ কমানোর প্রয়োজনও যে সরকার গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করেছে সে আভাসও সভায় পেলাম। কিন্তু বৈদেশিক মুদ্রার আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক হারের যে ব্যাপক তারতম্য দেখা দিয়েছে তা কমিয়ে আনার প্রশ্নে আমরা সুনির্দিষ্ট ঐকমত্যে পৌঁছাতে পারিনি।

বাংলাদেশ ব্যাংক হয়তো স্বীয় অভিজ্ঞতার আলোকেই বুঝতে পারছে যে চলমান রাজনৈতিক অস্থিরতার জেরে হুন্ডির চাহিদা বেড়ে গেছে। শিগগিরই এই পরিস্থিতির বদল হবে বলে মনে হয় না।

চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সংকোচনমুখী নীতির বিকল্প নেইএমনই এক রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক বাস্তবতায় আমরা আমাদের সামষ্টিক অর্থনীতির স্থিতিশীলতার বিষয়ে আলাপ করছি। এই মুহূর্তে আমরা প্রবৃদ্ধির আলাপ খুব গুরুত্ব সহকারে করছি না। নিশ্চয়ই পরবর্তী সময়ে সার্বিক পরিস্থিতির আরো উন্নতি হলে প্রবৃদ্ধির চাকাকে কিভাবে গতিশীল করা যায় তা নিয়ে আলোচনার সুযোগ রয়েছে। অস্বীকার করার উপায় নেই যে মূল্যস্ফীতির পাশাপাশি ডলার-টাকা বিনিময় হারের অস্থিতিশীলতা এবং দ্রুত কমতে থাকা রিজার্ভ নিয়ে নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে দুশ্চিন্তা রয়েছে। তবে এ বিষয়টি নিয়ে যেভাবে আতঙ্ক ছড়ানো হচ্ছে, তা সত্যি দুঃখজনক। এর চেয়ে অনেক কম পরিমাণের রিজার্ভ নিয়েও বাংলাদেশের অর্থনীতি এগিয়ে চলেছে জোর কদমে। তবু এই দুশ্চিন্তাকে উড়িয়ে দেওয়াও ঠিক হবে না। দিনশেষে সাবধানের মার নেই। তাহলে এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের উপায় কী?

টাকা ছাপিয়ে সরকারের বাজেট ঘাটতি মেটানোর নীতি থেকে সরে আসতেই হবে। এ জন্য অদরকারি বা তুলনামূলক কম অগ্রাধিকারের প্রকল্পগুলোতে অর্থায়ন বন্ধ করতে হবে। এ ছাড়া বৃহদাকার প্রকল্প যেগুলো সদ্য শুরু হচ্ছে, সেগুলোতে অর্থায়নও অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ রাখা চাই। আশার কথা এই যে সরকারের সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী পর্যায় থেকেও এমন বার্তাই পাওয়া যাচ্ছে। বাংলাদেশ ব্যাংক এর মধ্যে সরকারি বন্ড ডেভেলপমেন্ট (কেনার কর্মসূচি) থেকে সরে এসেছে। তাই ট্রেজারি বন্ডের দাম এখন বাড়ছে। এর সঙ্গে যোগ আছে সুদের হারের। সুদ না বাড়িয়ে মূল্যস্ফীতি কমানো বেশ মুশকিল।



অন্যদিকে সরকারি ব্যয় কাটছাঁটের সময় বিশেষ নজর দিতে হবে ভর্তুকি বাবদ ব্যয়ের দিকে। বিশেষ করে জ্বালানি ব্যয়ের ভর্তুকিতে যে ব্যয় হয়ে থাকে সেটির যৌক্তিকীকরণ এখন সময়ের দাবি। জ্বালানি বাবদ নিত্যদিনের ব্যয় এতে বাড়বে এবং জনগণের ওপর এর চাপ অবধারিতভাবেই পড়বে। এই মুহূর্তে জ্বালানি দামের স্বয়ংক্রিয় সমন্বয়ের উদ্যোগটি না নেওয়াই ভালো হবে। আরো আগে করলে ভোক্তারা সুবিধা পেত। এখন করলে লিটারপ্রতি ১০ টাকা দাম বেড়ে যাবে। তাই আগামী মার্চ পর্যন্ত অপেক্ষা করাই শ্রেয় হবে।

বাজারে টাকার সরবরাহ নিয়ন্ত্রণে স্বভাবতই ঋণের সরবরাহ কমিয়ে আনার পরামর্শ আমরা দিয়েছি। অন্তত স্বল্প মেয়াদের জন্য হলেও আমাদের সংরক্ষণবাদী ঋণনীতি নিয়ে এগোতে হবে। বাংলাদেশ ব্যাংক এরই মধ্যে এ পথে কিছুটা এগিয়েছে। তবে এ ক্ষেত্রে মানি ট্রান্সমিশন চ্যানেলকে আরো সক্রিয় করার সুযোগ রয়েছে। বিশেষ করে বিলাসদ্রব্য কিংবা তুলনামূলক কম দরকারি পণ্য আমদানির জন্য ঋণ সরবরাহের লাগাম শক্ত হাতে টেনে ধরতে হবে। বাংলাদেশ ব্যাংক লেন্ডিং রেট ৫০ বেসিস পয়েন্ট বাড়িয়েছে। স্মার্ট রেট বাড়ছে। আরো বাড়ানোর পরিবেশ তৈরি করতে হবে। অন্যদিকে বেশ কিছু আমদানি পণ্যের প্রবাহ কমানোর ধারা অব্যাহত রাখতে হবে।

ঋণের সরবরাহ কমিয়ে আনার সময় অবশ্যই রিয়াল সেক্টর বা প্রকৃত অর্থনীতি বিশেষ করে কৃষির দিকে যত্নশীল থাকতে হবে। অনুৎপাদনশীল খাতে আপাতত ঋণ সরবরাহ বন্ধ করতে গিয়ে কোনো অবস্থায়ই যেন উৎপাদনশীল এ খাতে ঋণের প্রবাহ ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। সম্প্রতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালায় বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে তাদের লক্ষ্যমাত্রার ৫০ শতাংশ নিজস্ব শাখাগুলোর মাধ্যমে বিতরণের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে (বাকিটুকু হবে এমএফআইয়ের মাধ্যমে)। এটা করা গেলে মন্দ নয়, তবে খেয়াল রাখতে হবে এতে কৃষি অর্থায়ন বাধাগ্রস্ত হওয়ার ঝুঁকি যেন তৈরি না হয়। কেননা অনেক বাণিজ্যিক ব্যাংকের পক্ষেই এমন পরিমাণের কৃষিঋণ নিজস্ব নেটওয়ার্কের মাধ্যমে দেওয়া সম্ভব হবে না। বরং এমএফআইয়ের সঙ্গে পার্টনারশিপের ভিত্তিতে দেওয়ার সুযোগ থাকলেই কেবল তারা লক্ষ্য পূরণ করতে পারবে। সুদের হারের চেয়ে কৃষিঋণের প্রাপ্তির বিষয়টি এখানে মুখ্য বিবেচনায় থাকা চাই।

বিদ্যমান বাস্তবতার নিরিখে ডলারের বিপরীতে টাকার অবমূল্যায়ন করতে হয়েছে। সাম্প্রতিক বছরে প্রায় ২৬ শতাংশ অবনমন ঘটানো হয়েছে টাকার। তবে এখনো অফিশিয়াল বিনিময় হারের সঙ্গে খোলাবাজারের বিনিময় হারের ব্যাপক পার্থক্য রয়ে গেছে। এতে বোঝা যাচ্ছে যে ডলারের বিপরীতে টাকার মানকে এখনো পুরোপুরি বাজারভিত্তিক করা যায়নি। অর্থাৎ আরো অবমূল্যায়নের প্রয়োজন রয়েছে। ডলারের বিপরীতে টাকার অবমূল্যায়নের এই ধারা যে সময়টায় অব্যাহত থাকবে বলে মনে করা হচ্ছে, সে সময়ে অন্য দেশের সঙ্গে 'কারেন্সি সোয়াপ' বিশেষ সহায়ক হতে পারে। ভারতীয় রুপিতে বাণিজ্যের সুযোগ বেড়েছে। কিন্তু ওই দেশে আমাদের রপ্তানির পরিমাণ কম। তাই আরবিআইয়ের সঙ্গে আমরা স্বল্পকালীন দু-তিন বিলিয়নের সমপরিমাণ রুপির সোয়াপ করতে পারি। এই অর্থ দিয়ে ভারত থেকে আমদানি পণ্যের দাম মেটাতে পারি। ফলে ডলার রিজার্ভের ওপর চাপ কমবে। উদাহরণ হিসেবে এ বিষয়টি তুলে ধরলাম। এমন সৃজনশীল আরো অনেক উদ্যোগ নেওয়ার সুযোগ নিশ্চয় রয়েছে।

ডলারের বিপরীতে টাকার অবমূল্যায়ন চললে তাতে ব্যবসায়ীরা বিশেষ করে ছোট আমদানিকারকরা চাপে পড়বেন। এ ক্ষেত্রে মুদ্রানীতিতে তাদের জন্য বিশেষ কোনো আমদানি অর্থায়ন ব্যবস্থা করা যায় কি না তা ভেবে দেখা যায়। এ ছাড়া করনীতিতে কিছু ছাড় দিয়েও আমদানিকারকদের চাপ কিছুটা লাঘব করার কথা দ্রুতই ভাবা দরকার। তবে টাকার অবমূল্যায়নের ক্ষেত্রে বিশেষ নজর দিতে হবে উদ্যোক্তাদের 'স্পেকুলেটিভ বিহেভিয়ার' নিয়ন্ত্রণের দিকে। আমদানিকারকরাসহ অন্য অনেক অংশীজনই টাকার আরো অবমূল্যায়ন হবে—এমন ভাবনা থেকে বেশি বেশি ডলার হাতে রাখতে চাইবেন। এমনটি ঘটলে টাকার অবমূল্যায়ন করার পরও যথাযথ সুফল না-ও পাওয়া যেতে পারে। তাই রয়েসয়েই আমাদের এগোতে হবে। নিত্যপণ্য ও জ্বালানি আমদানির জন্য সতর্কতার সঙ্গে কিছু ডলার রিজার্ভ থেকে ছাড়তে হতে পারে। জনজীবনে স্থিতিশীলতার স্বার্থে এই ঝুঁকি হয়তো নিতেই হবে।

প্রবাস আয়ের প্রবাহই বাংলাদেশের জন্য বড় ভরসার জায়গা। অনানুষ্ঠানিক চ্যানেলে তথা হুন্ডির মাধ্যমে যাঁরা টাকা পাঠাচ্ছেন তাঁরা কেন আনুষ্ঠানিক চ্যানেলে পাঠাচ্ছেন না তা আরো গভীরভাবে ভেবে দেখা খুবই জরুরি। ই-ওয়ালেট কিংবা এমএফএসের মাধ্যমে প্রবাস আয় দেশে পাঠানো সহজতর করতে হবে। কোনো অবস্থায়ই যাঁরা এসব চ্যানেল ব্যবহার করছেন তাঁরা যেন বিড়ম্বনার শিকার না হন তা নিশ্চিত করতে হবে। ধারণা করা যায়, অনানুষ্ঠানিক চ্যানেলে যাঁরা টাকা পাঠাচ্ছেন তাঁদের বড় অংশই অনানুষ্ঠানিক চ্যানেলে পাঠানোর ক্ষতি কিংবা আনুষ্ঠানিক চ্যানেলে পাঠানোর সুবিধাগুলো সম্পর্কে সচেতন নন। ফলে তাঁদের ওপর কড়াকড়ি আরোপ করে বিব্রত না করে তাঁদের ফিন্যানশিয়াল লিটারেসি কী করে বাড়ানো যায় সেদিকেই নীতি-মনোযোগ দিতে হবে।

ওয়েজ আর্নার্স কার্ডের সঙ্গে ন্যাশনাল আইডি কার্ডকে লিংক করে কিছু সুবিধা, যেমন—সন্তানদের পড়ালেখা, চিকিৎসাসেবা, বিমানবন্দরের লাউঞ্জ ব্যবহারের সুবিধা ইত্যাদি প্রবাসীদের জন্য নিশ্চিত করার কথা কি ভাবা যায়? এ ছাড়া মনে রাখতে হবে যে বর্তমানে আমাদের ওয়েজ আর্নার্স ডলার বন্ডের সুদহার সিকিউরড ওভারনাইট ফিন্যান্সিং রেট (এসওএফআর)-এর তুলনায় কম এবং দেশি মুদ্রার বন্ডের সুদহার বর্তমান মূল্যস্ফীতি ও বিনিময় হারের তুলনায় কম। তবে সম্প্রতি ডলার বন্ডের রিটার্ন ২ শতাংশ বাড়ানো হয়েছে। এটি নিয়ে আরো বেশি তথ্য অভিযানের প্রয়োজন রয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের নতুন নির্ধারিত স্মার্ট রেটের চেয়েও ৩ শতাংশ বেশি হারে সুদ দেওয়া যায় কি না তা ভেবে দেখা যায়।

প্রবাসীদের রেমিট্যান্স পাঠানোর খরচ ন্যূনতম পর্যায়ে নামিয়ে আনার কথা বা একেবারেই বিনা মূল্যে পাঠানোর সুযোগ তৈরির কথা ভেবে দেখা যায়। ব্যক্তি খাতের সব বাণিজ্যিক ব্যাংকও যেন প্রবাসীদের এমন সুবিধা দিতে পারে, তা নিশ্চিত করা দরকার। সব প্রতিষ্ঠানকে এই ফি বাবদ সরকার প্রণোদনা দিতে পারে। রিয়েল এস্টেট খাতে প্রবাসীদের বিনিয়োগকে উৎসাহিতও করা যেতে পারে। বিদেশি ব্যাংক থেকে স্বল্পকালীন যে আমদানি ঋণ নেওয়া হয় সেগুলা সময়মতো শোধ না করে কিছু ব্যাংক বড় অন্যায় করছে। বিদেশি অর্থায়নের এই সুযোগকে প্রশ্নবিদ্ধ করে ফেলছে। এ বিষয়টি নিয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে আরো গভীরভাবে ভাবতে হবে এবং কিছু একটা করতে হবে। বিদেশি ব্যাংকের প্রতিনিধিদের নিয়ে বসে তাদের সমস্যা সমাধানে ইতিবাচক বার্তা দিতে হবে। তবেই না তারা আরো বেশি করে বাংলাদেশকে আমদানি ঋণ সহায়তা দেবে।

খেলাপি ঋণ বেশ কয়েক বছর ধরেই আমাদের ব্যাংকিং খাতের বড় সমস্যা হিসেবে হাজির আছে। এই দুর্যোগের সময় হয়তো তা আমাদের নতুন করে ভাবিয়ে তুলছে। এ ক্ষেত্রে ব্যাংকগুলোতে সুশাসন ও কমপ্লায়েন্স নিশ্চিত করার কোনো বিকল্প নেই। বাসেল ৩ নীতিমালা যেন প্রতিটি ব্যাংক মেনে চলে তা নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ ব্যাংককে আরো কঠোর হতে হবে। সর্বশেষ ফিন্যানশিয়াল স্ট্যাবিলিটি প্রতিবেদনে যে ৯টি ব্যাংক দুরবস্থায় রয়েছে বলে দেখা যাচ্ছে, তাদের কমপ্লায়েন্স নিশ্চিত করতে সার্বক্ষণিক তদারকির বিকল্প নেই। তাদের বড় ঋণ দেওয়ার সুযোগ বন্ধ করতে হবে।

টেকনিক্যাল কিংবা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্সকেও গুরুত্ব দিতে হবে। খোলাবাজারে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে বেশি দামে ডলার বিক্রি কিংবা এলসি মনিটরিংসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রেই দেখা যায় কেন্দ্রীয় ব্যাংক আর্থিক খাতের অংশীজনদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়াকেই প্রধান উপায় হিসেবে বিবেচনা করছে। আমার মতে, অংশীজনরা কোন বাস্তবতায় কমপ্লায়েন্ট না থেকে নিয়ম ভঙ্গ করছেন সেটি আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে খুঁজে বের করা এবং সংলাপের ভিত্তিতেই তার সমাধানের পথনকশা দাঁড় করানোটিই সবচেয়ে কার্যকর।

সর্বোপরি নজর দিতে হবে কমিউনিকেশনের দিকেও। টাকার অবমূল্যায়ন কিংবা ঋণ সরবরাহ সংকুচিত করার মতো সিদ্ধান্তগুলো আমাদের নীতিনির্ধারকরা সুবিবেচনাবোধের জায়গা থেকেই নিয়ে থাকেন। কিন্তু এতে জনজীবনে যে সাময়িক হলেও দুর্ভোগ আসবে সেটিও তো সত্য। কিন্তু এই কঠোর ব্যবস্থাগুলো যে বাস্তবতার নিরিখে নিতেই হবে এবং এর ফলে দুর্ভোগগুলো সাময়িক আর দীর্ঘমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক সুরক্ষার জন্য যে এই পদক্ষেপগুলো জরুরি—এই বার্তাগুলো কি সব পর্যায়ের গ্রাহক তথা জনগণের কাছে পৌঁছাচ্ছে? তাই কোন পদক্ষেপগুলো কেন নেওয়া হচ্ছে এবং এর কী ফল হতে পারে তা জনগণের কাছে যথাযথভাবে কমিউনিকেট করার কাজটিও বাংলাদেশ ব্যাংককে করে যেতে হবে। কেননা আগাম নির্দেশনাও (ফরোয়ার্ড গাইডেন্স) কেন্দ্রীয় ব্যাংকিংয়ের গুরুত্বপূর্ণ এক কৌশল বটে।

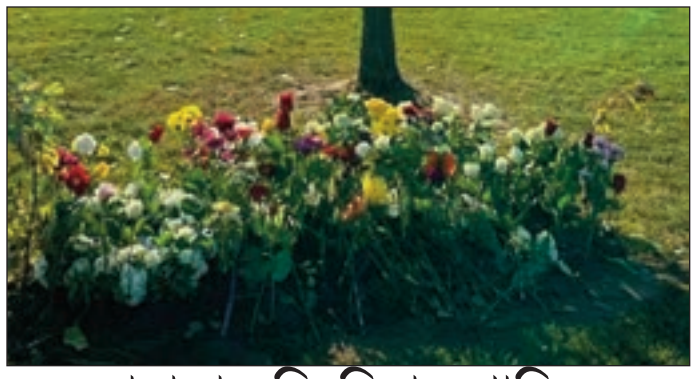
লেখক: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর

FAMILY DENTAL

We Do Implant & Veneers
আপনার পরিবারের সবার যাবতীয় দাঁতের চিকিৎসার জন্য এস্টোরিয়ায় রয়েছে আমাদের ডেন্টাল অফিস। আমরা সর্বাধুনিক চিকিৎসা সরঞ্জাম ব্যবহার করি। মেডিকেইড গ্রহণ করা হয়।
ডাঃ মোহাম্মদ নাঈম
ডাঃ ফেরদৌস হুসনে
Elmhurst Location
81-46 Baxter Ave.
Elmhurst, NY
#7 train to 82st. Station.
Tel: 718-478-1710

ARMAN CHOWDHURY, CPA
ARMAN CPA
সঠিক ও নির্ভুলভাবে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়
INDIVIDUAL INCOME TAX RETURN
BUSINESS TAX RETURN
NON-PROFIT TAX RETURN
ACCOUNTING & BOOKKEEPING
RETIREMENT AND INVESTMENT PLANNING
TAX RESOLUTION SPECIALIST
ISLAMIC HOME FINANCING
AUTHORIZED e-file PROVIDER
7 DAYS OPEN
718-475-5686

87-54 168TH STREET, SUITE 201, JAMAICA, NY 11432
Email: armancpa@gmail.com | www.armancpa.com
TO 169 STREET



কানাডায় চিরনিদ্রায় শায়িত কবি আসাদ চৌধুরী

(শেষের পাতার পর)

জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। পরে তার মরদেহ সর্বসাধারণের শ্রদ্ধা ও সম্মান জানানোর জন্য মসজিদের অভ্যন্তরে আধা ঘণ্টা রাখা হয়। সর্বসাধারণের শ্রদ্ধা জানানো সম্পন্ন হলে কবির মরদেহ অন্টারিও'র পিকারিং ডাফিন মেডোজ কবরস্থানে দাফন করা হয়। গত ৫ অক্টোবর বৃহস্পতিবার স্থানীয় সময় রাত ৩টার দিকে কানাডার টরন্টোতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় কবি আসাদ চৌধুরীর মৃত্যু হয়। তার বয়স হয়েছিল ৮৩ বছর। অশোয়ার লেকরিজ হেলথ হাসপাতালে কবি চিকিৎসাধীন ছিলেন।

বাংলা সাহিত্যের জনপ্রিয় ও বরেণ্য কবি আসাদ চৌধুরীর মৃত্যুতে রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পৃথক পৃথক বাণীতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন। এছাড়াও তার মৃত্যুতে দেশ ও প্রবাসে শোকের ছায়া নেমে আসে।

শোকবার্তায় রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন বলেন, কবি আসাদ চৌধুরীর মৃত্যু বাংলা সাহিত্যের জন্য অপূরণীয় ক্ষতি। তার লেখনী বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। রাষ্ট্রপতি মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন ও শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিশিষ্ট কবি, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শিল্পী এবং বীর মুক্তিযোদ্ধা আসাদ চৌধুরীর মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করে শোক বার্তায় বলেন, 'কবি আসাদ চৌধুরী তাঁর সৃজনশীল কাজের মাধ্যমে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।' প্রধানমন্ত্রী মরহুমের রুহের মাগফিরাত কামনা করেন এবং তার শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

কবি আসাদ চৌধুরী দীর্ঘদিন বার্ধক্যজনিত সমস্যায় ভুগছিলেন। গত বছরের নভেম্বরে তার ব্লাড ক্যান্সার ধরা পড়ে। বোনম্যারো থেকে অস্বাভাবিক কোষ তৈরি হচ্ছিল। বয়সের কারণে তার বোনম্যারো ট্রান্সপ্ল্যান্ট করা সম্ভব হচ্ছিল না। এছাড়া তিনি কিডনি, হার্ট ও বয়সজনিত জটিলতায় ভুগছিলেন। গত ১৭ সেপ্টেম্বর কবির এনজিওগ্রাম করে দুটি ব্লকের ৯৯ ও ৮৮ শতাংশ সারানো হয়। সে সময় কবির জামাতা জানিয়েছিলেন, সকাল থেকে রাত নয়টা পর্যন্ত আইসিইউয়ে থাকার পর কবিকে সিসিইউয়ে নেওয়া হয়। ফুসফুস ও হার্ট দুটিরই খুব ক্রিটিক্যাল অবস্থা ছিল।

কবি বেশ কয়েক বছর ধরে কানাডায় পরিবারের সঙ্গে বাস করছিলেন। সর্বশেষ ২০২২ সালে তিনি দেশে গিয়েছিলেন। নাদিম জানান, কবি বারবার দেশে যাওয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করতেন। তবে শারীরিক অবস্থার কারণে তা সম্ভব হয়নি। মৃত্যুকালে অসংখ্য গুণগ্রাহী পাঠক ও শুভাকাঙ্খীসহ তিনি রেখে গেছেন সহধর্মিণী সাহানা চৌধুরী, ছেলে আসিফ চৌধুরী ও জারিফ চৌধুরী, মেয়ে নুসরাত জাহান চৌধুরী এবং জামাতা নাদিম ইকবালকে।

আসাদ চৌধুরী বাংলাদেশের প্রধান কবিদের অন্যতম। তার প্রথম কবিতার বই 'তবক দেওয়া পান' এর মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যে তিনি পরিচিতি লাভ করেন। সাহিত্যে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে তিনি ১৯৮৭ সালে বাংলা একাডেমি পুরস্কার এবং ২০১৩ সালে একুশে পদক লাভ করেন। মৌলিক কবিতা ছাড়াও শিশুতোষ গ্রন্থ, ছড়া, জীবনী এবং অনুবাদকর্মে তার অবদান প্রণিধানযোগ্য। ১৯৮৩ সালে তার রচিত 'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ' শীর্ষক বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য প্রন্থটি প্রকাশিত হয়। এছাড়া একই বছর তিনি সম্পাদনা করেন বঙ্গবন্ধুর জীবনী ভিত্তিক গ্রন্থ 'সংগ্রামী নায়ক বঙ্গবন্ধু'। আকর্ষণীয় বাচনভঙ্গি, টেলিভিশনে জনপ্রিয় সব অনুষ্ঠান পরিকল্পনা ও উপস্থাপনার জন্যেও তিনি পরিচিত।

সংক্ষিপ্ত জীবনী: আসাদ চৌধুরী ১৯৪৩ সালের ১১ ফেব্রুয়ারী বরিশালের মেহেন্দিগঞ্জ উপজেলার উলানিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবার নাম মোহাম্মদ আরিফ চৌধুরী এবং মায়ের নাম সৈয়দা মাহমুদা বেগম। ১৯৫৭ সালে আরমানিটোলা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯৬০ সালে বরিশালের ব্রজমোহন কলেজ থেকে তিনি উচ্চমাধ্যমিক সম্পন্ন করেন। পরবর্তীকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ চুকিয়ে কলেজে অধ্যাপনার মধ্য দিয়ে আসাদ চৌধুরীর চাকরিজীবন শুরু।ব্রাহ্মণবাড়িয়া কলেজে তিনি ১৯৬৪ থেকে ১৯৭২ পর্যন্ত শিক্ষকতা করেন। পরবর্তীকালে তিনি বিভিন্ন খবরের কাগজে সাংবাদিকতা করেছেন। ১৯৮৫ থেকে ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত তিনি ভয়েস অব জার্মানীর বাংলাদেশ সংবাদদাতার দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ১৯৭৩ সালে ঢাকায় বাংলা একাডেমিতে যোগদান করে দীর্ঘকাল চাকরির পর এর পরিচালক হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন।

ওবায়দুল কাদেরের শোক: বাংলা সাহিত্যের খ্যাতিমান কবি, একুশে পদকপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা আসাদ চৌধুরীর মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের। তিনি এক শোক বিবৃতিতে মরহুম আসাদ চৌধুরীর পবিত্র আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন এবং তার শোকসন্তপ্ত পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন, গুণগ্রাহীদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. মোমেনের শোক: কবি আসাদ চৌধুরীর মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ. কে. আব্দুল মোমেন এমপি। এক শোকবার্তায় তিনি বলেন, 'কবি আসাদ চৌধুরীর মৃত্যুতে বাংলা সাহিত্যের অপূরণীয় ক্ষতি হলো। সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় তার অনন্য পদচারণা বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে।' তিনি বলেন, 'দেশের বাইরেও বাংলা সাহিত্য চর্চায় আসাদ চৌধুরী বিশেষ ভূমিকা রেখেছেন। উত্তর আমেরিকায় বাংলা সাহিত্যের অগ্রযাত্রায় এবং সেখানকার সাহিত্যানুরাগীদের বাংলা ভাষা ও কৃষ্টিতে আকৃষ্ট করতে তার অবদান অনস্বীকার্য।' মন্ত্রী মরহুম আসাদ চৌধুরীর রূহের মাগফিরাত কামনা করেন এবং তার শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

তথ্যমন্ত্রী হাছান মাহমুদের শোক: কবি আসাদ চৌধুরীর মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহমুদ। এক শোকবার্তায় তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী প্রয়াতের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

ড. হাছান মাহমুদ তার শোকবার্তায় বলেন, কবি আসাদ চৌধুরী বাংলাদেশের প্রধান কবিদের অন্যতম। তিনি তার আকর্ষণীয় বাচনভঙ্গী, টেলিভিশনে জনপ্রিয় সব অনুষ্ঠান পরিকল্পনা ও উপস্থাপনার জন্য পরিচিত। এ ছাড়া তিনি তার ভরাট কণ্ঠে কবিতা আবৃত্তি করেও মানুষের মন জয় করেছেন। মৌলিক কবিতা ছাড়াও শিশুতোষ গ্রন্থ, ছড়া, জীবনী এবং অনুবাদকর্মে তার অনেক অবদান রয়েছে। কবি আসাদ চৌধুরী তার সৃষ্টিকর্মের মাঝে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।





চিত্রে বাফা'র শরৎ উৎসব



















Tax & Immigration Services

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary



Mohammad Pier
Lic. Realestate Asso. Broker
EA, IRS, RTRP & Notary Public
Cell: 917-678-8532

Income Tax
Income Tax Service & Direct Deposit
Quick Refund & Electronic Filling

Immigration Services
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

Real Estate
For Buying & Selling Houses
Mortgage Services

IRS e file

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

জ্যাকসন হাইটসে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
বাংলাদেশী অভিজ্ঞ ডাক্তার
ডা. এটিএম ইউছুফ (স্বপন) এমডি

স্থান পরিবর্তন



অফিস : ৩৭-২৯
৭২ স্ট্রিট, ১ম তলা
জ্যাকসন হাইটস
নিউইয়র্ক

- ডায়াবেটিক, উচ্চ রক্তচাপ, থাইরয়েড, এজমা, রাতের ব্যথা, চর্মরোগ, যৌন রোগসহ সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়।
- ফিজিক্যাল এক্সাম, টিএলসি এক্সাম ও স্কুল-কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- সুলভে রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, টিবি ও প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- সকল ধরণের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করাসহ বাংলাদেশী ভাইবোনদের যত্নসহকারে চিকিৎসা ও পরামর্শ দেয়া হয়।
- অনুগ্রহ করে আসার আগে ফোন করে আপনার এপয়েন্টমেন্ট ও সময় জেনে নিন।

ফোন : ৭১৮-৭৭৭-১১১২, ৭১৮-২০৫-৬৬৩৩

ইনকাম ট্যাক্স
ইমিগ্রেশন
ট্রাভেলস্

25th Anniversary

KAKATUA AGENCY
কাকাতুয়া এজেন্সী

Authorized e-file Provider

পারভেজ কাজী, EA
Enrolled Agent
(Admitted to Practice Before the IRS)

ENROLLED AGENT

OUR SERVICES ARE:

- Income Tax
- Accounting Service
- Immigration Form Fill Out
- Travel
- Insurance

NEW ADDRESS
37-31 77th Street, # 2nd Fl. Jackson Heights, NY 11372
Tel: (718) 726-6900 | (718) 397-5004
Email: kakatua@aol.com | Web: www.kakatua.com

যোগাযোগ:
ক্যাপ্টেন লতিফ (মামা), শামসুল আলম, বিপু ভাভাত
ফারহানা আমিরান, সিমি চৌধুরী, মিনারা কাজী

মেঘনা ট্রাভেলস
ঝামেলামুক্ত ও সুলভ মূল্যে টিকেটের একটি বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান

OUR SERVICES
International & Domestic Tickets
Hajj & Umrah Special Package
Visa Processing
Money Transfer

APPROVED IATA

KUWAIT AIRWAYS
ETIHAD AIRWAYS
BRITISH AIRWAYS
Emirates



ওমরা ও হজ্জের যাবতীয় ব্যবস্থা করে থাকি

We Accept
VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS DISCOVER

৩৭-৬৬ ৭৪ স্ট্রীট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক
ফোন: ৭১৮-৪৭৮-১৯২০,
৭১৮-৯৩০-১৪৯৪, ৭১৮-৪৭৮-১৮৩০
e-mail: meghnacorp@gmail.com

অস্ট্রেলিয়াকে গুঁড়িয়ে দিয়ে বিশ্বকাপ শুরু ভারতের

(শেষের পাতার পর)

চ্যাম্পিয়নদের হারিয়ে আসরের শুভ সূচনা করল ভারত। রোববার (৮ অক্টোবর) আগে ব্যাট করে ১৯৯ রানে অলআউট হয় অস্ট্রেলিয়া। টার্গেট তাড়া করতে নেমে ২ রানে ৩ উইকেট হারিয়ে বিপদে পড়ে যায় ভারত। চরম বিপদে পড়ে যাওয়া দলকে গর্ত থেকে টেনে তুলেন বিরাট কোহলি ও লোকেশ রাহুল। চতুর্থ উইকেটে ২১৫ বলে তারা ১৬৫ রানের জুটি গড়েন। তাদের এই জুটিতেই জয়ের দুয়ারে চলে যায় ভারত। দলের জয়ে জন্য শেষ দিকে ভারতের প্রয়োজন ছিল মাত্র ৩৩ রান। হাতে ছিল ৭ উইকেট। খেলার এমন অবস্থায় সেঞ্চুরির পথে থাকা কোহলি আউট হয়ে সাজঘরে ফেরেন। কোহলি ১১৬ বলে ৬টি চারের সাহায্যে ৮৫ রান করে আউট হন। কোহলি আউট হলেও লোকেশ রাহুল ৯৭ রানের অনবদ্য ইনিংস খেলে ৫২ বল আগেই দলকে জয়ের বন্দরে পৌঁছে দেন। টার্গেট তাড়া করতে নেমে মাত্র ২ রানে প্রথম সারির ৩ ব্যাটসম্যানের উইকেট হারিয়ে চরম বিপদে পড়ে যায় ভারত।

মিচেল স্টার্কের করা ইনিংসের প্রথম ওভারের চতুর্থ বলে ক্যাচ তুলে দিয়ে ফেরেন ওপেনার ইশান কিশান। জশ হ্যাজলউডের করা দ্বিতীয় ওভারের তৃতীয় বলে এলবিডব্লিউ হয়ে ফেরেন ভারতীয় অধিনায়ক রোহিত শর্মা। দলের এমন ব্যাটিং বিপর্যয়ে হাল ধরতে পারেননি শ্রেয়াশ আইয়ারও। চার নম্বর পজিশনে ব্যাটিংয়ে নেমে জশ হ্যাজলউডের বলে ক্যাচ তুলে দিয়ে ফেরেন শ্রেয়াশ। তার বিদায়ে ১.৬ ওভারে মাত্র ২ রানে ৩ উইকেট হারিয়ে বিপদে পড়ে যায় ভারত।

রোববার ভারতের চেন্নাইয়ের এমএ চিদাম্বরাম স্টেডিয়ামে টস জিতে ব্যাটিংয়ে নেমেই উইকেট হারায় অস্ট্রেলিয়া। দলীয় ৫ রানে মিচেল মার্শ আউট হওয়ার পর তিন নম্বর পজিশনে ব্যাটিংয়ে নামা স্টিভ স্মিথকে সঙ্গে নিয়ে দলের হাল ধরেন আরেক ওপেনার ডেভিড ওয়ার্নার। দ্বিতীয় উইকেটে ৮৫ বলে ৬৯ রানের জুটি গড়েন তারা। দলীয় ৭৪ রানে দ্বিতীয় ব্যাটসম্যান হিসেবে সাজঘরে ফেরেন ওয়ার্নার। তার আগে ৫২ বলে ৬টি চারের সাহায্যে ৪১ রান করে ফেরেন ওয়ার্নার। একটা পর্যায়ে ২ উইকেটে অস্ট্রেলিয়ার সংগ্রহ ছিল ১১০ রান। এরপর নিয়মিত বিরতিতে উইকেট পতনের কারণে ১৯৯ রানেই ইনিংস গুটায় অস্ট্রেলিয়া। দলের হয়ে সর্বোচ্চ ৪৬ রান করেন স্টিভ স্মিথ। ৪১ রান করেন ওপেনার ডেভিড ওয়ার্নার। ২৮ ও ২৭ রান করে করেন মিচেল স্টার্ক ও মার্নাস লাবুশেন।

ভারতের হয়ে তিন উইকেট নেন রবিন্দ্র জাদেজা, দুটি করে উইকেট নেন কুলদীপ যাদব ও জসপ্রিত বুমরাহ। এছাড়া একটি করে উইকেট নেন মোহাম্মদ সিরাজ, হার্দিক পান্ডিয়া ও রবিচন্দ্রন অশ্বিন।

আফজাল হোসেনের সঙ্গে স্বস্তিকা, আসছে 'ওয়ান ইলেভেন'

(শেষের পাতার পর)

বাংলাদেশের সিনেমায়। কামরুল রিফাত পরিচালিত 'ওয়ান ইলেভেন' সিনেমায় দেখা যাবে তাকে। সর্বশেষ ২০০৮ সালে শাকিব খানের বিপরীতে 'সবার উপরে তুমি' সিনেমায় দেখা গিয়েছিল স্বস্তিকাকে। 'ওয়ান ইলেভেন'-এ আরো অভিনয় করবেন নন্দিত অভিনেতা আফজাল হোসেন। তার বিপরীতে থাকছেন স্বস্তিকা।

দীর্ঘ বিরতির পর বাংলাদেশের সিনেমায় অভিনয় প্রসঙ্গে স্বস্তিকা বলেন, 'ওপার বাংলায় কাজ করার ইচ্ছা আমার প্রবল এবং সেটা বহু বছর ধরে। একটা কমার্শিয়াল সিনেমার শুটিং করতে ২০০৮ সালে একবারই গিয়েছিলাম ঢাকায়। তারপর বহু পরিচালক-প্রযোজকের সঙ্গে কথা হয়েছে, স্ক্রিপ্ট আদান-প্রদান হয়েছে, কিন্তু ব্যাটে-বলে হয়নি।'

স্বস্তিকা বলেন, 'কামরুল রিফাত ওয়ান ইলেভেনের গল্পটা পাঠিয়েছিলেন ২০২১ সালে। কোভিডের মধ্যেই আমি গল্পটা পড়েছিলাম। তারপর আমি চিত্রনাট্য পড়েছি। চরিত্র নিয়ে আলোচনা হয়েছে, করেছি একাধিক মিটিং, এরপর একরকম মুগ্ধতা তৈরি হয় পুরো গল্প এবং তারা যেভাবে শুটিং করতে চান- পুরো বিষয়টার সঙ্গে। সেই মুগ্ধতা থেকেই কাজটা করতে চাওয়া।'

তিনি আরও বলেন, 'আমি সব সময় এমন চরিত্রে অভিনয় করতে চাই, যেগুলো আগে কখনো করিনি। কারণ, আমি পর্দায় একই চরিত্রে নিজেকে বারবার দেখতে চাই না। একই চরিত্র করতে থাকলে দর্শক কেন আমাকে বা আমার ছবি দেখতে চাইবে? আর বাংলাদেশের একটা কাজ করব, মনের মতো না হলে হয়তো কাজটা করা হয়ে উঠত না। কিন্তু সত্যিই আমি খুব খুশি সিনেমাতে কাজ করতে যাচ্ছি ভেবে।'

'ওয়ান ইলেভেন'-এ লেখকের চরিত্রে হাজির হবেন আফজাল হোসেন। মনস্তাত্ত্বিক থ্রিলার ঘরানার সিনেমার কেন্দ্রীয় চরিত্রে অভিনয় করবেন তিনি। হুমায়ুন কবির বিশ্বাসের গল্পে 'ওয়ান ইলেভেন' চলচ্চিত্রটির সংলাপ লিখেছেন মোজাফফর হোসেন। চিত্রনাট্য সংশোধন ও পরিমার্জন করেছেন নূরুল আলম আতিক ও মাতিয়া বানু শুকু।---



ATTORNEY
M. MUSTAFA
(A full service Law Firm)
LLB Honors (1st Class)
LLM (1st Class). Bangladesh
Barrister-At-Law, London
Attorney-At-Law. NY
718-487-4873

PERSO AL INJURY & DEATH DAMAGES CLAIMS
- Lead Poisoning
- Construction Work
- Slip and Fall
- Medical & dental Malpractice
- Hospital Negligence
- Delayed Treatment
- Failure to Diagnose
- Cancer & other fatal diseases
- Anesthesia & Gynecologic Surgery Malpractice
- Defective Child Birth
- Nursing Home Neglect and abuse etc.
- Wrongful Death Claim
- Car and Bi-cycle Accident and injury
- Taxi, Bus- Subway, and Train accidents
- Elevator and Escalator Accident
- Explosion and Fire Accident
- Defective product and electrical shock

IMMIGRATION MATTERS
- Green Card through "EB1 TO EB5"
- Political Asylum
- Detention and Bond
- All immigration court issues and cases
- Cancellation of Removal
- Adjustment of Status
- Condition Removal
- Business Immigration HB, L1, E2
- Green Card Replacement /Renew
- Complex Citizenship
- Re-entry permit
- Collection of Immigration Record
- Waiver
- Deportation
- Family Petitions
- Green card through Adoption or Orphan
- Immigration Appeals and Motions
- Canadian Immigration
- Student Visa process for USA, Canada, UK

GENERAL PRACTICE AREAS
- Divorce and Family Matter
- Child Support and Modification
- Domestic Violence
- Real Estate and Business Closing
- Foreclosure
- Bankruptcy
- All civil Matters
- Landlord-Tenant
- Incorporation
- Power of Attorney
- Wills, Trust, and Estate Planning
- Overtime and Wages Issue
- All Criminal Matters

148-45 Hillside Ave, Suite 203, Jamaica, NY 11435
Phone : 718-487-4873 Text : 917-285-6247 Email : abmostofa1@gmail.com

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার
MOHAMMAD M RAHMAN MD



Board Certified in Internal Medicine
Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু , হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সু রেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:
718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:
30-04, 36th Avenue
LIC, NY 11106
Tel: 718-383-4500

JAMAICA OFFICE:
170-12 Highland Avenue
Jamaica Estates, NY- 11432
www.drmrahman.com

Hillside Accounting Services Inc.
Tax, Accounting, Immigration & Multi Services

Tax
Accounting
Immigration



*বিনা পরীক্ষায় ও বিনা ফিতে সিটিজেনশীপ
*Tax Amendment/ITIN
*সকল প্র কার ইমিগ্রে শন ফরম ফিলআপ

Shafi Chowdhury
Consultant

167-13 Hillside Ave 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
Cell: 646-403-6500, Tele/Fax: 917-775-7357
e-mail: hillsideaccounting@gmail.com
F to 169 St, Station than close to Apnar Pharmacy

নন ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান

B1 / B2 ভিসায় আমেরিকায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য ফ্রি পরামর্শ এবং সোসাল সিকিউরিটি কার্ড, ওয়ার্ক পারমিট, ব্যাংক একাউন্ট, সিটি আইডি, চিকিৎসা বেনিফিট ও হেলথ ইন্সুরেন্স পেতে সার্বিক সহযোগিতা করা হয়।

- L1A / E2
- ASYLUM
- RE-ENTRY PERMIT
- AFFIDAVIT OF SUPPORT
- REMOVE CONCILIATION TO GREEN CARD

"আমেরিকায় অবস্থানরত বৈধ কাগজ-পত্রহীনদের যে কোন আইনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিজেকে আপডেট রাখা জরুরী"

যোগাযোগ ঃ
917-982-5682
Email: radninmahamood@yahoo.com





নিউইয়র্কের মঞ্চে মূর্ত হলেন ‘হাছন জানের রাজা’

নিউইয়র্ক: হাছন রাজার কত কত গান! কত গল্প তাঁকে নিয়ে। বর্ণিল, বৈচিত্র্যময় ঘটনাবহুল তাঁর জীবন। হাছন রাজা (১৮৫৪-১৯২২) বর্তমান সুনামগঞ্জ জেলার একজন সামন্তপ্রভু ছিলেন। পিতা ও মাতা উভয়ের কাছ থেকে পাওয়া বিশাল জমিদারির মালিকানা চলে আসে কিশোর বয়েসে । অর্থ, বেহিসাবি সম্পদ আর ক্ষমতার দাপটে বেপরোয়া জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েন। জাগতিক লোভ লালসা, ক্ষমতায়ন, জবরদখল করেও তিনি তাঁর প্রতিপত্তি বাড়ানোর কাজে প্রবৃত্ত ছিলেন । কিন্তু একসময় তাঁর ভেতরের ভ্রান্তি ঘুচে যায় । মধ্য পঞ্চাশে এসে তিনি ভিন্ন এক মানুষে পরিণত হয়ে যান । তাঁর বোধ হয় যে এ জগত সংসারের সকল অনাচারের মূলে আছে অতিরিক্ত সম্পদ। কিছুদিনের জন্য অতিথি হয়ে আসা মানুষেরা আসলে মহাশক্তির কাছে একেবারেই নশ্বর। তিনি তাঁর সম্পদ জনকল্যাণের জন্য উইল করে দিয়ে কয়েকজন সঙ্গিনীকে নিয়ে হাওরে হাওরে ভাসতে থাকেন আর এর মধ্যে খুঁজতে থাকেন সেই মহা পরাক্রমশালী স্রষ্ঠাকে। সৃষ্টি কর্তাকে খুঁজতে খুঁজতে একসময় আবিষ্কার করেন, তাঁর নিজের মধ্যেই তাঁর বাস। তাঁর যে পিয়ারীকে সবাই হাছনজান বলে জানে, সে-ই আসল হাছন রাজা । জগতের মানুষের কাছে যিনি রাজা বলে চিনহিত ছিলেন, হাছন রাজার কাছে সে কেউই নয়, বরং পিয়ারী হাছনজানের ভেতরেই প্রকৃত হাছন রাজা বিরাজমান ছিলেন।

পহেলা অক্টোবর সন্ধ্যায় হাছন জানের রাজা মূর্ত হয়েছিলেন নিউ ইয়র্কের জামাইকাস্থ পারফর্মিং আর্টস সেন্টারে। বৃহত্তর ওয়াশিংটনের জনপ্রিয় নাট্যদল একত-ারা মঞ্চায়ন করেছে ‘হাছন জানের রাজা’। শাকুর মজিদের লেখা, শেখ মাওলা মিলনের পরিচালনা ও নির্দেশনায় মঞ্চস্থ হয় ‘হাছন জানের রাজা’। অনুষ্ঠানের সার্বিক দায়িত্বে ছিলেন রাচনা মিলন, কোরিওগ্রাফি ও নৃত্য পরিচালনা রোজমেরী মিতু রিবেইরো, সংগীত পরিচালনা কালাচাঁদ সরকার, সংগীত পরিচালনা নাসের চৌধুরী, বাঁশিতে বংশীবাদক মোহাম্মদ মাজিদ, তবলায় আশীষ বড়ুয়া, মন্দিরা সরোজ বড়ুয়া, পার্কাশন সুকুমার পিউরিফিকেশন এবং ঝিপিসিতে ছিলেন নীল।

খলিলুর রহমানকে ঢাকাস্থ আমেরিকা দূতাবাসের শুভেচ্ছা

(শেষের পাতার পর)



ফুড টেক ও টেস্টিট্রিট’ এ অংশ নিয়েছেন খলিলুর রহমান। ঢাকাস্থ আমেরিকান দূতাবাসের কর্মকর্তারা বলেন, নিউইয়র্ক সিটিতে বিরিয়ানী হাউজের সফল উদ্যোক্তা খলিলুর রহমানের সাথে আমাদের সাক্ষাৎ ও মতবিনিময় সৌহার্দপূর্ন পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে। বাংলাদেশেও খলিলের উদ্যোগে খলিল কুলিনারি প্রতিষ্ঠান দেখার প্রত্যাশায় রইলাম। গত ৩০ সেপ্টেম্বর শনিবার দূতাবাসের ওয়েবসাইটে এ তথ্য তুলে ধরা হয়।

শেফ খলিলুর রহমান বর্তমানে বাংলাদেশে অবস্থান করছেন। তিনি প্রতিবেদকের সাথে আলাপকালে তিনি বলেন, বাংলাদেশের সাথে আমার সম্পর্ক মাটি ও মায়ের। বিশ্বের অন্য প্রান্তে বসবাস করলেও মনটি সবসময় পড়ে থাকে দেশের জন্য। দেশ ও দেশের মানুষের জন্য কিছু করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। এ লক্ষ্য পূরনে বাংলাদেশে একটি স্পাইসি ইন্ডাস্ট্রি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছি। আশা করছি, এ কাজে সফল হবো ইনশাল্লাহ। তিনি বলেন, হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট ও কুলিনারি এডুকেশনকে আরও প্রসারিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ শেফ ফেডারেশনের সাথেও যৌথ উদ্যোগে কাজ করছি। বাংলাদেশী ফুডকে জনপ্রিয় ও বিশ্বমানে নেবার লক্ষ্যে গত ২ অক্টোবর সোমবার ঢাকাস্থ ফুড ইঞ্জিনিয়ারিং এসোসিয়েশনের সাথেও বৈঠক করেছি।

নিউইয়র্কে লায়ন্স ক্লাবের উদ্যোগে খাদ্য বিতরণ



নিউইয়র্ক : নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসে লায়ন্স ক্লাবের উদ্যোগে ৬ অক্টোবর দুস্থ মানুষের মধ্যে খাদ্য বিতরণ করা হয়। ৭৩ স্ট্রিটস্থ নবান্ন রেষ্টুরেন্ট ও ডাইভারসিটি পাজার সামনে ক্ষুধার্ত মানুষের মধ্যে ক্লাব কর্মকর্তারা খাদ্য বিতরন করেন। নবান্ন রেষ্টুরেন্টের সামনে খাদ্য বিতরন শুরুর আগে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন লায়ন্স ক্লাবের সভাপতি ও আজকালের সম্পাদক শাহ নেওয়াজ এবং সাধারন সম্পাদক জেএফএম রাসেল।

শাহ নেওয়াজ বলেন, দুস্থ ও ক্ষুধার্ত মানুষের কল্যানে লায়ন্স ক্লাব বিশ্বব্যাপী কাজ করে আসছে। নিউ ইয়র্কেও মানববেতার সেবায় লায়ন্স ক্লাব এগিয়ে। আজকে ক্লাব সদস্যদের অর্থায়নে দুস্থ মানুষের মুখে খাবার তুলে দেয়া হচ্ছে। শীতে আমরা তাদের হাতে গরম কাপড় তুলে দেই। নিউইয়র্ক বাংলাদেশ লায়ন্স ক্লাব এই ধরনের সেবা প্রদানের ধারা অব্যাহত রাখবে। খাদ্য বিতরন অনুষ্ঠানে লায়ন্স ক্লাব কর্মকর্তাদের মধ্যে আরও উপস্থিত ছিলেন ভাইস প্রেসিডেন্ট রকি আলিয়ান, ডাইরেক্টর রানো নেওয়াজ,সাবেক সভাপতি আসিফ বারী টুটুল, ফুড ডিস্ট্রিবিউশন কমিটির আহবায়ক ফিম রকি , সদস্য সচিব গোলাম এন হায়দার মুকুট, ক্লাবের ডাইরেক্টর ফাহাদ সোলায়মান, সাবেক সভাপতি মতিউর রহমান,সহসভাপতি একেএম রশীদ, নুরুল আজিম,সাবেক সভাপতি মোহামদ সাইয়িদ, সাবেক সাধারন সম্পাদক গোলাম জিলানী, কোষাধ্যক্ষ মশ্‌ডির রহমান মজুমদার, মাসুদ রানা তপন, আবু বকর সিদ্দিক, এএসএম উদ্দীন পিন্টু, আহমেদ সোহেল, লিটু এনাম, আব্দুর রশীদ বাবু, ,মোস্তফা অনিক রাজ ও মাইনুদ্দিন পিন্টু।

Highland Medical Care, PLLC



Nazmul H. Khan, MD, FACP
Board Certified in Internal Medicine

Address
87-30, 167th St. Jamaica, NY 11432
Phone: 718-262-8991
Fax: 718-262-8992

বাংলা পত্রিকা পড়ুন, লিখুন এবং বিজ্ঞপিন দিন।
ফোনঃ ৭১৮-৪৮২-৯৯২৩

Vital Accounting Inc.
File your Tax with experienced professional.
* Income tax:
* Individual/ Personal Tax (All states)
* Business Tax (Corporation, Partnership)
* Sales tax (Food Vendor, Corporation)
* Payroll Tax
* Business Incorporation
* Immigration Services



Atikur Rahman
Masters in Economics
MBA (Accounting), MAFM
Tel: 718-820-2212
37-22 73rd Street, 2nd Fl (Suite # 2D), Jackson Heights, NY 11372

দালাল দ্বারা প্রতারিত হবেন কেন?

বাফেলোতে বাড়ি কেনা-বেচায়



নতু ন প্রজন্মের বিশ্বস্ত লাইসেন্সড সেলস পার্সন

রাফি সাফওয়ান

ঝামেলামু ক্ত সহযোগিতা দিচ্ছে
সিদ্ধান্ত নেয়ার পূ র্বে যোগাযোগ করুন :

267-992-3201

Park Realty
of Western New York

155 Summer St
Buffalo, NY 14222

Looking for intake or scribing Positions for Starling Diagnostics In the Bronx.

- Foreign Medical Graduate Preferred
- Typing speed 50+ preferred
- Experience 1 to 3 years Preferred
- Bangla and English Language

Please email your resume to
mohammod.ali@starlingdiagnostics.com
Daytime phone (267)342-1481.

starling diagnostics

কাজী অফিস

সিটি কর্তৃক রেজিষ্ট্রিকৃত
কাজী ইমাম মাওলানা
আব্দুল মুকিত
পেশ ইমাম, দারুস সালাম
মসজিদ, জ্যামাইকা

148-16 87 Road
Jamaica, NY-11435

বিবাহ পড়ানো,
মেরিজ সার্টিফিকেট
ও কাবিন নামা
প্রদান করা হয়।
পরামর্শ ও এপয়েন্টমেন্টের
জন্য যোগাযোগ করুনঃ

917-428-1519

FREE CONSULTATION!!!
I am a tax specialist directly licensed by the IRS



ENROLLED AGENT
Authorized IRS e-file Provider
IRS To Represent Before the Internal Revenue Service

MIR KASHAM
IRS Enrolled Agent, CMA (INT), BBA (Accounting), Baruch CUNY

TAX - ACCOUNTING - NOTARY PUBLIC
IMPUESTOS - CONTABILIDAD - NOTARIO PÚBLICO
ট্যাক্স–একাউন্টিং–নোটারী

Tax Preparation, Tax Planning
& Solving Tax Problems
Business Tax & Accounting
Sales Tax
Payroll & Bookkeeping Services
Typing Services:
Contract Papers
Resumès, Fax, E-mail, Scan etc.



Moon
Multi Services
701 Church Avenue
Brooklyn, NY11218
Tel: 347-533-9030
Cell: 917-501-5750
Fax: 347-533-6703
Email: mirkasham@aol.com



হাউজ কিপিং জব করতে চাই

হাউজ কিপিং জব (যেমন- সুইপ ও মপ করা, রান্নায় সাহায্য করা) করতে ইচ্ছুক। ঘন্টায় ৫/১০ ডলার বেতন পেলেই চলবে। যোগাযোগ: গডফ্রে রোজারিও (প্রাক্তন অফিস সহকারী, বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট)।
ফোন: ৩৪৭-৮৪৯-৭৫৪৯
৩৪৭-৮৪৯-৭৫২৩

ভ্রমণ

নায়াগ্রা ফলস, অরল্যান্ডো ডিজনি, মায়ামি, কী ওয়েস্ট, গ্রান্ড ক্যানিয়ন, লাস ভেগাস সহ আমেরিকার যে কোন স্টেটে ভ্রমণের জন্য যোগাযোগ করুন:
বাংলা ট্যুর
৩৪৭ ২৮০ ৭২৬৯

- সম্পূর্ণ হালাল খাবার
- ক্যাটারিং
- লাঞ্চ ডিনার



Joy

পিকনিকসহ বিভিন্ন উৎসব আয়োজনে জয় রেস্টুরেন্টের বিশেষ ঘোষণা

জয় ক্যাটারিং মেন্যু

প্যাকেজ -১	প্যাকেজ-২	প্যাকেজ-৩	প্যাকেজ-৪
প্লেইন পোলাও চিকেন রোস্ট মিক্সড ভেজিটেবল সালাড ডিজার্ট **$ 7.00**	প্লেইন পোলাও চিকেন রোস্ট সামি কাবাব মিক্সড ভেজিটেবল সালাড ডিজার্ট **$ 8.00**	প্লেইন পোলাও চিকেন রোস্ট গোট অথবা বিফ কারি মিক্সড ভেজিটেবল সালাড ডিজার্ট **$10.00**	মটর পোলাও চিকেন রোস্ট সামি কাবাব গোট অথবা বিফ কারি মিক্সড ভেজিটেবল সালাড ডিজার্ট **$11.00**

148 E 46th Streets, (Between Lexington & 3rd Avenue), New York, NY 10017
Tel: 212-490- 1277, (212) 490-1278, Fax: (212) 490-1977

32 West 39 Street (Between 5th and 6th Avenue),New York, NY- 10018.
Tel: 646-559-7527

থেরাপিস্ট আবশ্যক

চিকিৎসক কর্তৃক প্রেসক্রাইবকৃত একজন রোগীর জন্য থেরাপিস্ট আবশ্যক ।

যোগাযোগঃ ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩, ৭১৮-৩৭১-৮৮৯৮

বেবি সিটার আবশ্যক

Columbia medical Hospital এর ডাক্তার আফসানা রহমানের ৯ মাসের মেয়েকে দেখাশুনার জন্য বৃহস্পতি ও শুক্রবারের একজন বেবি সিটার দরকার বাসার দুই বকের ভিতর Train আছে ।

Address:709 W 169th Street.1st floor.Manhattan, New York.

যোগাযোগ :-(347) 944-2284, 347 475 7554

ড্রাইভিং শিখতে চান?

সহজ পদ্ধতিতে এবং ফেক্সিবল সময়ের মধ্যে ড্রাইভিং শিখার জন্য যোগাযোগ করুন ।

যোগাযোগঃ উদ্দিন

929-519-5139



আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Dr. Tahera Nasreen, MD

Board Certified in Internal Medicine
Affiliated with Brooklyn Hospital Center

Dr. Ataul Osmani, MD

Board Certified in Family Medicine
Affiliated with Interfaith & Kings County Hospital Center

জেনারেল চেক আপ, শারীরিক পরীক্ষা, ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন, হাই কোলেস্টরল এজমা, ইকেজি, বয়স্ক ভেক্সিনেশান, ব্লাড টেস্ট,
TLC/Motor Vehicle Exam,
মহিলা স্বাস্থ্য সহ সবধরনের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

আমরা প্রায় সকল ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করি

20 Arlington Pl.
Brooklyn NY 11216
Tel: 718-636-0100
718-636-0112

2668 Pitkin Avenue
Brooklyn. NY 11208
Tel: 718-484-3960
Fax: 718-484-3960

MAMUN'S TUTORIAL

: Directed by :
SHEIKH AL MAMUN, Certified School Teacher
MS Math Ed, MA Pure Math, Principal, Mamun's Tutorial



Our Programs:
Summer Program will start from July 5th

SAT
8 Weeks Course
4 Hours Each Class
Total 32 Classes (4 days/week)
Total Cost : $2000.00
Time : 2 pm to 6 pm

SHSAT
8 Weeks Course
5 days/week
Total Cost : $2000.00
Time : 2 pm to 6 pm

COMMON CORE MATH & ENGLISH
1st Grade to 6th Grade
8 weeks course
3 Hrs./day, 4 days/week
Cost : 600.00

Get **25%** Discount
sign up by 4th July

Admission going on
K-6 & Common Core Regents Classes

Bronx Branch:
1504 Olmstead Avenue, Bronx, NY 10462
Phone : **347-657-0530, 917-561-1090**

Jackson Heights Branch:
37-21 72nd Street, Jackson Heights, NY 11372
Phone : **718-507-2113, 917-561-1090**

Congratulations to all our Students who made into Specialized High School

Quality Education is Our Priority!



Mohammed M. Alam
M.Com (Management). LL.B

জ্যামাইকা হিলসাইড ট্যাক্স অফিস

167-11 Hillside Ave. 2nd Floor Jamaica, NY 11432
Tel: 718-480-3313, Cell: 917-600-4937
Email: mahbubtax@yahoo.com

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

ট্যাক্স • ইমিগ্রেশন ফরম পুরন • নোটারী

আমাদের সেবা সমূহ

- ফেডারেল এবং সকল স্টেট ট্যাক্স
- বিজনেস ট্যাক্স, করপোরেশন ট্যাক্স
- সেল্‌স ট্যাক্স, পে-রোল ট্যাক্স
- ওপেন নিউ বিজনেস
- ওপেন সেল্‌স ট্যাক্স আইডি
- ফ্যামিলী পিটিশন
- স্পন্সরশীপ ফরম পুরন
- সিটিজেনশীপ ও পার্সপোর্ট
- ডুয়েল সিটিজেনশীপ প্রোসেস
- পাওয়ার অব এ্যাটর্নী ড্রাফট

সকল ষ্টেটের ট্যাক্স এবং ফরম পূরনে সহায়তা করা হয় ।

বাসা ভাড়া

বাসা ভাড়া

আগামী ১লা অক্টোবর থেকে ওজনপার্কের ১০৫ স্ট্রীট এবং ১০১ এভিনিউ এর কর্নারে ৩ বেডরুম, সাথে ছোট বেবি রুম, সেপারেট লিভিং, ডাই-নিং, কিচেন ও ফুল বড় বাথরুম, ভাড়া হবে। বাসার নিকটে কিউ-৮, কিউ-২৪ বাস, এ ট্রেন, মসজিদ ও বাংলাদেশী গ্রোরী আছে।

যোগাযোগঃ

৬৪৬-২৫৫-৯১৬৩

৩৪৭-৭২০-০২৩০

বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা ১৮৩ স্ট্রীট, হি-লসাইড এবং জ্যামাইকা এভিনিউ-এর মধ্যে সাবওয়ের সন্নিকটে ২ বেডরুমের বেসমেন্ট বাসা ভাড়া হবে। নতুন রিনোভেটেড।

যোগাযোগঃ

৭১৮-৬০৭-৯৫৫১

৩৪৭-৮৭০-০৭৪০।

বাসা ভাড়া

ব্রঙ্কসের ক্যাসিল হিলের গ্লিভ এভিনিউতে ৪ বেডরুমের বাসা ভাড়া হবে। যোগাযোগ: আহমেদ।

ফোন: ৯১৭-৪৪৪-৯৭০৭

অথবা ৩৪৭-২০৮-৪৭৪১

বেইসমেন্ট ভাড়া

জেএফকে বিমান বন্দর থেকে ১০ মিনিটের দুরত্বে। ছোট পরিবার নিয়ে বসবাসবাসের জন্য (New renovation) বেসমেন্ট ভাড়া দেওয়া হইবে। নিউইয়র্কের কুইন্সের রোজডেলে ১বেডরুম ১ ফুল বাথরুম, ১ লিভিং রুম সাথে কিচেন ভাড়া দেওয়া হইবে ঠিকানা: 242-03 133rd ave, Rosedale, New York 11422 যোগাযোগ করুন : **203-993-7788 Humayunchy@hotmail.com**

বাসা ভাড়া

বাঙালি অধ্যুষিত পার্কচেস্টার সাবওয়ের সন্নিকটে একটি মনোরম বাসা ভাড়া হবে। তিন বেডরুম, ১ বাথরুম (১ম তলা)। ঠিকানাঃ ১৪৫৯ লোল্যান্ড এভিনিউ।

ফোনঃ ৬৪৬-৬৮৪-০৯০৯।

রুম ভাড়া

সুন্দর ভদ্র পরিবেশে কর্মজীবী পুরুষদের জন্য বেড বিছানাসহ এক রুম, কিচেনের সাথে ডাইনিং রুমের চেয়ার টেবিল ও ইন্টারনেটের সুবিধায় ভাড়া হবে। সি ট্রেনে শেফার্ড এভিনিউর পাশে ৪৩০ এসেক্স স্ট্রীট, ব্রুকলীন।

যোগাযোগঃ

৬৩১-২৩০-০২৩০

৭১৮-৩৪৮-৮৪২২।

বাসা ভাড়া

উডহ্যাভেন এলাকায় ৩ বেড, ১ লিভিং, কিচেন এবং বাথরুম (১ম তলা) ভাড়া হবে। জে ট্রেন এবং কিউ-৫৬, কিউ-২৪, কিউ-৫৩, কিউ-৫২, কিউ-১১ এবং বি-১ বাসের সন্নিকটে। ভাড়া ২৪০০ ডলার। সববিল একত্রে।

যোগাযোগঃ

জিনাত ৬৪৬ ২৮৯ ০৫৩৯.

বাসা ভাড়া

১০৭-৩১ ৮৮ স্ট্রীট, ওজ-নপার্ক, নিউইয়র্ক-১১৪১৭ ঠিকানায় বেসমেন্টের বাসা স্বামী-স্ত্রী অথবা দুইজন মেয়ের কাছে ভাড়া হবে। নতুন বাসা, সুন্দর পরিবেশন। এ ট্রেন সাবওয়ে সন্নিকটে।

যোগাযোগ:

৩৪৭-৮৪৮-৩২১৯

পাত্র-পাত্রী চাই

(১)আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনে ডিগ্রীপ্রাপ্ত। মুসলিম। সাতাশ বছর। সিলেট বাড়ী। যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক পাত্রী চাই। (২) ডাটা সাইন্সে আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়রত। মুসলিম। তেইশ বছর। সিলেট বাড়ী। যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক পাত্র চাই। এসএমএস করুন। গোপনীয়তা রক্ষা করা হবে। **৩৪৭-৩৪৫-৮২০৭.**

পূর্বাচলে রাজউকের নির্ভেজাল ৫ কাঠার প্লট বিক্রয়

ঢাকার মাস্টার প্ল্যান শহর পূর্বাচলের আকর্ষণীয় লোকেশনে সরাসরি রাজউকের বরাদ্দতো ৫ কাটার নির্ভেজার একটি প্লট বিক্রয় হবে। আমেরিকান সিটিজেন ইঞ্জিনিয়ার নিজের কেনা প্লটটি সরাসরি নিজে বিক্রি করবেন।

যোগাযোগের ফোন: ১-৪০৮-৫৬৪-৩৯১০

Email: gomaruf@gmail.com

টাঙ্গাইল শহরের প্রান কেন্দ্রে বাড়ি বিক্রয়

টাঙ্গাইল শহরের বিশ্বাস বেতকা এলাকায় সৃষ্টি কোচিং সংলগ্ন ১০ শতাংশ জমির উপর ৫তলা ফাউন্ডেশনের (৩৩টা পিলারের) বাড়ি, নীচতলায় ৩ বেড, ৩ বাথ, ২টা ইউনিট এবং দোতলায় দুই বেড এবং একটি বাথরুমের ৪টা ইউনিট। প্রতিমাসে আয় সর্বমোট ৪৫ হাজার টাকা। জমির মালিক নিউইয়র্ক প্রবাসী বিধায় দলিল হস্তান্তর এবং বাড়ির মূল্য নির্ধারন/পরিশোধ ডলারে করতে হবে।

কেবল মাত্র কিনতে আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন-

দরালাপনী ঃ ৯১৭-৩০০-৫০০৪

মেডিকেয়ার ইন্স্যুরেন্স

মেডিকেয়ার ইন্স্যুরেন্স এর যাবতীয় তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুনঃ **মোহাম্মদ তুহিন**

৭১৮-৩১০-০৪১৩

TDS INSURANCE এর প্রতিবাদ

কতিপয় ব্রোকারেজ প্রতিষ্ঠানের অপপ্রচারের পরিপ্রেক্ষিতে TDS INSURANCE BROKERAGE CORP. -এর পক্ষ থেকে আমরা সোচ্চার প্রতিবাদ জানাচ্ছি। আমাদের কোন শাখা অফিস, সাব এজেন্ট নিউইয়র্কের কোথাও নেই। আমাদের কার্যক্রম আমরা আমরা শুধুমাত্র ব্রুকলীন অফিস থেকেই পরিচালনা করছি। ধন্যবাদ-

TDS INSURANCE BROKERAGE CORP.

f-06/14

পাত্রী চাই

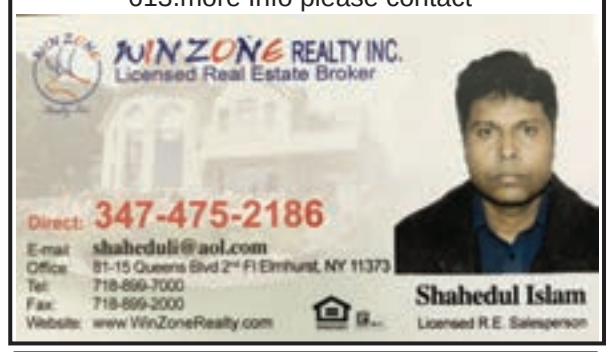
ইউএস সিটিজেন, বয়স ৫৫, উচ্চতা ৫ফুট ৬ইঞ্চি। শিক্ষাগত যোগ্যতা: ইঞ্জিনিয়ার, সরকারি চাকুরীজীবী, সুপ্রতিষ্ঠিত মুসলিম ধার্মিক পাত্রের জন্য বিধবা, ডিভোর্স (বৈধ কাগজপত্র না থাকলেও চলবে) পাত্রী চাই।

যোগাযোগ: ৬৪৬-৭০৭-৯৬১৪ সে-০৫/০৬

One Bedroom CONDOMINIUM FOR SALE

1510 Union Port Road,Bronx ,NY-10462.Asking Price $199,000.00

Common Charge $ 804.69 . Living area Sqft 613.more Info please contact



বিনামূল্যে হেলথ ইন্স্যুরেন্স চান

আপনি কি বিনামূল্যে নিউইয়র্ক ষ্টেট অনুমোদিত হেলথ ইন্স্যুরেন্স পেতে চান? তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমরা আপনাকে হেলথফাস্ট, ফিডালিস কেয়ার, মেট্রোপ্লাস, ইউনাইটেড হেলথ কেয়ার সহ অন্যান্য ইন্স্যুরেন্স প্লান পেতে সহায়তা করব!

শেখ সিরাজ, বাংলাদেশ সেন্টার

Bangladesh Center Inc

ফোন: ৯১৭-৫৪৭-৬৮৩২



লং আইল্যান্ডে ড্রাইভাভিং স্কুলে ইনস্ট্রাকটর আবশ্যক

লং আইল্যান্ড সাফক কাউন্টি তে ফুলটাইম/ পার্টটাইম ড্রাইভিং স্কুলের জন্য অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ইনস্ট্রাকটর আবশ্যক। বেতন ২০ ডলার-২৫ ডলার /প্রতি লেসন্

যোগাযোগঃ **৬৩১-২৭৫-৪০০৭**

আবশ্যক

অ্যাপোলো ইমিগ্র্যান্ট ম্যানেজমেন্ট (এলমহার্স্ট, এনওয়াই ১১৩৭৩)-এর জন্য এলজন ফুল টাইম ইঞ্জিনিয়ার আবশ্যক। বেতন ঘন্টায় ৪১ ডলার ২ সেন্ট। আগ্রহীকে এমপ্লয়ীদের সুপারভাইজিং সহ মেশিন অপারেট, হার্ডওয়ার এবং নেটওয়াকিং প্রভৃতি দায়িত্ব পালন ছাড়াও ব্যবসায়িক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় দেখাশোনা ও পর্যবেক্ষণ করতে হবে। যোগ্যতা ব্যাচেলর ডিগ্রিসহ ইংরেজী, বাংলা ও হিন্দি ভাষায় অনর্গল কথা বলা জানতে হবে।

যোগাযোগ: ৭১৮-৪২৬-৬৬০০

JAMAICA GARAGE FOR RENT

INDOOR GARAGE WITH REMOTE KEY FOR RENT. 175 STREET & HILLSIDE AVENUE. LEAVE MESSAGE: 917-533-3928

মুসলিম কাজী অফিস

Imam & Khatib

Bangla Bazar Jame Masjid

1351 Odell St, Bronx, NY 10462

ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক বিয়ে পড়ানো হয় এবং নিউইর্ক সিটি ল অনুযায়ী ম্যারিজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা দেয়া হয়।



Quazi Moulana Abul Kashem Eahea

Ba (Hons), MA (Bangla)- Kamil-Hadith, Tafsir, Fiqh

Marriage Registrar New York State

(Muslim Nikah & Marriage Solemnization NYC)

Tel: 347-208-9055

Email:abuleahea@gmail.com

بسم الله الرحمن الرحيم

পাত্র চাই

New York- এ পিতা-মাতার সঙ্গে বসবাস করেন। (U.S.A. Citizen) পাত্রী Bachelor in Biomedical Engineer, From City College, CUNY, and Master in Biomedical Engineer, From Penn Univercity, Philadelphia বর্তমানে পেশাগত কাজে কর্মরত। পাত্রীর জন্য ৩২+ বয়সের যোগ্য পাত্র যোগাযোগ করুন।

Mobile Tel. No 646-591-4696

Res: 718-931-2509

e-mail: moondhs@gmail.com

MATRIMONIAL SERVICE

কাজী অফিস (NYC Registered)

GET MARRIED ISLAMIC WAY BY

KAZI MOWLANA MD. ABUL KHAIR

IMAM & KHATUB

MASJID AL-ABRAR CULTURAL CENTER USA INC.

70-50, Broadway (Basement), Jackson Heights, NY 11372.

Phone: 646-732-7125, 929-277-7444



THE WHITE HOUSE

October 4, 2023

Dear Dr. Rahman,

Thank you for writing to me about U.S. foreign policy.

I believe that our world is at an inflection point. Competition between major global powers is on the rise while the threats we face demand greater cooperation than ever. That's why my Administration is working with allies and partners around the world to advance our Nation's vital interests, tackle global challenges, defend democracy, and win the strategic competition to shape the future of our world.

We have restored American leadership on the international stage and rallied the world to take on shared challenges that impact the lives of people everywhere—from addressing the climate crisis and strengthening global health to preventing famines, combating corruption, and making sure that technology works for democracy and not against it. We are leading a global coalition of nations to stand with the brave people of Ukraine as they defend themselves against Russia's brutal aggression. And while we continue promoting our fundamental principles of freedom, sovereignty, and democracy, we have also brought together partners in new ways to address threats to global peace and security, including provocative behavior from Iran and North Korea.

Now, thanks to generational investments in our infrastructure and manufacturing, we have ensured that the United States will continue to lead the world in innovation. We are strengthening our military to deter and defend against the threats of today and tomorrow. And in harnessing our unmatched network of allies and partners, the United States is in the strongest position to compete with nations everywhere—including the People's Republic of China—and succeed.

At the end of the day, our foreign policy is about making life better and safer for all Americans. I will keep your message in mind as we work to meet the challenges and opportunities ahead that will determine the direction of our world for generations to come. May God bless America, and may God protect our troops and all those serving in harm's way.

Sincerely,

If you wish to receive regular email updates from the White House, please click here. You may also follow President Biden and the White House on Facebook, Instagram, Twitter, and YouTube.

White House Website · Privacy Policy · Contact the White House

যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ সভাপতির চিঠির জবাবে যা বললেন বাইডেন

(শেষের পাতার পর)

নিষেধাজ্ঞা সংক্রান্ত বিষয় তুলে ধরে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের কাছে একটি চিঠি পাঠিয়েছিলেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সভাপতি ড. সিদ্দিকুর রহমান। বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখ করে প্রেসিডেন্টের কাছে এর তদন্তের আহবান জানান তিনি। এব্যাপারে ড. সিদ্দিকুর রহমান জানান, বাংলাদেশের চলমান ঘটনার নানা বিষয় তুলে ধরে এক সপ্তাহ আগে তিনি প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের কাছে একটি চিঠি পাঠান। গত ৪ অক্টোবর বুধবার সেই চিঠির উত্তর পাঠিয়েছেন বাইডেন।

উত্তরে প্রেসিডেন্ট বাইডেন লিখেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র নীতি সম্পর্কে আমাকে লেখার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আমি বিশ্বাস করি যে, আমাদের পৃথিবী একটি পরিবর্তনের বিন্দুতে রয়েছে। বড় বৈশ্বিক শক্তিগুলোর মধ্যে প্রতিযোগিতা যখন বাড়ছে, আমরা যে হুমকিগুলোর মুখোমুখি হচ্ছি তা আগের চেয়ে আরও বেশি সহযোগিতার দাবি রাখে। এ কারণেই আমার প্রশাসন আমাদের জাতির গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থকে এগিয়ে নিতে, বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা, গণতন্ত্র রক্ষা এবং আমাদের বিশ্বের ভবিষ্যত গঠনের জন্য কৌশলগত প্রতিযোগিতায় জয়ী হতে বিশ্বজুড়ে মিত্র ও অংশীদারদের সঙ্গে কাজ করছে। তিনি বলেন, আমরা আন্তর্জাতিক মঞ্চে আমেরিকান নেতৃত্বকে পুনরুদ্ধার করেছি। মানুষের জীবনকে প্রভাবিত করে এমন চ্যালেঞ্জগুলো গ্রহণ করার জন্য বিশ্বকে সমবেত করেছি। জলবায়ু সংকট মোকাবিলা এবং বিশ্ব স্বাস্থ্যকে শক্তিশালী করা থেকে দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ, দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই এবং গণতন্ত্রের জন্য প্রযুক্তি নিশ্চিতে কাজ করছি। আমরা ইউক্রেনের সাহসী জনগণের পাশে দাঁড়ানোর জন্য একটি বৈশ্বিক জোটের নেতৃত্ব দিচ্ছি কারণ তারা রাশিয়ার আগ্রাসনের বিরুদ্ধে নিজেদের রক্ষা করছে। আমরা স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও গণতন্ত্রের জন্য আমাদের মৌলিক নীতির প্রচার চালিয়ে যাচ্ছি। ইরান ও উত্তর কোরিয়ার উসকানিমূলক আচরণসহ বৈশ্বিক শান্তি ও নিরাপত্তার হুমকি মোকাবিলার জন্য নতুন উপায়ে অংশীদারদের একত্রিত করেছি।

প্রেসিডেন্ট বাইডেন বলেন, আমরা এটা নিশ্চিত করেছি যে, যুক্তরাষ্ট্র উদ্ভাবনে বিশ্বকে নেতৃত্ব দিতে থাকবে। আজকের ও আগামীকালের হুমকির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ও প্রতিরক্ষার জন্য আমরা আমাদের সেনাবাহিনীকে শক্তিশালী করছি। আমাদের মিত্র ও অংশীদারদের নেটওয়ার্ককে কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে এবং চীনসহ সব জায়গায় প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য আমরা শক্তিশালী অবস্থানে রয়েছি এবং সফল হয়েছি।

প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বলেন, দিন শেষে, আমাদের পররাষ্ট্র নীতি হলো সকল আমেরিকানদের জীবনকে আরও ভালো ও নিরাপদ করে তোলা। আমি আপনার বার্তাটি মনে রাখব যখন আমরা সামনের চ্যালেঞ্জ ও সুযোগগুলো মোকাবিলার জন্য কাজ করব।

বাড়ী ক্রয়ের প্রস্তুতি

(শেষের পাতার পর)

নূন্যতম জানা থাকা প্রয়োজন। তানাহলে আর্থিক ক্ষতির সমস্যা সহ নানা সমস্যায় পড়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। একজন বাড়ীর মালিককে অন্তত ড্রিল মেশিন চালানোর যোগ্যতা থাকলেই তিনি বাড়ী ক্রয়ের জন্য প্রস্তুত বলেই ধরে নেয়া যায়। মনে রাখতে হবে ছোট-খাটো অনেক কাজ থাকে যা মালিক নিজেই করতে পারেন। তানাহলে একদিকে বাড়ীর যেমন সঠিকভাবে থাকবে না, তেমনী বাড়ীর মূল্যও কমে যাবে।

হঠাৎ ঘরের তালা নষ্ট হয়ে যেতে পারে, বাথরুমে সমস্যা দেখা দিতে পারে। বৈদ্যুতিক কানেকশনে সমস্যা দেখা দিতে পারে। ইত্যাদি ছোট-খাটো সমস্যাগুলো বড় সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। তাই সংশ্লিস্ট বাড়ীর মালিককে ছোট-খাটো কাজ নিজেকেই করতে হতে পারে। এক্ষেত্রে ইউটিউবের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। প্রয়োজনে বন্ধু-বান্ধবের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। তবে সর্বোত্তম হচ্ছে বাড়ী ক্রয়ের অগে বা বাড়ীর মালিক হওয়ার পূর্বে বাড়ী সুন্দর ও ভালো রাখার ছোটখাটো সমস্যাগুলো আগেভাগেই জেনে নেয়া ভালো।

নিউইয়র্কে আপনার ক্রেডিট স্কোর, ক্রেডিট রিপেয়ার, মর্টগেজ সহ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয়ে আমরা পরামর্শ দিয়ে থাকি। প্রয়োজনে কল করুন: ৭১৮-৫০৭-লোন (৫৬২৬)

ঘুমন্ত বিবেককে জাগ্রত করুন

(শেষের পাতার পর)

কখনো মানুষ হিসাবে বেঁচে থাকতে পারে না। আলবত সে পশুর কাতারে নেমে আসে। সব মানুষই বিবেকসম্পন্ন। কিন্তু এটি মানুষের শরীর-স্বাস্থ্যের মতো যত্ন করতে হয়। আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় কেউ কেউ তার নিয়মিত পরিচর্চা করেন আবার অনেকেই তাকে অবহেলা ভরে মৃত্যুর দুয়ারে ঠেলে দেয়। বিবেকের পরিচর্চা ও শাণ দেয়ার মাধ্যমেই মানুষ মহামানুষে পরিণত হয়। সুস্থ ও সবল বিবেকের তাড়নায় এ সমস্ত মহা মানুষেরা সমগ্র আবেগ-উচ্ছাস, হৃদয়বৃত্তি এবং সকল প্রকার লোভ-লালসা নিয়মানুগ ও বিধিবদ্ধ করে নেয়। মানুষের নফস বলে আরেকটি কথা আছে, যে সকল সময় মানুষকে কামনা-বাসনায় আবদ্ধ করতে চায়। এই নফসের ওপর নিয়ন্ত্রন প্রতিষ্ঠার জন্য বিবেককের সাহায্য একান্ত প্রয়োজন হয়। তাই নফস থেকে বিবেক অবশ্যই অধিকতর শক্তিশালী হতে হবে। এ জন্যই বিবেকের নিয়মিত পরিচর্চার প্রয়োজন হয়। বিবেক যত শক্তিশালী হবে নৈতিক মান তত উন্নত হবে। নৈতিক মান যত উন্নত হবে নফস তত দূর্বল হতে থাকবে। এবং এক সময় নফস বিবেকের গোলামী করতে বাধ্য হবে। কিন্তু যদি এই বিবেককে ক্রমাগত অবহেলা করা হয় তবে এটি অসুস্থ ও দূর্বল হয়ে যায় এবং এক সময় তার অপমৃত্যু ঘটে এবং তখন মানুষ অমানুষে পরিণত হয়। সমাজ ও সভ্যতায় নেমে আসে অরাজকতা ও বিপর্যয় এবং সমাজ পরিণত হয় অন্যায় ও অবিচারের অভায়রণ্য। যেখানেই এভাবে মরহুম বিবেকের সংখ্যা বাড়তে থাকে সেখানটা পশুর খোয়ারে পরিণত হয়।

সব মানুষ জানে বিবেকের গুরুত্ব কতটুকু। কিন্তু তার পরিচর্যা করতে জানে না বা জানার সেই পরিবেশও পায় না। আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় কেউ ছোট্র একটি অপরাধ করলে, মানুষ তাকে বলে থাকে 'লোকটির বিবেক নাই' অথবা 'এটি বিবেকহীনের কাজ'। এখানে মনে রাখা প্রয়োজন মানুষ ও পশুর মধ্যে তফাৎ করা হয় 'বিবেক'-এর মাধ্যমে। অর্থাৎ মানুষের বিবেক আছে, পশুর বিবেক নাই। কিন্তু এখানে এ-ও মনে রাখা প্রয়োজন যে, মানুষ যখন বিবেকহীন হয়ে পড়ে তখন তার মান পশুর চেয়েও অধিকতর নিচে নেমে আসে। কারণ পশুরা শুধুমাত্র নিজের জঠর জ্বালা নিবারণের জন্য অন্য পশুকে শিকার করে। হিংসা-বিদ্বেষ, প্রভাব-প্রতিপত্তি বা হিংসাত্মক মনোভাব চরিতার্থ করার জন্য কোন পশু অন্য পশুর ওপর আক্রমন চালায় না। কিন্তু বিবেকহীন মানুষ হেন হীনতর কাজ নাই যা সে করতে পারে না। যে কোন জায়গায় সামাজিক বিপর্যয় ঘটানোর জন্য গুটিকয় বিবেকহীন ব্যক্তিই যতেষ্ট। আর এটি যদি কোন রাষ্ট্র প্রধানের চরিত্র হয় তাহলে সেই রাষ্ট্রটি মানুষ বসবাসের অনুপযোগী হয়ে উঠে।

আমাদের প্রেক্ষাপটে চিন্তা করা হলে, সহজেই পরিমাপ করা যায় যে সেই বিবেকের মৃত্যুহার দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। কিন্তু কেন? কেন আজ বিবেকের মৃত্যুহার বেড়ে যাচ্ছে? কেন সামাজিক ভ্রাতৃত্ববোধ উঠে যাচ্ছে এবং কেন আজ সামাজিক বন্ধন হুমকীর সম্মুখীন হয়ে পড়েছে? সমাজের সর্বস্তর থেকে আজ ধৈর্য, সহনশীলতা, সহিষ্ণুনতা, সহাবস্থান, পরশ্রীমূখরতা ক্রমান্বয়ে হারিয়ে যাচ্ছে। কেউ কাউকে মানছে না। ছোট বড়কে সম্মান করছে না, বড় ছোটকে স্নেহের বন্ধনে আবদ্ধ করতে পারছে না। জাতির মেরুদন্ড সোজাকারী শিক্ষক লাঞ্ছিত হচ্ছেন স্বীয় গুণধর ছাত্রের দ্বারা। ছাত্র তার ছাত্র বন্ধু দ্বারা নিহত হচ্ছে। সমাজের সম্মানিত ব্যক্তিদের মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত হচ্ছে যত্রতত্রভাবে। স্বাধীন দেশের অধিবাসীরা স্বাধীনভাবে মুক্ত বাতাসে নি:সঙ্কায় চলাফেরা করতে পারছে না। কিসের ভয় যেন সদায় তাদের তাড়া করে ফিরে। হত্যা, গুম, মাস্তানী ও চাঁদাবাজির কারণে সমাজের হা-হুতাশ শুরু হয়েছে। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই আজ বিশাল ধ্বংসের দিকে দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। চারদিকে শুধু অবক্ষয় আর অবক্ষয়। ব্যক্তি ও জাতীয় চরিত্রের অধঃপতন, পারিবারিক ও সামাজিক সুশৃংখল অবকাঠামোর ভাঙ্গন, সামাজিক ও রাজনৈতিক অসহিষ্ণুতা দেশ আজ অগ্নীগর্ভে রূপ নিয়েছে। ভোগের রাজ্যে চলছে অত্যধিক মাতলামী। মোটকথা মানুষের ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক জীবন আজ মরনব্যাধী রোগে আক্রান্ত। তাহলে কি বিবেকের মৃত্যুহার বেড়ে গিয়ে বিবেকশূণ্য পৃথিবী বিবেকহীনদের ভার সইতে পারছে না? হাঁ, পূর্বেই বলা হয়েছে যে, বিবেকের নিয়মিত পরিচর্চা না করার কারণেই বিবেকের মৃত্যুহার বেড়ে গেছে। ফলে বিবেকের অনুপস্থিতর কারণে উপরোক্ত বিপর্যয় দেখা দিয়েছে।

আমার ধারণা, আমাদের নেতৃত্বের কারণে বিবেকের এ মৃত্যুহার বৃদ্ধি পেয়েছে। নেতৃত্বই এ জন্য দায়ী। কারণ নেতৃত্বের মনোভাব ও আচার-আচরণ সংশ্লিষ্ট দেশের সাধারণ নাগরিকদের বিশেষভাবে প্রভাবিত করে থাকে। নেতৃত্ব যদি ইতিবাচক মনোভাবাপন্ন হয়, দেশের জনগণ সর্বক্ষেত্রে ইতিবাচক হবে। একটি উন্নয়নশীল দেশের উন্নতির জন্য যতগুলো বিষয়কে গণ্য করা হয়, তন্মধ্যে 'ইতিবাচক মনোভাব' সর্বোচ্চ গুরুত্বের দাবী রাখে। নেতিবাচক মনোভাব ও আচার-আচরণ দিয়ে উন্নতির চিন্তা করা যায় না এবং এ ধরণের মনোভাব দিয়ে মানুষের চরিত্র গঠণ করাও সম্ভব নয়। বরং নেতিবাচক আচার-আচরণ রাষ্ট্রের বা সমাজের সর্বস্তরে অসহিষ্ণুতা, অসৌজন্যতা ও উগ্রতাকে এমনভাবে উসকে দেয় যে,মানব সভ্যতা ও মানুষের জীবন মারাত্মক হুমকীর সম্মুখীন হয়ে পড়ে। এখানে আরো অনেকগুলো কারণ পেশ করা যাবে, কিন্তু এ সমস্ত কারণের পিছনে নেতৃত্বের প্রভাব প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে কাজ করে। যার বিবেক লোপ পায়, তিনিই সর্বদা নেতিবাচক পথে চলেন।

বিবেক রক্ষা করার জন্য প্রথমত নৈতিক শিক্ষার ওপর অত্যধিক গুরুত্ব দিতে হবে। এ জন্য নেতৃত্বের অসুস্থ্য বিবেককে সর্বপ্রথম সুস্থ্য করে তুলতে হবে। বিবেকের যেই করুণ ও মমুর্ষ অবস্থা বিরাজ করছে, তাতে সম্মিলিতভাবে নেতৃত্ব ও দেশের জনগণ উভয়ের বিবেকের পরিচর্চার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। তবে এখানে বিশেষভাবে বলতে চাই যে,নেতৃত্বের বিবেক যদি আগে সুস্থ্য হয়ে উঠে তবে সাধারনের বিবেক অধিকাংশ এমনি এমনি সুস্থ হয়ে উঠবে। তাই আমাদের নেতৃত্বকে অনুরোধ করবো যে, মানবীয় দৃষ্টিকোন থেকে বিবেচনা করে আপনাদের অসুস্থ্য বিবেককে সুস্থ্য করে তুলুন অথবা ঘুমন্ত বিবেককে জাগ্রত করুন। নেতৃত্বের বিবেক যদি সুস্থ্য হয়ে উঠে, তবে তাদের এই আন্তরিকতার বদৌলতে সারা দেশের বিবেক কোনরূপ কষ্ট ছাড়াই অনেকটা জেগে উঠবে। অবশিষ্টের জন্য বা আরো উন্নত করার জন্য বিবেক পরিচর্যার যেই প্রতিষ্ঠানাগুলো রয়েছে, সেই সব প্রতিষ্ঠানের পরিবেশকে স্বাভাবিক করতে হবে। এ সমস্ত প্রতিষ্ঠান থেকে নৈরাজ্যকর অবস্থা দুর করে শক্তিশালী বিবেকবানদের দায়িত্ব দিতে হবে। এমন সিলেবাস প্রণয়ন করতে হবে যার মাধ্যমে বিবেক সুস্থ্য ও সবল হয়ে জেগে উঠবে।

দায়িত্বশীলতার পবিত্র আমানত রক্ষা করা প্রতিটি মানুষের নৈতিক দায়িত্ব। এ দায়িত্ব থেকে কেউ নিস্কৃতি পেতে পারে না। প্রত্যেকটি মানুষ যদি তার নিজস্ব ইনষ্টিটিউট তথা পরিবার ও সমাজ থেকে দায়িত্বানুভূতির শিক্ষা পায়, তবে সমাজ সুন্দর হয়ে যাবে। সহানুভূতি, সহমর্মিতা ও সহাবস্থানের পরিবেশ সমাজ ও সভ্যতাকে ফুলে-ফলে সুশোভিত করে তুলবে। কল্যাণের বারিধারা সমাজকে সিক্ত করে তুলবে। সামাজিক দায়বদ্ধতা প্রতিটি মানুষ নিজেদের কর্তব্যবোধ গণ্য করবে। মানুষ স্বাচ্ছন্দে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারবে। সমাজের দুস্কৃতি ও দুস্কৃতিকারীরা একঘরে হয়ে পড়বে এবং এরাও একদিন বিবেকবান মানুষে পনিণত হবে। মানুষ আরো সুখী-সুন্দর ও বিবেকবানদের সমাজে অনাবিল শান্তির ঠিকানা খুঁজে পাবে। বিবেক তাড়না কি সৃষ্টি হবে না? বিবেকে কি জেগে উঠবে না? হারানো সেই সমাজে ফিরে যাওয়ার অপেক্ষায় রইলাম।

ঘুমন্ত বিবেককে জাগ্রত করার জন্য বা অসুস্থ বিবেককে সুস্থ করার জন্য আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার সর্বত্র নৈতিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করতে হবে। সেখান থেকে এক ঝাঁক নৈতিকতা সম্পন্ন মানুষ বেরিয়ে আসবে। তারাই দেশ ও জাতির উন্নয়নে কার্যকরী ভূমিকা পালন করবে। মনে রাখতে হবে, এদেরই নৈতিক প্রভাব আশে পাশে ছড়িয়ে পড়বে। দেশের নাগরিকগণ বিনা পরিশ্রমে ও বিনা খরচে নৈতিক জ্ঞানে সমৃদ্ধ হবে। বিবেককে সঠিক ও সরল পথে পরিচালিত করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ পথপ্রদর্শক হলো আল কুরআন। মানুষের বিবেককে সুস্থ রাখার জন্য আল কুরআনের শিক্ষার কোন বিকল্প নাই। মানুষের প্রকৃতির সাথে মিল রেখেই আল্লাহ তা'আলা কুর-আন নাযিল করেছেন। কুরআন ছাড়া অন্য কোন কিছু আমদানী করা হলে তা তাদের প্রকৃতির সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হবে। সুতরাং কুরআনের শিক্ষাকে ছারদিকে ছড়িয়ে দিতে হবে। তাছাড়া রাষ্ট্রীয়ভাবে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের লালনকে মৌলিক কর্মসূচী হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। সালাত কায়েম ও যাকাতে আদায়ের বিষয়ে বিশেষ মনযোগী হতে হবে।

লড়ছেন 'মান্নান-জুয়েল' ও 'মিছবাহ-অপু' প্যানেল

(শেষের পাতার পর)

আগামী ২২ অক্টোবর রোববার এই সংগঠনের নির্বাচন। নির্বাচনী তফসিল মোতাবেক এদিন সকাল ৯টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত একনাগারে ভোট গ্রহন অনুষ্ঠিত হবে। বর্তমানে এর সদস্য সংখ্যা প্রায় সাড়ে ৭ হাজার। এবারের নির্বাচনে দুটি প্যানেল 'মান্নান-অপু' ও 'মিসবাহ-অপু' সরাসরি নির্বাচন করছে। 'মান্নান-অপু' প্যানেলে নেতৃত্ব দিচ্ছেন বর্তমান সভাপতি আব্দুল মান্নান ও জসিম উদ্দীন জুয়েল। অপরদিকে 'মিছবাহ-অপু' প্যানেলে নেতৃত্ব দিচ্ছেন সংগঠনের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মিছবাহ আহমেদ ও রেজাউল আলম অপু। উল্লেখ্য গত নির্বাচনে 'মিছবাহ-অপু' প্যানেল। পরাজিত হলেও এবার পুনরায় প্রার্থী হয়েছেন। খবর ইউএনএ'র।

জানা গেছে, কমিউনিটির শক্তিশালী সামাজিক সংগঠন হিসেবে অতীতের মতো এবারের নির্বাচনও জমে উঠেছে। সংশ্লিস্টদের ধারণ গতবারের তুলনায় এবার হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হবে। দুটি প্যানেলই শক্তিশালী। বলা হচ্ছে 'মান্নান-জুয়েল' প্যানেলের প্রার্থীরা অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ। বর্তমান সভাপতি আব্দুল মান্নান এই প্যানেলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। সমিতিকে আরো এগিয়ে যাওয়াই এই প্যানেলের লক্ষ্য।

অপরদিকে এই প্যানেলের সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী জুয়েল ইয়ং, কমিউনিটির পরিচিত মুখ এবং বিভিন্ন সামাজিক কর্মকান্ডের সাথে জড়িত। পাশাপাশি 'মিসবাহ-অপু' প্যানেলের প্রার্থীরা অধিকাংশ নতুন মুখ নিয়ে প্যানেল দিলেও এই প্যানেলের দাবী যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বি-য়ানীবাজার উপজেলার পৌরসভা সহ ১০টি ইউনিয়নের সমাজ কর্মে পরীক্ষিত প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত তাদের প্যানেল। সভাপতি পদপ্রার্থী মিসবাহ আহমেদের কমিউনিটিতে ব্যাপক পরিচিতি রয়েছে। তিনি একটি রাজনৈতিক দলের সিনিয়র নেতা এবং সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। বিয়ানীবাজারবাসীদের প্রত্যাশা পূরণ করাই তাদের মূল লক্ষ্য।

'মান্নান-জুয়েল' প্যানেলে অন্যান্য প্রার্থীরা হলেন: সহ সভাপতি- নিজাম উদ্দীন, সহ সাধারণ সম্পাদক- রাজু আহমদ, কোষাধ্যক্ষ- আব্দুল হান্নান দুখু, সাংগঠনিক সম্পাদক- আবু তৈয়ব তালহা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক- অনিক রাজ, দফতর সম্পাদক- আব্দুল হামিদ, প্রচার সম্পাদক- সামশুল ইসলাম, ক্রিড়া সম্পাদক- কিবরিয়া আহমেদ শাহিদ, সমাজ কল্যাণ সম্পাদক- মোহাম্মদ এফ এইচ সোনার বলাই, ও মহিলা সম্পাদিকা- ফাতেমা শীলা। কার্যকরী সদস্য পদের প্রাথীরা হলেন: ফকরুল হক, নুর উদ্দীন, বদরুল উদ্দীন, হোসেন আহমদ, সামাদ আহমেদ,আব্দুস খান ও আবু জাফর।

'মিছবাহ-অপু' প্যানেলের অন্য প্রার্থীরা হলেন: সহ সভাপতি- মুহিবুর রহমান রুহুল, সহ সাধারণ সম্পাদক- আব্দুল ফাত্তাহ, কোষাধ্যক্ষ- মোহাম্মদ আবু হামিদ, সাং-গঠনিক সম্পাদক- মাহমুদুল কবির রুবেল, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক- ছিদ্দিক আহমদ, দফতর সম্পাদক- শামসুল আলম শিপলু, প্রচার সম্পাদক- আবু রাসেল, ক্রিড়া সম্পাদক- জামিল আহমদ, সমাজ কল্যান সম্পাদক- ফয়েজ আহমদ ও মহিলা বিষয়ক সম্পাদিকা- হাফসা ফেরদৌস হেলেন। কাযকরী সদস্য পদের প্রার্থীরা হলেন: মাহবুব উদ্দীন আলম, মোহাম্মদ আমিন উদ্দীন, ইকবাল হোসেন, রেজোয়ান আহমদ, মাসুদুর রহমান, শরীফ আহমদ ও ফরহাদ হোসাইন।

আরো উল্লেখ্য, নিউইয়র্কের বাংলাদেশী কমিউনিটির নেতৃত্বে বিয়ানীবাজারবাসীদের বিশেষ অবস্থান রয়েছে। সংশ্লিস্টদের মতে নিউইয়র্ক, নিউজার্সী ও মিশিগার রাজ্যেই ২০ হাজারের বেশি বিয়ানীবাজারবাসী বাস করেন। এই সংগঠনের নির্বাচিত কর্মকর্তারা বিভিন্ন সময়ে যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বাংলাদেশীদের আমব্রেলা সংগঠন হিসেবে পরিচিত 'বাংলাদেশ সোসাইটি' আর বৃহত্তর সিলেটবাসীদেও সর্ববৃহৎ সামাজিক সংগঠন জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা'র নেতৃত্ব দিয়েছেন। তাদের মধ্যে মরহুম কামাল আহমেদ ছাড়াও উল্লেখযোগ্যরা হলেন আজমল হোসেন কুনু, বদরুল হোসেন খান, বুরহান উদ্দীন কফিল, বদরুন্নাহার খান মিতা, আজিমুদ্দিন বুরহান প্রমুখ।

একটানা বসে থাকলে যে ঝুঁকি

(শেষের পাতার পর)

ক্ষতির কারণ হতে পারে। অনেকসময় তিন-চার ঘণ্টাও টানা বসে থাকেন অনেকে। এতে তখন হয়তো কোনো সমস্যা দেখা দেয় না; কিন্তু একটু বয়স বাড়তে শুরু করলেই পড়তে হতে পারে মুশকিলে। ডিমেনশিয়ার পেছনে একটানা বসে কাজ করার ভূমিকা রয়েছে বলে মনে করছেন বিজ্ঞানীরা।

সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের এক গবেষণায় মিলেছে বিস্ময়কর তথ্য। বয়স ৬০-এর বেশি এমন প্রায় ৫০ হাজার মানুষের তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে?। তাতে দেখা গেছে, একটানা বসে কাজ করার সাথে রয়েছে ডিমেনশিয়ার যোগসূত্র। তাহলে কি নিয়মিত হাঁটাচলা করলে এই ঝুঁকি? কী বলছেন বিশেষজ্ঞরা?

টানা বসে না থেকে হাঁটাচলা করলেই যে এই ঝুঁকি কমে আসবে সে ব্যাপারেও নিশ্চিত করে কিছু বলতে পারছেন না গবেষকরা। গবেষণায় দেখা গেছে, যেসব ব্যক্তি দিনে ১০ ঘণ্টার বেশি সময় ধরে বসে থাকেন, তাদের ডিমেন-শিয়ার হার ৮ শতাংশ বেশি। সাত বছরের মধ্যে এই রোগের ঝুঁকিও অনেকটাই বেড়ে যায়। এর থেকে বেশি সময় বসে থাকলে ঝুঁকি আরো কয়েকগুণ বেশি। এম-নটাই জানাচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা। তারা বলছেন, যারা দৈনিক ১২ ঘণ্টা একটানা বসে কাজ করেন, তাদের ডিমেনশিয়ার ঝুঁকি ৬৩ শতাংশ বেশি। সাধারণত অফিসের কাজ করা ছাড়াও টিভির সামনে বসে থাকার মতো কাজেও ঝুঁকি বাড়ে। তাই শুধু অফিসেই নয়, বাড়িতেও টানা বসে কাজ করার অভ্যাস এড়াতে হবে। এতে সুস্থ থাকা সহজ হবে।

বদলে দেই পৃথিবী
ধাঁপে ধাঁপে
শুভকাজে

RENAISSANCE
HOME HEALTH CARE



নিউইয়র্ক সিটির সর্বশ্রেষ্ঠ হোমকেয়ার প্রতিষ্ঠান রেঁনেসা হোম এন্ড হেলথ কেয়ার

সর্বোচ্চ সম্মানীতে রেঁনেসা হোম এন্ড হেলথ কেয়ারে যোগ দিন

আপনার মর্যাদা, সম্মান ও সহানুভূতির সাথে সর্বোচ্চ গুণগত পরিসেবা প্রদানই আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- আমাদের রয়েছে আকর্ষণীয় ক্ষতিপূরণ প্যাকেজ
- ছুটির দিনে দ্বিগুণ বেতন
- বিনামূল্যে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা
- গুগল-এ ৪.৫ স্টার রেটিং



রেনেসাঁয় কাজ করতে চান? আজই যোগাযোগ করুন

(718) 649-3670

1959 WESTCHESTER AVE.
BRONX, NY 10462

www.renaissancehomehc.com

বাংলা পত্রিকা
প্রান্তিক পৃষ্ঠা
The Weekly Bangla Patrika
বাংলা পত্রিকা The Weekly Bangla Patrika // Monday / October 09 // 2023

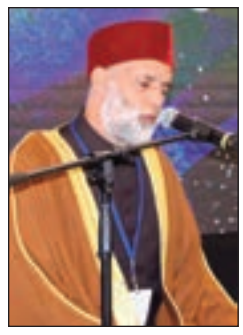
বাইডেনের শিক্ষাঋণ মওকুফের আওতায় আরও ১২৫০০০ শিক্ষার্থী

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: ইতিপূর্বে নেওয়া সিদ্ধান্ত মোতাবেক শিক্ষাঋণ মওকুফের আওতায় আসা শিক্ষার্থীরা যখন তাদের বার্তা পেতে শুরু করেছেন, তখন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন তার মওকুফের পরিধি আরও বাড়ানোর ঘোষণা দিলেন। তার তাতে যুক্তরাষ্ট্রের আরও ১২৫০০০ শিক্ষার্থী তাদের শিক্ষাঋণের বোঝামুক্ত হতে পারবেন। এই সিদ্ধান্তের কারণে আরও ৯ বিলিয়ন ডলার মওকুফ করলো বাইডেন প্রশাসন। সব মিলিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের ৩.৬ মিলিয়ন ঋণগ্রাহকের মোট ১২৭ বিলিয়ন ডলার ঋণ মওকুফ করা হলো। হোয়াইট হাউজ এক বিবৃতিতে এসব জানিয়েছে। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, প্রেসিডেন্ট বাইডেন মনে করেন কলেজ হবে দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণির জন্য সামনে এগিয়ে যাওয়ার টিকেট, সেটি যেনো পরিবারের ওপর বোঝা হয়ে না দাঁড়ায়। বুধবার দিনের পরের দিকে এ বিষয়ে আনুষ্ঠানি বক্তব্য রাখেন প্রেসিডেন্ট বাইডেন। ২০২০ সালের নির্বাচনে লড়াইয়ের সময় তার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ছিরো শিক্ষার্থীদের ঋণের বোঝামুক্ত করার।

















নিউইয়র্কে সিরাহ কনফারেন্স-২০২৩

আগামী বছরের শুরুতেই বাংলাদেশে শান্তির পতাকা উড়বে ইনশাল্লাহ্ : ড. আবু জাফর মাহমুদ

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: বিশ্বখ্যাত ক্বারীদের অসাধারণ তেলাওয়াত আর দ্বীনি আলোচনার মধ্য দিয়ে নিউইয়র্কে উদযাপিত হয়েছে সিরাহ কনফারেন্স-২০২৩। আইটিভি ইউএসএ'র আয়োজনে গত ২৯ সেপ্টেম্বর শুক্রবার সন্ধ্যায় লাগোর্ডিয়া প্লাজা হোটেলে ওই আয়োজনে উপস্থিত থেকে কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন বিশ্বখ্যাত ক্বারী শাইখ আহমেদ বিন ইউসুফ আল আজহারি, মিশরের বিখ্যাত ক্বারী শেখ হাসান সালেহ, ইন্দোনেশিয়ার ইমাম শামসি আলী, মিশরের শাইখ ওয়ালিদ আলবাট্টাউইশ, ইমাম ড. জাকির আহমেদ, ক্বারী নজরুল ইসলাম, ক্বারী ফখরুল ইসলাম আলমগীর, ইকবাল হুসেইন জীবন ও ক্বারী আব্দুল্লাহ রাদনসিস।

আইটিভি ইউএসএ'র প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী মোহাম্মদ শহীদুল্লাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে নেতা, নেতৃত্ব, বিশ্বাস ও অবিশ্বাস প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখেন অনুষ্ঠানের অতিথি গ্লোবাল পিস অ্যামব্যাসেডর, বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের মাউন্টেন ব্যাটালিয়ন কমান্ডার, স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদ। সিরাহ কনফারেন্সে অনেকের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ডা. ওয়াহিদুর রহমান, বিশিষ্ট রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ী আব্দুল আজিজ, শিশু অধিকার কর্মী ফাতিহা আয়াত প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে ড. আবু জাফর মাহমুদ বলেন, যে দেশটি যুদ্ধ করে স্বাধীন করেছি সেই দেশটির ৯০ শতাংশ মানুষ মুসলমান। ৫৩ বছর ধরে মুসলমানদের ওপর যে জুলুম চলে আসছে তা বর্ণনাতীত। ৯০ ভাগ মুসলমানের ওপর নিষ্পেষণ এমন এক জায়গায় এসে পৌঁছেছে, আজ আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে আমেরিকা। নতুন বছর বাংলাদেশে শান্তির বাতাস প্রবাহিত হবে ইনশাল্লাহ। এটি আল্লাহই করবেন। সব পরিকল্পনার মালিক তিনি।

আবু জাফর মাহমুদ তার বক্তব্যে একজন নেতা কেমন হওয়া দরকার সে বিষয় তুলে ধরে বলেন, ইমান আকিদার ভিত্তিতেই একজন প্রকৃত নেতা তৈরি হতে পারেন এবং সঠিক নেতৃত্ব দিতে পারেন। এক্ষেত্রে শুধুমাত্র কোরআন হাদিস পড়া ও শেখার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না, এর জন্য সমসাময়িক জ্ঞান বিজ্ঞান ও ধী শক্তির প্রয়োগ অপরিহার্য। আমাদের দায়িত্ব যেকোনো



প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত থাকা।

তিনি তার লিখিত বক্তব্যে আরো জানান, এই আয়োজনগুলো আমাদের ইমান আক্কিদা, দেশপ্রেম ও বিশ্বাস সুরক্ষার জন্য সবচেয়ে বেশি কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। আমাদের সমাজে বহুদিন ধরেই রাজনীতি, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে নাস্তিকতার অনুশীলন চলে আসছে। শুধু অনুশীলন নয়, রীতিমত নাস্তিকতা কায়েমের অভিযান। এই অভিযান চালাতে গিয়ে মানুষের এথিকস ও ধর্মীয় মূল্যবোধের ওপর পর্যায়ক্রমে আঘাত করে সমাজটাকে বিভ্রান্ত করা হয়েছে। নাস্তিকের সংখ্যা বাড়ানোই ওই চক্রের বড় উদ্দেশ্য। এই নাস্তিকতা আমাদের দেশের কমিউনিস্টদের ওপর ভর করেছে। সেক্যুলারিস্টদের ওপর ভর করেছে। সব সেকুলারিস্ট কমিউনিস্ট নয়। পাশাপাশি ওরা সংখ্যাগরিষ্ঠ ৯০ ভাগ মুসলমানকে রাজনৈতিকভাবে ধ্বংস করার তৎপরতায় লিপ্ত। এরা নাস্তিকতার ভেতর দিয়ে একটি নেতৃত্ব সৃষ্টির চেষ্টা করেছে। এতে অনেকটা সফলও হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে আমাদের বাংলাদেশ রাষ্ট্র ও সমাজের শান্তি নষ্ট হয়েছে। শেকড়ের সঙ্গে উপরিভাগের দূরত্ব বেড়েছে।

আবু জাফর মাহমুদ বলেন, সমুদ্রসীমা ছাড়াও ৫৬ হাজার বর্গমাইলের বাংলাদেশে শান্তি স্থিতিশীলতার জন্য আমাদের করনীয় নির্ধারণের সময় এখন। আমরা মনে করি দেশের ৯০ ভাগ মানুষ মুসলিম। তারা ইসলাম ধর্ম ও সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাসী। এর বাইরে রয়েছে হিন্দু সংস্কৃতি, বৌদ্ধ সংস্কৃতি, খৃষ্টান সংস্কৃতি। ওখানে ৯০ ভাগ মুসলমানের ওপরে সামান্য কিছু মানুষ ও আদিবাসীর প্রভাব বিস্তারের বল প্রয়োগ করে চলেছে ক্রমাগত।

আবু জাফর মাহমুদ বলেন, ১৯৪৭ এ ভারত বিভক্ত হয়েছে ধর্মবিশ্বাসের ওপর ভর করে। এই অঞ্চলটা মুসলমান অধ্যুষিত। চিহ্নিত রাজনীতিক অপশক্তি সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানতদরে ওপর জুলুম করে চলেছে। আলেমদের হত্যা করেছে। মাদ্রাসাগুলোকে ধংস করার জন্য কাজ করেছে। ঐতিহ্যবাহী সামাজিক মূল্যবোধ ধংস করে চলেছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ইসলাম ধর্ম শিক্ষাকে সরিয়ে দিয়েছে। মুসলমানদেরকে যেকোনো অজুহাতে সন্ত্রাসী হসেবে দুনিয়াব্যাপী প্রচার করেছে। এত চাপের মুখে থেকেও মুসলমানরা আত্মসমর্পন করেনি। সন্ত্রাসের মধ্যে যায়নি। ইসলাম সন্ত্রাসবিরোধী ও শান্তির ধর্ম। ইসলাম শব্দটির অর্থও শান্তি।

তিনি বলেন, ইসলাম বিস্তার হয়েছে মুসলমানদের ভালো ব্যবহার, আন্তরিক আচরণ ও ইমানী শক্তির মধ্য দিয়ে। বহুভাবে মুসলমানদেরকে সন্ত্রাসী পরিণত করার করার চেষ্টা করা হয়েছে। নাস্তিকতা পন্থীদের এই তৎপরতা একদিনের জন্যও সফল হয়নি। ওরা শুধু সামাজিক সন্ত্রাস করেছে তা নয়। রাজনীতি ও রাষ্ট্রযন্ত্র দখলে নিয়ে বিশ্বময় বিষবাষ্প ছড়িয়ে চলেছে। এই অবস্থায় কেমন নেতৃত্ব দরকার। কেমন রাজনীতি ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা দরকার, তার পথ বের হতে হবে। এক্ষেত্রে আমার বিশ্বাস সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষকে সন্তুষ্ট রাখার দরকার। তাদের ধর্মীয় মূল্যবোধ রক্ষা করতে গিয়ে তাদের শান্তির কথা আগে ভাবতে হবে। তাদেরকে নিরাপদে রেখে, একই সঙ্গে অন্যদেরকেও নিরাপদে রেখে রাজনীতিচর্চা চালু করা দরকার। এর জন্য যাদের জ্ঞানভান্ডার গভীর তেমন নেতৃত্ব সামনে আসা দরকার। যে নেতৃত্বের দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন মহানবী (সা.)। রাষ্ট্রযন্ত্রে রাসুল (সা.) এর আদর্শের প্রকৃত অনুসারি নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা দরকার।

সিরাহ কনফারেন্স উপলক্ষে লাগোর্ডিয়া প্লাজায় ছিল ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনীর আয়োজন। অনুষ্ঠানের অতিথিবৃন্দ ওই প্রদর্শনী ঘুরে ঘুরে দেখেন।



সাক্ষাৎকারে অধ্যাপক রেহমান সোবহান

‘রাজনীতিতে বহুমত চর্চার খুব অল্পই অবশিষ্ট আছে’

অনেক বছর ধরেই আমরা ‘বিজয়ী সব সুযোগ-সুবিধা কুক্ষিগত করবে’– এ সংস্কৃতি থেকে রাজনীতিকে বের করে আনার পথ খুঁজছি। প্রধান দুই রাজনৈতিক দলের মধ্যে এ ব্যাপারে একটি ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হতে হবে যে, রাজনীতির খেলায় হেরে যাওয়া মানেই জীবন-জীবিকা হুমকির মুখে পড়া নয়।

অধ্যাপক রেহমান সোবহান (জন্ম ১২ মার্চ ১৯৩৫) বাংলাদেশের প্রথিতযশা অর্থনীতিবিদ, চিন্তক। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন তিনি। ১৯৫৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতায় যুক্ত হন। ১৯৭৭ সালে অধ্যাপক হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি বাংলাদেশের প্রথম পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য ছিলেন। তিনি বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (বিআইডিএস) মহাপরিচালক ও ১৯৯১ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় গঠিত সরকারের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন। তিনি বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) প্রতিষ্ঠাতা ও বর্তমান চেয়ারম্যান। রেহমান সোবহানের সাক্ষাৎকার নিয়েছেন মাহবুব আজীজ

গণতন্ত্রের অন্যতম শর্ত বা ভিত্তি বহুমতের সহাবস্থান। আমাদের রাজনীতিতে বহুমতের চর্চা কতটা প্রতিফলিত হচ্ছে? আমাদের গণতন্ত্র বা রাজনীতিতে বহুমতের চর্চার সংকট কী কী?

রেহমান সোবহান: আমাদের রাজনীতিতে এখন বহুমত চর্চার খুব অল্পই অবশিষ্ট আছে। ‘বিজয়ী সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা কুক্ষিগত করবে’– এ ধারণার ওপর ভিত্তি করে আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতি গড়ে উঠছে। এ ধরনের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে ক্ষমতায় যাওয়া এবং তারপর যে কোনো মূল্যে ক্ষমতা আঁকড়ে থাকা হয়ে পড়ে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কারণ একবার যদি ক্ষমতা হাতছাড়া হয়ে যায় তাহলে ক্ষমতাসীনদের জীবন-জীবিকা সবই খোয়া যাওয়ার ভয় থাকে। এমন রাজনৈতিক পরিবেশে গণতন্ত্র টিকিয়ে রাখা অসম্ভব না হলেও অত্যন্ত কঠিন।



প্রশ্ন: নির্বাচন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অন্যতম মাধ্যম। বর্তমান নির্বাচনী ব্যবস্থার ত্রুটিগুলো কী?

রেহমান সোবহান: বাংলাদেশে যখন নির্বাচন একটি ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হয় তখন নির্বাচনী ব্যবস্থা, প্রশাসন ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো দলীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকে। আমরা দেখেছি একটার পর একটা সরকার রাষ্ট্রীয় ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে দলীয়করণের চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। এমন পরিস্থিতিতে নির্বাচন কমিশনের (ইসি) পক্ষে নির্বাচন তদারকির দায়িত্ব স্বাধীনভাবে পালন করা খুবই কঠিন। যেহেতু ইসি একটি দলীয় সরকার দ্বারা মনোনীত ও পরিচালিত হয়, তাই ইসির পক্ষে স্বাধীনভাবে কাজ করা দুরূহ।

প্রশ্ন: একসময় যারা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের জন্য আন্দোলন করেছিল, এখন তারা এর বিরোধী। যেখানে দুটি পক্ষের একে অন্যের প্রতি চরম অবিশ্বাস রয়েছে, সেখানে তত্ত্বাবধায়ক সরকার পদ্ধতিকে অনেকে নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যম মনে করছেন। এ সম্পর্কে আপনার বক্তব্য আশা করছি।

রেহমান সোবহান: তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাংবিধানিক স্বীকৃতির দাবিতে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর দল আওয়ামী লীগ সমমনা রাজনৈতিক দলগুলোকে সঙ্গে নিয়ে প্রথম আন্দোলন গড়ে তুলেছিল। তখন ক্ষমতায় ছিল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি অত্যন্ত জোরালো হয়ে উঠেছিল, কারণ প্রধান বি‡রাধী দলসহ প্রায় সব বিরোধী দলেরই বিশ্বাস ছিল যে বাংলাদেশে দলীয় সরকারের অধীনে অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচন করা সম্ভব নয়; কেননা যখন যে দল ক্ষমতায় থাকবে তারাই যে কোনো উপায়ে ক্ষমতায় টিকে থাকতে বদ্ধপরিকর হবে। ইতিহাস বলছে, ১৯৪৭ থেকে ১৯৯০, পাকিস্তান ও বাংলাদেশে কোনো শাসক দলের অধীনে অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি। ১৯৭০ সালের ঐতিহাসিক নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিত ভিন্ন। পরিস্থিতি শাসকদের অবাধ নির্বাচন আয়োজনে বাধ্য করে। তবে বিজয়ী দলের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল কেন্দ্রীয় পাকিস্তান সরকার। স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশে শুধু ১৯৯১, ১৯৯৬, ২০০১ ও ২০০৮– এই চার সময়ে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে জাতীয় নির্বাচনে চারবারই তৎকালীন বিরোধী দল জয়লাভ করে ক্ষমতাসীন হয়।

প্রশ্ন: আমাদের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি নিয়ে বিদেশি কূটনীতিকরা নিজেদের স্বার্থ অনুযায়ী বক্তব্য দিচ্ছেন। এটি কি আমাদের গণতন্ত্রের দুর্বলতাকে নির্দেশ করে?

রেহমান সোবহান: যখন বিদেশি কূটনীতিকরা আমাদের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি নিয়ে কথা বলার তাগিদ অনুভব করতে থাকেন তখন আমাদের রাজনীতির দীনতাই প্রকাশ করে। দেশে একটি কার্যকর গণতন্ত্র থাকলে স্বাভাবিকভাবেই তাদের এ নিয়ে কথা বলার সুযোগ থাকে না। তখন যদি তারা অভ্যন্তরীণ বিষয়ে কথা বলতেন– শুধু সরকার কেন, বিরোধী দলসহ সুশীল সমাজেরও চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তেন।

প্রশ্ন: রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার বেড়েছে। এটি কি গণতন্ত্রের জন্য অশনিসংকেত?

রেহমান সোবহান: রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহারই আমাদের একাত্তরের গণহত্যার দিকে নিয়ে গিয়েছিল। রাজনীতিতে এটি সবচেয়ে বিপজ্জনক খেলা। ’৭২-এর সংবিধান প্রণেতারা একে বেআইনি ঘোষণা করেছিলেন। তবু রাজনৈতিক দলগুলোকে এর রাজনৈতিক ফায়দা নেওয়া থেকে বিরত রাখার জন্য তা যথেষ্ট নয়। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, আমা‡দের প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতে বর্তমান ক্ষমতাসীন দল বিজেপি রাজনৈতিক সমর্থন বাড়াতে ধর্মের যথেচ্ছ ব্যবহার করে ভোটের রাজনীতিতে তাদের বিজয় নিশ্চিত করেছে।

প্রশ্ন: আমাদের অর্থনীতি দ্রুত বিকশিত হচ্ছে। রাজনৈতিক অস্থিরতা কি তা কমিয়ে দিতে পারে?

রেহমান সোবহান: আমাদের উন্নয়ন অনেক ক্ষেত্রে প্রশ‡ংসিত হয়েছে। তবে সংঘাতপূর্ণ রাজনীতি রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা তৈরি করতে পারে। এটি দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ নিরুৎসাহিত করতে পারে। এই অস্থিতিশীলতা উন্নয়ন প্রক্রিয়ার স্থায়িত্বকে দুর্বল করবে।

প্রশ্ন: আমাদের জিডিপি প্রবৃদ্ধি বাড়ছে কিন্তু মূল্যস্ফীতি ও নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের ঊর্ধ্বগতিতে দেশের সাধারণ মানুষের জীবনমান নিচের দিকে যাচ্ছে। এ পরিস্থিতি কি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রভাব ফেলবে?

রেহমান সোবহান: উচ্চ মূল্যস্ফীতি জনসাধারণের ব্যাপক ক্ষতি করে, বিশেষ করে জনগণের দরিদ্র অংশের। এই মূল্যস্ফীতি জনমনে অসন্তোষ সৃষ্টি করে, যেটি শেষ পর্যন্ত রাজনৈতিক অস্থিরতার দিকে নিয়ে যেতে পারে। এ অবস্থা শেষ পর্যন্ত শুধু একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাই নয়; বরং যে কোনো রাজনৈতিক প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করে।

প্রশ্ন: অনেকের মতে, টেকসই গণতন্ত্র ছাড়া টেকসই উন্নয়ন সম্ভব নয়। বিষয়টিকে আপনি কীভাবে দেখেন?

রেহমান সোবহান: ‡টকসই গণতন্ত্র ছাড়া টেকসই উন্নয়ন সম্ভব নয়। বাংলাদেশসহ বেশির ভাগ দেশের জন্য এ কথা প্রযোজ্য। তবে চীন, ভিয়েতনাম এমনকি সিঙ্গাপুরের মতো দেশের সাফল্যের গল্পগুলোর দিকে তাকালে দেখা যাবে এটি সর্বজনীন সত্য নয়।

প্রশ্ন: আমাদের গণতন্ত্র ও রাজনীতিতে বহুমতের চর্চার যে সংকট চলছে, তা থেকে উত্তরণের উপায় কী?

রেহমান সোবহান: অনেক বছর ধরেই আমরা ‘বিজয়ী সব সুযোগ-সুবিধা কুক্ষিগত করবে’– এ সংস্কৃতি থেকে রাজনীতিকে বের করে আনার পথ খুঁজছি। প্রধান দুই রাজনৈতিক দলের মধ্যে এ ব্যাপারে একটি ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হতে হবে যে রাজনীতির খেলায় হেরে যাওয়া মানেই জীবন-জীবিকা হুমকির মুখে পড়া নয়। রাজনীতিকদের এই আশঙ্কা দূর করা ছাড়া বহুমত সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা করা যাবে না। এ ক্ষেত্রে ক্ষমতাসীন ও বিরোধী দুই দলেরই বড় দায় রয়েছে।

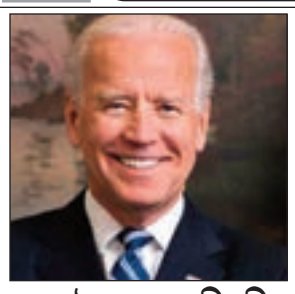




TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika

MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS
Direct Lender
Low Closing Cost Good Rate
Call 718-507-LOAN for Approval
70-17, 37th Ave. Suite# 2F, Jackson Heights, NY 11372
Licensed Mortgage Banker of New York
M. Kamal, MBA
CPA



যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ সভাপতির চিঠির জবাবে যা বললেন বাইডেন

বিশেষ প্রতিনিধি: বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয় নিয়ে ঢাকায় নিযুক্ত আমেরিকান রাষ্ট্রদূত পিটার হাসের হস্তক্ষেপসহ ভিসানীতি ও **(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)**

সাঈদ তারেকের কলাম

সব কিছু বন্ধ, তারপর-!



প্রধানমন্ত্রী মহোদয়া মাঝেমাঝে কিছু বোম্বাস্টিং কথাবার্তা বলে বাজার গড়ম করে ফেলেন! একটা কথা প্রায়ই বেশ জোর দিয়ে বলে থা কেন আওয়ামী লীগের আমলেই সুষ্ঠু ও অবাধ ভোট হয়। অনেক ট্রল হয়, সোস্যাল মিডিয়ায় নানা টিকাটিপ্পনী, সমালোচনা হয়। উনি যে এসব পড়েন না **(বাকি অংশ ১৮ পাতায়)**

বাড়ী ক্রয়ের প্রস্তুতি



এম. কামাল: নিউইয়র্কে বাড়ী ক্রয় করা যতনা সহজ বাড়ী রক্ষা বা বাড়ীর রক্ষণাবেক্ষণ তত কঠিন। তবে এজন্য বাড়ীর মালিককে শিল্পী হওয়ার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এ সম্পর্কে **(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)**

প্রধানমন্ত্রীর সংবর্ধনা দিলো মহানগর: উপেক্ষিত যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ

অপদস্ত ড. সিদ্দিক, বিড়ম্বিত ডা. মাসুদ, কপালী ফজলু-ইমদাদ, সম্মানিত মুজিব-শাহীন-রফিক



ছবিতে (বা থেকে) ড. সিদ্দিকুর রহমান, এম ফজলুর রহমান, ডা. মাসুদুল হাসান, ইমদাদ চৌধুরী, মুজিবুর রহমান, শাহীন আজমল ও রফিকুর রহমান

বিশেষ প্রতিনিধি: নিউইয়র্কে প্রধানমন্ত্রী ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনার নাগরিক সংবর্ধনা ঘিরে অপদস্ত হলেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সভাপতি ড. সিদ্দিকুর রহমান, বিড়ম্বিত হলেন এই সংগঠনের অন্যতম উপদেষ্টা ডা. মাসুদুল হাসান আর কপালী হলেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সিনিয়র সহ সভাপতি এম ফজলুর রহমান ও নিউইয়র্ক মহানগর **(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)**

রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর শোক

কানাডায় চিরনিদ্রায় শায়িত কবি আসাদ চৌধুরী



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: কানাডার অন্টারিও'র পিকারিং ডাফিন মেডোজ কবরস্থানে চিরনিদ্রায় শায়িত হলেন একুশে পদকপ্রাপ্ত ও বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কারপ্রাপ্ত কবি আসাদ চৌধুরী। গত ৬ অক্টোবর শুক্রবার বাদ জুমা টরন্টোর নাগেট মসজিদে কবির নামাজে **(বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)**

সন্দ্বীপ সোসাইটি'র নির্বাচন ২৯ অক্টোবর

'ফিরোজ-আলমগীর' ও 'ফয়সল-আমজাদ' প্যানেলে মনোনয়নপত্র দখিল

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: চট্টগ্রামের দ্বীপ উপজেলা প্রবাসী সন্দ্বীপবাসীদের সামাজিক সংগঠন সন্দ্বীপ সোসাইটি ইউএস'র আসন্ন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী দুইপ্যানেলের প্রার্থীরা তাদের মনোনয়ন পত্র জমা দিয়েছেন। ফলে সোসাইটির ১৯ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী পরিষদের জন্য প্রার্থী হলেন ৩৮জন। গত ৩ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার 'ফিরোজ-আলমগীর' ও 'ফয়সল-আমজাদ' প্যানেল মনোনয়ন পত্র দাখিল করেন। এ উপলক্ষ্যে ব্রুকলীনের লিটল বাংলাদেশ এলাকায় চার্চ-ম্যাকডোনাল্ড) উভয় প্যানেলই সমাবেশ **(বাকি অংশ ১৮ পাতায়)**

সোনালী এক্সচেঞ্জের সিনিয়র স্টাফ মফিজ সারওয়ারের ইন্তেকাল

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): সোনালী ব্যাংকের সাবসিডিয়ারী প্রতিষ্ঠান নিউইয়র্কের সোনালী এক্সচেঞ্জের সি-নিয়র স্টাফ মফিজ সারওয়ার (জাকির) শনিবার (৭ অক্টোবর) দিবাগত রাতে নিউইয়র্কে তার নিজ বাসায় **(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**

বিয়ানীবাজার সমিতির নির্বাচন ২২ অক্টোবর

লড়ছেন 'মান্নান-জুয়েল' ও 'মিছবাহ-অপু' প্যানেল



বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: যুক্তরাষ্ট্রে প্রবাসী সিলেট জেলার বিয়ানীবাজার উপজেলার প্রবাসী বাংলাদেশীদের সংগঠন বাংলাদেশ বিয়ানীবাজার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমিতি ইউএসএ। উপজেলা ভিত্তিক একক সংগঠন হিসেবে এই সংগঠন প্রবাসের ঐতিহ্যবাহী বৃহত্তর সংগঠন। **(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)**



ঘুমন্ত বিবেককে জাগ্রত করুন

জাফর আহমাদ

'বিবেক' মানুষের এক মূল্যবান সম্পদ। মানুষ নামক যে যন্ত্রটি পৃথিবীতে বিচরণ করে বেড়ায়, সেই যন্ত্রটির মৌলিক মানবীয় প্রাণশক্তিই হলো 'বিবেক'। এটি ছাড়া মানুষ **(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)**

খেলার খবর

অস্ট্রেলিয়াকে গুঁড়িয়ে দিয়ে বিশ্বকাপ শুরু ভারতের

স্পোর্টস ডেস্ক: ভারতের কাছে পাত্তাই পেল না ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া। বিশ্বকাপের রেকর্ড পাঁচবারের **(বাকি অংশ ৩৯ পাতায়)**

হেলথ টিপস

একটানা বসে থাকলে যে ঝুঁকি

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যাঁরা অফিসে কাজ করেন, বেশির ভাগেরই একটানা বসে থাকতে হয়। আরামের এই কাজই আপনার জন্য মারাত্মক **(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)**

বিনোদন

আফজাল হোসেনের সঙ্গে স্বস্তিকা, আসছে 'ওয়ান ইলেভেন'

বিনোদন ডেস্ক: কলকাতার অভিনেত্রী স্বস্তিকা মুখার্জি দীর্ঘ ১৫ বছর পর অভিনয় করবেন **(বাকি অংশ ৩৯ পাতায়)**


GOLDEN AGE HOME CARE
সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেলথ কেয়ার এজেন্সী
HHA/PCA & CDPAP SERVICE
Call: 718-775-7852
646-591-8396

খলিলুর রহমানকে ঢাকাস্থ আমেরিকা দূতাবাসের শুভেচ্ছা



বিশেষ প্রতিনিধি: নিউইয়র্কের খলিল বিরিয়ানী হাউজের কর্ণধার খলিলুর রহমান খলিলকে শুভেচ্ছা জানালো ঢাকাস্থ আমেরিকার দূতাবাস। বাংলাদেশস্থ যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাসের ওয়েবসাইটের পোষ্টে বলা হয়, বাপা ফুড প্রো এক্সপোতে ইউএস ইনোভেটিভ **(বাকি অংশ ৪০ পাতায়)**

বাংলা পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিন



ZAKIR CPA, PLLC
Certified Public Accountants
Accurate, Fast & Reliable Services
929-207-1516
1506 Castle Hill Ave,
2nd Floor, Bronx, NY-10462
Zakir Choudhury, CPA
Founder & CEO
www.zakircpa.com info@zakircpa.com

জ্যাকসন হাইটসে
মেঘনা ট্রাভেলস
718-478-1920
718-930-1494
বিস্তারিত ৩০ পাতায়

Largest & Most Reliable Travel Agent
CONCORDE
Travel Inc
Jackson Heights: 347-448-6175
Manhattan: 212-563-2800
Call: 917-355-7374
বিস্তারিত ৩১ পাতায়

Editor : Abu Taher Published By Bangla Patrika Inc. 36-50, 38 Street (2nd Floor), LIC, NY 11101, USA. Tel: 718-482-9923, 718-482-1169. Fax: 718-482-9935. Email: banglapatrikausa@gmail.com